চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

# দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 43 Thursday, 12 January, 2023 ❋ ২৮ বর্ষ, ৪৩ সংখ্যা ❋ ২৭ পৌষ, ১৪২৯, বৃহস্পতিবার, ১২ জানুয়ারি, ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

## চাওয়া হল ৩২৫ জনের তালিকা, নিয়োগ দুর্নীতিতে বড় রহস্যভেদের পথে সিবিআই!

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ জানুয়ারিঃ** নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় মানিক ভট্টাচার্য ঘনিষ্ঠ তাপস মণ্ডলকে তলব করল সিবিআই। বুধবার তাপস মণ্ডল তলব অনুসারে নিজামে এলেন। এর আগে তাঁকে একবার জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল সিবিআই। এই নিয়ে দুবার তাঁকে তলব করল সিবিআই। অভিযোগ, তাপস মানিকের নির্দেশে ক্যান্ডিডেটদের থেকে টাকা সংগ্রহ করেছেন বলে অভিযোগ। ৩২৫ জনের তালিকা চাওয়া হয়েছে। ইডি এর আগে তাপস মণ্ডলকে ৫ বার তলব করেছে। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সিটি সেশন কোর্টে ইডির বিশেষ আদালতে মানিক ভট্টাচার্যের স্ত্রী, মানিকের পুত্র এবং মানিক ঘনিষ্ঠ তাপস মন্ডল আদালতের সমন অনুসারে হাজিরা দিয়েছিলেন গত ৭ জানুয়ারি, জামিনের আবেদন করেছিলেন। যদিও জামিনের তীব্র বিরোধীতা করেছিল ইডি। মানিক ভট্টাচার্য ঘনিষ্ঠ তাপস মন্ডল গত ৭ জানুয়ারি এজলাসে হাজিরা দেন। তিন জনের নাম চার্জসিটে ছিল। তাপস মন্ডলের আইনজীবী আদালতের কাছে আবেদন করেন, তাপস মন্ডলকে

যত বার ইডি ডেকেছে গিয়েছেন। তাপস মন্ডলের থেকে কোনো রিকভারি নেই। যে কোনো শর্তে জামিন দেওয়া হোক। পাল্টা ইডির আইনজীবি জামিনের তীব্র বিরোধিতা করে। ইডি আইনজীবী আদালতকে জানান, তাপস মন্ডল অল বেঙ্গল টিচার্স ট্রেনিং এচিভার্স এসোসিয়েশন প্রেসিডেন্ট। ''নো মানি নো তাপস, নো তাপস নো মানি।'' ক্যান্ডিডেটদের থেকে টাকা সংগ্রহ করতো তাপস মন্ডল মানিকের নির্দেশে। ফেসিলিটেটর ছিলেন তাপস। দুর্নীতি সম্পর্কে পুরোটা জানতেন। তাপস না থাকলে দুর্নীতি হত না। দু পক্ষের সওয়াল জবাব শুনে বিচারক তাপস মন্ডল, শতরূপা ভট্টাচার্য, সৌভিক ভট্টাচার্য পরবর্তী শুনানির দিন ৭ ফেব্রুয়ারি নির্দেশ দেন। সেদিন তাঁদের সশরীরে হাজিরা দিতে হবে। পাশাপাশি বুধবার নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এবার সিবিআই তাপস মণ্ডলকে তলব করল নিজাম প্যালেসে। মানিক ভট্টাচার্য অফ লাইনে যে সব ক্যান্ডিডেটদেরকে অফলাইনে রেজিস্ট্রেশন করেছিল তাঁদের লিস্ট সেই সম্পর্কে তাপশ মন্ডল কত খানি জানেন। সেই বিষয়ে ক্যান্ডিডেটদের লিস্ট চাওয়া হয়েছে তাপস মণ্ডলের থেকে। তার বয়ান রেকর্ড করে সিবিআই।

## কার 'চাপে' অধিকারী 'ঘনিষ্ঠ' রামচন্দ্রর বিরুদ্ধে অভিযোগ?

### ৬ পুলিশকর্মীকে তলব সিবিআইয়ের

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ জানুয়ারিঃ** কাঁথি টেন্ডার দুর্নীতিকাণ্ডে এবার অভিযোগকারী কাকলি পণ্ডার স্বামীকে নিজাম প্যালেসে তলব করল সিবিআই। তলব করা হল কাঁথি থানার ছয় পুলিশ আধিকারিককেও। কাঁথি টেন্ডার দুর্নীতি কাণ্ডে অভিযোগকারিণী কাকলির বয়ান আগেই রেকর্ড করেছিল সিবিআই। এবার, তাঁর স্বামী তথা পুরসভার ইঞ্জিনিয়ার শান্তনু পণ্ডারও বয়ান রেকর্ড করলেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার গোয়েন্দারা। সিবিআই সূত্রের খবর, বুধবার নির্ধারিত সময়েই নিজাম প্যালেসে হাজির হন শান্তনু। অন্যদিকে, কাঁথি টেন্ডার দুর্নীতি মামলা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্নের মুখে পড়েছে পুলিশের ভূমিকা। সূত্রের খবর, কাকলির অভিযোগের সারবত্তা কী ছিল, কেন এমন অভিযোগ এনেছিলেন কাকলি, টেন্ডার দুর্নীতির রহস্যের পিছনে ঠিক কার হাত রয়েছে, সে সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানতেই এদিন কাঁথি থানার তদন্তকারী অফিসার-সহ মোট ছয় জন আধিকারিককেও নিজামে তলব করে সিবিআই। ছয় আধিকারিকের প্রত্যেকেই এদিন নথিপত্র নিয়ে নিজাম প্যালেসে আসেন। গত ২৪ ডিসেম্বর কাঁথি থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন পুরসভার ইঞ্জিনিয়ারের স্ত্রী কাকলি। তাঁর অভিযোগ ছিল, শুভেন্দুর ভাই সৌম্যেন্দু অধিকারী ঘনিষ্ঠ রামচন্দ্র পাণ্ডা বিরুদ্ধে। কাঁথি পুরসভার টেন্ডার দুর্নীতিতে এই রামচন্দ্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে বলে নিজের অভিযোগপত্রে জানিয়েছিলেন কাকলি। এছাড়া, রামচন্দ্র পাণ্ডার ঠিকাদারি করার শংসাপত্র নেই বলেও উল্লেখ করেছিলেন সেখানে। এই অভিযোগের ভিত্তিতে গত ২৭ ডিসেম্বর রামচন্দ্রকে গ্রেফতার করে কাঁথি থানার পুলিশ। পরে হাইকোর্টের নির্দেশে অবশ্য জানুয়ারির শুরুতে জামিন পান রামচন্দ্র। কিন্তু, দিনকয়েক পরেই উল্টে যায় পাশা। অভিযোগকারীণি কাকলি পণ্ডা কলকাতা হাইকোর্টে হলফনামা দিয়ে দাবি করেন, কোনও প্রভাবশালী ব্যক্তিই তাঁকে জোর করে ওই অভিযোগপত্রে সই করিয়েছিলেন। এরপরেই গোটা ঘটনার তদন্তভার সিবিআইয়ের হাতে তুলে দেয় আদালত। হাইকোর্টের নির্দেশে অভিযোগকারিণী ও তাঁর পরিবারকে নিরাপত্তা দেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়। এদিন নিরাপত্তাবাহিনীর জওয়ানেরাই অভিযোগকারিণীর স্বামী শান্তনুকে পাহারা দিয়ে নিজাম প্যালেসে নিয়ে আসেন। এর আগে কাঁথির আইসি অমলেন্দু বিশ্বাসকেও তলব করেছিলেন সিবিআই গোয়েন্দারা।

## অনুব্রতর গড়ে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী, কী বার্তা দেবেন তিনি, জল্পনা

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ জানুয়ারিঃ** চলতি মাসের শেষেই বীরভূমে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩০ জানুয়ারি বীরভূমে যাওয়ার কথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ৩১ জানুয়ারি বীরভূমে প্রশাসনিক সভা করার কথা রয়েছে। প্রশাসনিক সভা থেকে একটি অনুষ্ঠানেও যোগ দেওয়ার কথা মুখ্যমন্ত্রীর। তবে রাজনৈতিক সভা হবে নাকি তা নিয়ে এখনও কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি বলে সূত্রের খবর। বীরভূমের ইতিমধ্যেই দেউচা-পাচামি কয়লা খনি প্রকল্প কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। নবান্ন সূত্রে খবর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই সফরে এই প্রকল্পের জন্য আগ্রহী জমি দাতাদের পরিবারদের চাকরি নিয়োগপত্র তুলে দেবেন। পাশাপাশি শিল্প নিয়েও কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। তৃণমূল কংগ্রেসের বীরভূম জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল বর্তমানে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হেফাজতে রয়েছেন। সামনেই রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোট হবার সম্ভাবনা। অনুব্রতহীন বীরভূমকে শাসক দল শক্তিশালী করার মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে। তৃণমূলের নেতাদের এই বৈঠকে একজোট হয়ে কাজের নির্দেশ দিতে পারেন স্বয়ং তৃণমূল নেত্রী। যদিও এই সফরে পাখির চোখ করা হচ্ছে দেউচা-পাচামি প্রকল্পকেই। কবে ভোট, এখন তা স্পষ্ট না হলেও ২০২৩ সালের নির্বাচন নিয়ে ইতিমধ্যে কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে সব পক্ষই। নিজের এলাকায় বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে দলীয় নেতৃত্বকে। পাশাপাশি, প্রচারের কাঠামো তৈরির কাজও ইতিমধ্যে প্রায় সেরে ফেলেছে তৃণমূল। জেলায় জেলায় সেই জনসংযোগের কাজে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও অংশ নেবেন প্রথম থেকেই। এ যেন সেই দিকেরই এক বার্তা। পাশাপাশি, এটিও বার্তা দেওয়া যে বীরভূমে অনুব্রতর অনুপস্থিতিতেও জমি ছাড়তে নারাজ তৃণমূল কংগ্রেস।

# আজ থেকে কলকাতায় শুরু গঙ্গা আরতির প্রস্তুতি

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ জানুয়ারিঃ** বুধবার বিকেলে কলকাতার আউটরাম ঘাট থেকে গঙ্গাসাগর মেলায় আগত সকল পুণ্যার্থীদের উদ্দেশ্যে বার্তা রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর সেখান থেকেই বড় ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। কলকাতায় আগামিকাল থেকেই শুরু হচ্ছে গঙ্গা আরতির প্রস্তুতি। বৃহস্পতিবার ১২ জানুয়ারি, স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন। তাই আগামিকাল থেকেই এই গঙ্গা আরতির কাজ শুরুর করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। কাশী বিশ্বনাথে যেভাবে গঙ্গা আরতি হয়, সেই আদলেই হবে কলকাতার গঙ্গা আরতি। ইতিমধ্যেই এই নিয়ে যাবতীয় পরিকল্পনা করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, জল আর আগুন, এই দুটি থেকে বড় বিপদ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই তিনি কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম, পুলিশ ও অন্যান্য আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে নিজেই ঘুরে আসেন গঙ্গার ঘাট। মুখ্যমন্ত্রী জানান, বাবুঘাটে সন্ধেয় গঙ্গা আরতির ব্যবস্থা করা হবে। কলকাতার এই গঙ্গা আরতি তিলোত্তমার অন্যতম নজরকাড়া 'ডেস্টিনেশন' হয়ে উঠবে বলেও আশাবাদী তিনি। পাশাপাশি কোনওরকম অঘটন এড়াতে প্রশিক্ষিতদের দিয়েই এই গঙ্গারতি করানো হবে। আগামী দিনে দক্ষিণেশ্বর, বেলুড়, কালীঘাট ও তারাপীঠের মতো পীঠস্থানগুলিতেও আরতির ব্যবস্থা করা হবে বলে জানান তিনি। কালীঘাটে যে পুকুরটি রয়েছে, সেখানে এই আরতির ব্যবস্থা করা যেতে পারে বলে মত মুখ্যমন্ত্রীর। এর পাশাপাশি কারও নাম না করে এও বুঝিয়ে দিলেন, গঙ্গা আরতি করার জন্য আগাম পরিকল্পনা থাকা দরকার। বললেন, ''সবসময় আগে একটি প্ল্যানিং তৈরি করে, তারপর কাজ করা উচিত।'' সম্ভব্য বিপদের কথাও তুলে ধরেন তিনি। হয়ত কেউ জানে না কোথায় পিছ্‌ছিল রয়েছে বা কোথায় গভীর রয়েছে। আবার যখন ভরা কোটাল হয়, সেই সময় আর এক সতর্কতার দরকার। সেই সব কথা তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই সব দিকগুলি বিবেচনা করে তারপর সরকার যে কোনও অনুষ্ঠানের অনুমতি দেয়। প্রসঙ্গত, গতকাল বিজেপির গঙ্গা আরতি কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু তাতে পুলিশ অনুমতি দেয়নি। আর তা নিয়েই ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল কলকাতায়।

**কলকাতার পর গঙ্গা আরতি বেলুড়, দক্ষিণেশ্বরেও, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর**

## প্রথমে আপত্তি ছিল রাজ্যের, চাকরিপ্রার্থীদের মিছিলে অনুমতি দিলেন বিচারপতি মান্থা

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ জানুয়ারিঃ** চাকরিপ্রার্থীদের মিছিলের অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। প্রথমে এই অনুমতি মেলেনি রাজ্যের তরফে। এরপরই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল চাকরিপ্রার্থীদের ১০টি সংগঠন। সব পক্ষের বক্তব্য শোনার পর বুধবার বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা মিছিলের অনুমতি দিয়েছেন। আগামী ১৮ জানুয়ারি এই মিছিল হবে বলে জানানো হয়েছে। হাইকোর্টের নির্দেশ, শান্তিপূর্ণভাবে মিছিল করতে হবে। সকাল ১১ টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত মিছিল বা মিছিল করতে পারবেন চাকরিপ্রার্থীরা। শহরের তিন দিক থেকেই মিছিল যাবে যাবে ধর্মতলায়। রাজ্য সরকারের তরফে আগেই আদালতে জানানো হয়েছিল, যেহেতু ১৬ জানুয়ারি পর্যন্ত গঙ্গাসাগর মেলা চলবে, তাই অনেক পুলিশ মোতায়েন থাকবে বিভিন্ন জায়গায়। এর ফলে মিছিলে নিরাপত্তা দেওয়া সম্ভব হবে না বলে জানানো হয়েছিল। বুধবার রাজ্য সরকারের তরফে আদালতে জানানো হয়, প্রত্যেক মানুষেরই আন্দোলনের অধিকার আছে, তবে গঙ্গাসাগর মেলার জন্য অনুমতি দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। ১৭ জানুয়ারির পর মিছিল করলে ট্রাফিকের কোনও সমস্যা হবে না বলেও জানানো হয়। বিচারপতি মান্থা বলেন, ''আমিও চাই না ট্রাফিকের ক্ষেত্রে কোনও বাধা হোক। গঙ্গাসাগর মেলায় গোটা দেশ থেকে লোক আসে।'' ১৭ জানুয়ারির পর করলে অসুবিধা কোথায়? জানতে চান তিনি। মামলাকারীদের পক্ষের আইনজীবী কৌস্তব বাগচী জানান, ১৮ জানুয়ারি মিছিল করতে চান চাকরিপ্রার্থীরা। তাতে রাজ্য কোনও আপত্তি প্রকাশ করেনি। এরপরই মিছিলের অনুমতি দেন বিচারপতি। নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে একের পর এক মামলায় কার্যত কোনঠাসা রাজ্য সরকার। সাম্প্রতিককালে শহরের রাস্তায় একের পর এক চাকরিপ্রার্থীদের মিছিলও দেখা গিয়েছে। রীতিমতো ধস্তাধস্তি থেকে কামড়ের ছবিও সামনে এসেছে। ইতিমধ্যেই আদালতের নির্দেশে বেশ কিছু ক্ষেত্রে নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

**বিচারপতি মান্থার এজলাস বয়কট**

## প্রধান বিচারপতিকে চিঠি দিল বার অ্যাসোসিয়েশন

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ জানুয়ারিঃ** বয়কট থেকে সরে দাঁড়িয়ে নতুন বক্তব্য বার অ্যাসোসিয়েশনের। বিক্ষোভকারীদের পাশে তাঁরা নেই, একথা জানিয়ে প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তবকে চিঠি দিল বার অ্যাসোসিয়েশন। বুধবার অবস্থান উঠে যাওয়ার পর এই চিঠি দেওয়া হয়েছে। আগামিদিনে আইনজীবী এবং বিচারপতিদের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখার আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে অ্যাসোসিয়েশনের তরফে। গত দুদিন ধরে বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার এজলাস বয়কট করে আইনজীবীদের একাংশ। তাঁর

এজলাসের সামনে অবস্থানে অংশ নিতেও দেখা যায় বেশ কয়েকজন আইনজীবীকে। বুধবার সকালে সেই আইনজীবীদের সরে যেতে দেখা যায়। বার অ্যাসোসিয়েশনের তরফে ক্ষমাও চান সম্পাদক বিশ্বব্রত বসুমল্লিক। বার অ্যাসোসিয়েশন চায় আইনজীবী এবং বিচারপতিদের মধ্যে যাতে সুসম্পর্ক বজায় থাকে। এই মর্মেই এদিন চিঠি দেওয়া হয়েছে প্রধান বিচারপতিকে। কিন্তু সাম্প্রতিককালে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, যাতে মনে হচ্ছে বার অ্যাসোসিয়েশন আইনজীবী এবং বিচারপতিদের স্বার্থবিরোধী কাজ করছে। এই ধরনের আচরণের মাধ্যমে বিচারপতিদের সঙ্গে আইনজীবীদের সুসম্পর্ক নষ্ট করার চেষ্টা করা হচ্ছে বলেও দাবি করা হয়েছে চিঠিতে। প্রশ্ন উঠছে, তাহলে বিক্ষোভ দেখালেন কারা? নাকি বিচারপতি রুল ইস্যু করায় তড়িঘড়ি এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে বার অ্যাসোসিয়েশন? উল্লেখ্য, বিচারপতি মান্থার এজলাসের এই বিক্ষোভের ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন আর এক বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ও। মঙ্গলবার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেছেন, ''কারা করেছেন, তাঁদের আমরা চিনি। তাঁরা আগেও এই কাজ করেছেন।'' দুবৃত্তদের খুঁজে বের করতে হবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। মঙ্গলবার ওই বিক্ষোভের ঘটনায় আদালত অবমাননার রুল জারি করেন বিচারপতি মান্থা। বুধবার তিনি অনুরোধ করেন, যাতে আদালতের অসম্মান না করা হয়। এদিন সকালেই বিক্ষোভ উঠে গিয়েছে।

## বিচারপতি মান্থার কাছে দুঃখপ্রকাশ অ্যাডভোকেট জেনারেলের

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১, জানুয়ারিঃ** কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার কাছে দুঃখপ্রকাশ করলেন রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল সৌমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। এদিন বিচারপতি মান্থার এজলাসে একটি মামলার শুনানি চলাকালীন অনুশোচনার কথা জানালেন অ্যাডভোকেট জেনারেল। বিচারপতির সামনে উপস্থিত হয়ে বললেন, ''যা ঘটেছে তাতে আমি লজ্জিত। এটা দুঃখজনক।'' প্রসঙ্গত, বিগত দুই দিন ধরে হাইকোর্টে আইনজীবীদের যে নজিরবিহীন বিক্ষোভ চলেছে, তা নিয়ে এর আগেই হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তবের কাছে দুঃখপ্রকাশ করেছিলেন তিনি। আর এবার বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার এজলাসেও দুঃখপ্রকাশ করেন অ্যাডভোকেট জেনারেল। গত দুইদিন ধরে কলকাতা হাইকোর্ট চত্বরে যে বিক্ষোভের দৃশ্য ধরা পড়েছে, তা কার্যত নজিরবিহীন। বিচারপতি মান্থার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনে সামিল হয়েছিলেন আইনজীবীদের একাংশ।

**রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে একাধিক সিদ্ধান্ত**

## স্বাস্থ্যে ফের নিয়োগ, ফেলে রাখা যাবে লিজে নেওয়া সরকারি জমি

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ জানুয়ারিঃ** সম্প্রতি রাজ্যে কয়েক হাজার নার্স নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল রাজ্য মন্ত্রিসভা। এবার রাজ্যের মেডিক্যাল কলেজগুলিকে পড়ানোর উপযোগী করে তোলার জন্য একাধিক নিয়োগের সিদ্ধান্ত। বুধবার রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে রাজ্যের ছটি মেডিকেল কলেজে কয়েকশো নিয়োগর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নবান্ন সূত্রে খবর ফুরফুরা গ্রামীণ হাসপাতালকে ৩০ শয্যা থেকে বাড়িয়ে ১০০ শয্যা করা হবে। রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত এমনই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়া শরচন্দ্র মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল উলুবেড়িয়া, ঝাড়গ্রাম মেডিক্যোল কলেজ ও হাসপাতাল-সহ আরও দুটো মেডিক্যাল কলেজে ১০২ জন অধ্যাপক, ১১ জন করে প্রতিটা কলেজে মোট ৬৬ জন সহযোগী অধ্যাপক ও ১২০ জন সহকারী অধ্যাপক, প্রতিটি কলেজে ২৪ জন করে সিনিয়র রেসিডেন্ট নিয়োগ করা হবে। মূলত মেডিক্যাল কলেজগুলির পরিকাঠামো আরও জোরদার করে তোলার জন্যই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলেই নবান্ন সূত্রে খবর। অন্যদিকে এদিন রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকের দমকল বিভাগ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগুন নিয়ন্ত্রণের জন্য দুটি ড্রোন কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য দমকল দফতর। এর জন্য রাজ্য মন্ত্রিসভা ছাড়পত্র দিয়েছে। প্রাথমিকভাবে দুটি ড্রোন নেওয়া হলেও আরও বেশ কিছু ড্রোন কেনা হবে বলেও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কয়েকটি দমকল কেন্দ্র সংস্কার হবে বলে জানিয়েছেন দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু। শিল্প নিয়েও এদিন রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শিল্পের জন্য ৯৯ বছরের লিজে

যে জমিগুলি রয়েছে, সেগুলিকে এবার ফ্রি হোল্ড করার পথে রাজ্য সরকার। বুধবার রাজ্য মন্ত্রিসভার একটি বৈঠক ছিল। সেই বৈঠকেই জমি সংক্রান্ত আইন সংশোধন করার প্রস্তাবে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সূত্রের খবর, এর ফলে সরকারের রাজস্ব বাড়ার পাশাপাশি এককালীন টাকা পাবে সরকার। লিজের জমি হয় কিনে নিতে হবে, নাহলে ফেরত দিতে হবে রাজ্যকে। অর্থাৎ, লিজের জমি আর ফেলে রাখা যাবে না। তেমন হলে রাজ্য সরকারকে তা ফেরত দিতে হবে। অনেক ক্ষেত্রেই উদ্যোগপতিরা নিজেদের শিল্প বা ব্যবসার জন্য সরকারি জমি ৯৯ বছরের জন্য লিজ নিয়ে থাকেন। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, ৯৯ বছরের জন্য লিজ নেওয়ার পরেও সেখানে কোনও কাজ হয় না। খালি পড়ে থাকে জমিগুলি। এইভাবে জমি লিজ নিয়ে ফেলে রেখে দেওয়াটাই বন্ধ করতে চাইছে রাজ্য সরকার। জমি সংক্রান্ত আইনে সংশোধনের যে প্রস্তাবে এদিন মন্ত্রিসভা অনুমোদন দিয়েছে, সেটি আইনে পরিণত হয়ে গেলে এই ৯৯ বছরের লিজ আর থাকবে না। সেক্ষেত্রে এই জমিগুলিকে ফ্রি হোল্ড করে দেওয়া হবে। অর্থাৎ, জমিগুলিকে সমকালীন বাজারদরে কিনে নিতে হবে কিংবা সেই জমি সরকারকে ফেরত দিতে হবে। প্রসঙ্গত, রাজ্যের তরফে যখন সরকারি জমি লিজ দেওয়া হয়, তখন শিল্পপতিরা বা ব্যবসায়ীরা তা তুলনায় কম অর্থের বিনিময়ে তা পেয়ে যান। এক্ষেত্রে এমন ফাঁকা পড়ে থাকা জমিগুলি যদি রাজ্যের থেকে কিনে নেয় শিল্পপতিরা, তাহলে রাজ্যের রাজস্ব তো বাড়বেই। সেই সঙ্গে হাতে এককালীন টাকাও আসবে। রাজ্য সরকারের জন্য এই জমি সংক্রান্ত আইনে সংশোধনের প্রস্তাব আগামী দিনে বেশ লাভজনক হতে চলেছে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। এখন দেখার পরবর্তী সময়ে এই প্রক্রিয়া কতটা প্রভাব ফেলে।

**নবান্নের ঘোষণা**

## ৯০ দিনে আবাসের কাজ শেষ করলেই মিলবে পুরস্কার

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ জানুয়ারিঃ** ৯০ দিনের মধ্যেই শেষ করতে হবে আবাস যোজনার ১১ লক্ষ ২৩ হাজারেরও বেশি বাড়ি তৈরির কাজ। নাহলেই ফেরত চলে যাবে কেন্দ্রের বরাদ্দ টাকা। সেই আশঙ্কা থেকে এবার আবাস যোজনা নিয়ে জেলা প্রশাসনকে বিস্তারিত গাইডলাইন বেঁধে দিল নবান্ন। এখানেই শেষ নয়, সময়ে যাতে কাজ শেষ হয়, তা নিশ্চিত করতে পঞ্চায়েত থেকে ব্লক অফিস, আধিকারিকদের বিশেষ ভাবে পুরস্কৃত করার কথা ঘোষণা করল নবান্ন। দেওয়া হবে ইনসেনটিভও। সম্প্রতি, বিভিন্ন জেলার প্রশাসনের সঙ্গে আবাস যোজনা নিয়ে ভার্চুয়াল বৈঠক করে রাজ্যের পঞ্চায়েত দফতর। সূত্রের খবর, সেই বৈঠকেই এই গাইডলাইন জেলা প্রশাসকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। নবান্নের গাইডলাইনে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সময়ের মধ্যে বাড়ি তৈরি কাজ শেষ করার উপরে। কী ভাবে কোন সময়ে আবাস মেলার আয়োজন করতে হবে, কী ভাবে ইটভাটা থেকে ইট সংগ্রহ করে শৌচালয় তৈরি করাতে হবে, প্রত্যেক বাড়িকে কী ভাবে জিও ট্যাগিং করতে হবে, সমস্ত কিছুই উল্লেখ রয়েছে এই গাইডলাইনে। তবে, নবান্নের গাইডলাইনের আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল 'মুচলেকা'। গাইডলাইনে জানানো হয়েছে, আবাস যোজনার আওতায় বাড়ি তৈরির কাজ শুরু হওয়ার আগে বাধ্যতামূলক ভাবে একটি মুচলেকায় সই করতে হবে প্রত্যেক গৃহপ্রাপককে। সেখানে লেখা থাকবে, সরকারি নকশা মেনে ৯০ দিনের মধ্যেই বাড়ি নির্মাণ করবেন। এ ব্যাপারে প্রকল্পে যে নির্দেশিকার দেওয়া রয়েছে, তা মেনেই এই নির্মাণ করতে হবে। ইতিমধ্যেই অবশ্য রাজ্যের বেশ কয়েকটি জেলায় এই মুচলেকা লেখানোর কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। এছাড়া, নবান্ন সূত্রের খবর, আবাস যোজনার অধীনে বাড়ি তৈরির কাজ ঠিক মতো হচ্ছে কি না, তা দেখতে প্রত্যেক সপ্তাহে বাড়ি বাড়ি পরিদর্শন করবেন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা। কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখবেন আবাস বন্ধুরাও। পরিদর্শন শেষে তাঁরা রিপোর্ট জমা দেবেন পঞ্চায়েতের কাছে। সমস্ত গৃহনির্মাণ প্রক্রিয়া নির্দিষ্ট সময়ে সুসম্পন্ন হলে গ্রাম পঞ্চায়েত ও ব্লক স্তরের আধিকারিকদেরও পুরস্কৃত করা হবে বলে জানিয়েছে নবান্ন। মিলবে ইনসেনটিভও। গাইডলাইন খতিয়ে দেখে রাজনীতির কারিবারিদের মনে হচ্ছে, আবাস যোজনা ভুড়ি ভুড়ি অভিযোগ ওঠার পরে, আর এই প্রকল্পকে কালিমালিপ্ত করতে চায় না প্রশাসন। পঞ্চায়েতের আগে আবাসকে হাতিয়ার করতে চাইছে বিজেপি। অন্যদিকে, পশ্চিম মেদিনীপুর ও মালদহ জেলায় ইতিমধ্যেই আবাস যোজনার কাজ খতিয়ে দেখে গিয়েছে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল। তাই বোধহয় কোনও ভাবেই যাতে কেন্দ্র রাজ্যের আবাস যোজনার কাজে কোনও ফাঁক খুঁজে না পায়, সেই দিকে বিশেষ নজর দিতে চাইছে রাজ্য।

# সুগার দুর্নীতি মামলায় কলকাতায় তল্লাশি চালাচ্ছে ইডি

কলকাতা, ১১ জানুয়ারি ঃসুগার মিল দুর্নীতি মামলায় বুধবার কলকাতার বেন্টিক স্ট্রিটের একটি অফিসে তল্লাশি চালাচ্ছে ইডি।ইডি সূত্রে খবর, সুগার মিল দুর্নীতি মামলায় নাম জড়িয়েছে মহারাষ্ট্রের এক প্রাক্তন মন্ত্রীর। অভিযোগ, এই দুর্নীতির বিপুল কালো টাকা বেন্ট্রিক স্ট্রিটের একটি শেল কোম্পানি খুলে হাওয়ালার মাধ্যমে টাকা পাচার হয়েছে। বেন্ট্রিক স্ট্রিটের একটি কমপ্লেক্সে একটি বেসরকারি সংস্থার অফিস রয়েছে। সেখানেই তল্লাশি চালাচ্ছেন ইডি আধিকারিকরা। একটি সুগার মিলে আর্থিক দুর্নীতি মামলাতেই এই তল্লাশি বলে জানা গিয়েছে। ইডির তিন আধিকারিক ও ব্যাঙ্কের কয়েকজন আধিকারিকরা সেই অফিসে তল্লাশি চালাচ্ছেন। জানা যাচ্ছে, এই অফিসটি বছর দুয়েক আগেই অন্য একটি সংস্থাকে ভাড়া দিয়ে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ যে সংস্থার নামে এই অফিসটি ভাড়া দেওয়া ছিল, সেই অফিস বর্তমানে আর এখানে নেই। সুগার মিল দুর্নীতিতে বিপুল অঙ্কের টাকা নয়ছয়ের অভিযোগ উঠেছে। হাওয়ালার টাকা শেল কোম্পানি খুলে বিভিন্ন জায়গায় পাচার করা হয়েছে। সেই মামলারই তদন্তে ইডি আধিকারিকরা এখানে আসেন। তবে বর্তমানে এই অফিসটা এখানে না থাকায়, কিছুটা হলেও তদন্তে বেগ পেতে হচ্ছে তদন্তকারীদের। বর্তমানে যাঁরা অফিস ভাড়া নিয়েছেন, তাঁদের সঙ্গেই কথা বলছেন তদন্তকারীরা। এই অফিস কারা আগে চালাতেন, তাঁদের কীভাবে চিনতেন, কাদের কাছ থেকে ভাড়া পেয়েছিলেন, এই সবই ইডি আধিকারিকরা খতিয়ে দেখছেন। বেশ কিছুক্ষণ ধরে বর্তমান অফিসের কর্তাদের সঙ্গে কথা বলছেন তদন্তকারীরা। মুম্বইতেও কয়েকটি অফিসে চলছে তল্লাশি অভিযান।

# সূচনা মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১১ জানুয়ারি ঃ পরিবহণ দফতরের নয়া উদ্যোগ। রাজ্যের সমস্ত বাণিজ্যিক চারচাকার গাড়িতে সোমবার থেকেই ভেহিকেল লোকেশন ট্র্যাকিং ডিভাইস ব্যবস্থা চালু করা হল। ঐদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মাল্টি লেভেল কার পার্কিংয়ের উদ্বোধন করেন। একইসঙ্গে পরিবহণে জিপিএস ট্র্যাকিংয়ের সূচনাও করেন মুখ্যমন্ত্রী। আগামী ৩১ মার্চের মধ্যে সমস্ত বাণিজ্যিক গাড়িতেই এই ব্যবস্থা কার্যকর করার নির্দেশ দিয়েছে পরিবহণ দফতর। এদিন মুখ্যমন্ত্রী ভেহিকেল লোকেশন ট্র্যাকিং সিস্টেম চালু হবে বলেও জানান। পাশাপাশি আরও একটি ইন্ডোর স্টেডিয়াম হবে বলেও ঘোষণা করেন তিনি।যাত্রী সুরক্ষায় জোর দিতে রাজ্যের ১ লক্ষ ৬০ হাজার বাণিজ্যিক গাড়িতে এই ডিভাইস বসাতে হবে। দেশের বিভিন্ন জায়গায় ভিএলটিডি নির্মাণকারী সংস্থার সঙ্গে পরিবহণ দফতরের ইতিমধ্যেই কথাবার্তা হয়েছে। কিন্তু আগামী ৩১ মার্চের মধ্যে সমস্ত বাণিজ্যিক গাড়িতে এই ডিভাইস লাগানো যাবে কি না তা নিয়ে সংশয় রয়েছে বেসরকারি বাস মালিক ও ক্যাব সংগঠনগুলির।

# ঘন কুয়াশায় বেসামাল দিল্লি, শীতের দাপট সামান্য কমলেও ঠান্ডায় কাবু উত্তর ভারত

নয়াদিল্লি, ১১ জানুয়ারিঃশীতের দাপট সামান্য কমলেও ঠান্ডায় কাবু রাজধানী দিল্লি, শৈত্যপ্রবাহ থেকে বুধবারও রেহাই পেল না উত্তর ভারত। দিল্লি-সহ উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এদিনও অব্যাহত ছিল তীব্র শৈত্যপ্রবাহ। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছে, দিল্লির সফদরজং-এ সকাল ৬.১০ মিনিট নাগাদ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৫.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস, পালম এলাকায় এদিন দৃশ্যমানতা ছিল ১০০ মিটার।ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছে, হরিয়ানার নারাউলে এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৪.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, ভিওয়ানিতে ৪.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, উত্তর প্রদেশের কানপুরে ৪.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, রাজস্থানের চুরুতে ৪.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস ও আলওয়ারে ৪.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ঘন কুয়াশার দাপটও খুব বেশি ছিল দিল্লিতে। ঘন কুয়াশা ও খারাপ আবহাওয়ার কারণে দিল্লি বিমানবন্দরে এদিন বিঘ্নিত হয়েছে উড়ান পরিষেবা। দিল্লি বিমানবন্দর থেকে প্রায় ৪৫টি বিমান ওঠানামায় বিলম্ব হয়েছে। এদিন দৃশ্যমানতা অনেকটাই কম ছিল জম্মু, পঞ্জাবের পাটিয়ালা, অমৃতসর ও লুধিয়ানা, হরিয়ানার কার্নাল, রাজস্থানের গঙ্গানগর, উত্তর প্রদেশের বরেলি, বাহরাইচ, লখনউ, গোরক্ষপুর, প্রয়াগরাজ ও বিহারের

# ‘ সুরক্ষিত যায়, প্রশিক্ষিত যায়’ স্মারক ডাকটিকিটের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করা হয়েছে

নয়াদিল্লি,১১জানুয়ারিঃপ্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে সম্প্রতি সপ্তদশ প্রবাসী ভারতীয় দিবস সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। ‘ সুরক্ষতি যায়, প্রশিক্ষিত যায়’ স্মারক ডাকটিকিটের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন তিনি এবং ‘ আজাদি কা অমৃত মহোৎসব - ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবাসী ভারতীয়দের অবদান’ নিয়ে প্রথম ডিজিটাল প্রবাসী ভারতীয় দিবসেরও প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন তিনি।ভারত সরকার আয়োজিত প্রবাসী ভারতীয় দিবস সম্মেলন এমন এক অনুষ্ঠান যার মধ্য দিয়ে প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে সংযোগ ঘটানো এবং পারস্পরিক আলোচনার মঞ্চ তৈরি হয়। এই সম্মেলনের মূল বিষয় ছিল - ‘ ভারতের অগ্রগতির নির্ভরযোগ্য সহযোগী হল প্রবাসী ভারতীয়রা’। বিশ্বের ৭০টি দেশের সাড়ে তিন হাজার প্রবাসী ভারতীয় এই সম্মেলনে নাম নথিভুক্ত করেন। সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, চার বছরের ব্যবধানে প্রবাসী ভারতীয় দিবস তার উজ্জ্বল উপস্থিতি নিয়ে আবার হাজির হয়েছে এবং ব্যক্তিগত আলোচনার মঞ্চ প্রস্তুত করেছে।সাম্প্রতিক ভারতের স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষ উদযাপনের ক্ষেত্রে প্রবাসী ভারতীয় দিবসের এক বিশেষ জায়গা রয়েছে বলে প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, ‘ আজাদি কা অমৃত মহোৎসব’-এর ওপর প্রথম ডিজিটাল প্রবাসী ভারতীয় দিবস প্রদর্শনীর উদ্দেশ্যই হল গৌরবোজ্জ্বল সময়কালকে সামনে নিয়ে আসা। অমৃতকালের যাত্রাপথে আগামী ২৫ বছর প্রবাসী ভারতীয়দের উল্লেখযোগ্য ভূমিকার ওপর আলোকপাত করে প্রধানমন্ত্রী ভারতের অনন্য বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গির কথা তুলে ধরেন এবং বিশ্ব শৃঙ্খলকে শক্তিশালী করতে তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।সমগ্র বিশ্বকে ‘ এক দেশ’ হিসেবে দেখার ভারতীয় দর্শনের মাহাত্ম্যের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে সমগ্র মানব সম্প্রদায়কে আমরা আমাদের ভাই-বোন হিসেবে মনে করি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের পূর্বপুরুষরা ভারতের সংস্কৃতি প্রসারের ভিত্তি স্থাপন করে দিয়ে গেছেন। বিশ্বের সর্বত্র ভারতীয়রা ছা।য়ে রয়েছেন, বিভিন্ন সংস্কৃতি এবং বিভিন্ন ভাবধারার মধ্যে তাঁরা বসবাস করছেন। তা সত্ত্বেও বাণিজ্যিক অংশীদারিত্বের মধ্য দিয়ে তাঁরা সমৃদ্ধির দরজাকে উন্মুক্ত করে দিচ্ছেন। প্রবাসী ভারতীয়দের ভারতের দূত হিসেবে আখ্যা দিয়ে শ্রী মোদী বলেন, ভারতের ‘ মেক ইন ইন্ডিয়া’, ‘ যোগ’আয়ুর্বেদ ‘ কুটীরশিল্প’ এবং ‘ হস্তশিল্প’-এর সংস্কৃতির তাঁরাই হলেন রাষ্ট্রদূত। তিনি বলেন, ২০২৩ সালকে আন্তর্জাতিক বাজরা বর্ষ হিসেবে উল্লেখ করে তিনি প্রত্যেককে অনুরোধ করেন তাঁরা যাতে কিছু না কিছু বাজরা পণ্য বাড়িতে নিয়ে যান।এ বছর জি-২০-তে ভারতের সভাপতিত্বের ওপর আলোকপাত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এটি ভারতের অতীত অভিজ্ঞতা এবং সুস্থায়ী ভবিষ্য উন্নয়নের পথে বিশ্বকে সচেতন করার এক বিরাট সুযোগ ভারতের সামনে নিয়ে এসেছে। শ্রী মোদী বলেন যে জি-২০ কেবলমাত্র একটি কূটনৈতিক ঘটনা নয়, জন-উপস্থিতির মধ্যে যেখানে ‘ অতিথি দেব ভবঃ’ - এই ভাব ব্যক্ত হচ্ছে, তার মধ্যে এক ঐতিহাসিক রূপ দিতে হবে। জি-২০ শিখর সম্মেলনের অংশ হিসেবে ২০০-রও বেশি বৈঠক ভারতের বিভিন্ন শহরে অনুষ্ঠিত হবে এবং তা বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আগত প্রতিনিধিবৃন্দের কাছে একটা গুরুত্বপূর্ণ জনসংযোগ গড়ে তোলার এক বিরাট সম্ভাবনার ক্ষেত্র তুলে ধরবে।প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার হিসেবে নয়, বিশ্বের দক্ষতার রাজধানী হিসেবে গড়ে ওঠারও এক বিরাট সুযোগ ভারতের সামনে উপস্থিত। ভারতীয় যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে দক্ষতা, মূল্যবোধ এবং কাজের প্রতি আনুগত্যের দিককে তিনি তুলে ধরেন। শ্রী মোদী বলেন, বিশ্বের অগ্রগতিতে এই দক্ষতার রাজধানী এক পরিপূরক ইঞ্জিনের ভূমিকা নেবে। তিনি আরও বলেন যে প্রত্যেক ভারতবাসী ভারতকে তাঁর নিজের অঙ্গীভূত করেছে। বিগত আট বছরে দেশ প্রবাসী ভারতীয়দের শক্তিশালী করতে যাবতীয় ব্যবস্থা নিয়েছে। তিনি বলেন, আপনারা বিশ্বের যেখানেই থাকুন না কেন আপনাদের স্বার্থ ও প্রত্যাশা চরিতার্থ করাই হচ্ছে আজ ভারতের দায়বদ্ধতার অংশ। প্রধানমন্ত্রী পরিশেষে গায়ানার রাষ্ট্রপতি ডঃ মোহামেদ ইরফান আলি এবং সুরিনামের রাষ্ট্রপতি মাননীয় শ্রী চন্দ্রিকাপেরসাদ সান্তোকিকে তাঁদের বক্তব্য ও মতামতের জন্য ধন্যবাদ জানান।অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গায়ানার রাষ্ট্রপতি মাননীয় ডঃ মোহামেদ ইরফান আলি, সুরিনামের রাষ্ট্রপতি মাননীয় শ্রী চন্দ্রিকাপেরসাদ সান্তোকি, মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শিবরাজ সিং চৌহান, রাজ্যপাল শ্রী মাঙ্গুভাই প্যাটেল, বিদেশ মন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শ্রী মীনাক্ষী লেখি, শ্রী ভি মুরলীধরন এবং ডঃ রাজকুমার রঞ্জন সিং।

# আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি পর্যালোচনায় ১৩-১৫ জানুয়ারি নাগাল্যান্ড সফরে আসছে ভারতের নির্বাচন কমিশন

কোহিমা, ১১ জানুয়ারি ঃআসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি পর্যালোচনা করতে আগামী ১৩ জানুয়ারি নাগাল্যান্ড সফরে আসছে ভারতের প্রধান নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমারের নেতৃত্বে এক দল। থাকবে ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত। দলের সদস্যরা রাজ্যের নির্বাচন আধিকারিক, রাজ্যের সাধারণ ও পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে তিনদিন নির্বাচনের প্রস্তুতি পর্যালোচনা করবেন।নাগাল্যান্ডের প্রধান নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও) ভি শশাঙ্ক শেখর এই খবর জানিয়ে বলেন, ইতিমধ্যে তিনি ইসিআই-এর সফরের আগে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সাথে বৈঠক করেছেন। সিইও শশাঙ্ক শেখর জানান, প্রধান নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমারের নেতৃত্বে ১৬-সদস্যের নির্বাচন কমিশনের দল ১৩ থেকে ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত নাগাল্যান্ডে অবস্থান করবেন। তাঁরা রাজ্যের পুলিশ-প্রধান, মুখ্যসচিব সহ অন্যান্য উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক আধিকারিক, সমস্ত জেলাশাসক, পুলিশ সুপার, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় এনফোর্সমেন্ট এবং সংশ্লিষ্ট সংগঠন, স্বীকৃত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে নির্বাচনী প্রস্তুতি এবং বিধি-নিষেধ সম্পর্কে পর্যালোচনা করবেন।সিইও ভি শশাঙ্ক শেখর আরও জানান, কমিশন ইতিমধ্যেই সেন্ট্রাল আর্মড পুলিশ ফোর্স (সিএপিএফ)-এর ৫০ কোম্পানিকে নির্বাচনী দায়িত্ব দিয়ে নাগাল্যান্ডে পাঠিয়েছে। অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী এখনও রাস্তায়, খুব শীঘ্রই তারাও রাজ্যে এসে পৌঁছে যাবে। তিনি জানান, রাজ্যস্তরে গত কয়েক মাস ধরে নির্বাচন সম্পর্কে ব্যাপক প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণ চলছে। অন্যদিকে, ভি শশাঙ্ক শেখর সমস্ত রাজনৈতিক দল এবং নির্দলয়ীয় সহ অন্যান্যদের তথ্যের উপর নির্ভর করে সতর্কতার সঙ্গে প্রচারাভিযান চালানোর আহ্বান জানিয়েছেন। বলেন, আমরা নির্বাচনের কাছাকাছি এসে গেছি। এই সময়টা খুবই সংবেদনশীল। কেননা কখনও কখনও ভুয়ো তথ্য সহকারে গুজব ছড়ানোর একটা প্রবণতা থাকে।তাই যে কোনও অপ্রত্যাশিত সহিংসতা এবং কোনও পুনর্নির্বাচন ছাড়াই একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য সকলকে একত্রিত হতে রাজ্যের সমস্ত নাগরিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন সিইও শশাঙ্ক শেখর। তাঁর আশা, অবাধ ও সুষ্ঠু ভোট নিশ্চিত করতে সরকারি প্রশাসন, কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য এনফোর্সমেন্ট সংস্থাগুলিকে সহায়তা করবেন নাগরিককুল।

# কৃষক বিক্ষোভে অশান্ত বক্সার পাওয়ার প্ল্যান্টে ভাঙচুর, আগুনে পুড়ল পুলিশের গাড়ি

বক্সার, ১১ জানুয়ারি ঃ হিংসাত্মক হয়ে উঠল বিহারের বক্সারের জমি আন্দোলন। গত মঙ্গলবার মধ্যরাতে কৃষকদের বাড়িতে ঢুকে মারধরের অভিযোগে উঠেছে বিহার পুলিশের বিরুদ্ধে। এরপর বুধবার সকালে পুলিশের গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেন আন্দোলনকারী কৃষকরা। পাওয়ার প্ল্যান্টে ভাঙচুর চালানো হয়, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পাঠানো হয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী।গত কয়েক দিন ধরে জমি অধিগ্রহণ নিয়ে বিহার সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছেন কৃষকরা। অভিযোগ, মঙ্গলবার মধ্যরাতে কৃষকদের বাড়িতে ঢুকে তাঁদের বেধড়ক মারধর করে পুলিশ। বাড়ির দরজা ভেঙে পুরুষ, মহিলা নির্বিশেষে সবার উপর নির্বিচারে লাঠি চালানো হয়। এরই প্রতিবাদে বুধবার পুলিশ ভ্যানে আগুন ধরিযে. দেন ক্ষুব্ধ কৃষকরা। প্রসঙ্গত, চৌসা পাওয়ার প্ল্যান্টের জন্য কৃষকদের যে জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে, সেই জমির বিনিময়ে বেশি মূল্যের দাবিতে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন কৃষকরা। বক্সারের পুলিশ সুপার মনীশ কুমার বলেছেন, বিদ্যুৎকেন্দ্র ভাঙচুর করা হয়েছে। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছে এবং শীঘ্রই নিয়ন্ত্রণ করা হবে।

# বিএনপির গণঅবস্থান ও দুই নেতার মুক্তিতে প্রতিক্রিয়া তথ্যমন্ত্রীর

ঢাকা, ১১ জানুয়ারিঃ আওয়ামি লিগের ‘ প্রতিবাদে বাংলাদেশের বুধবার প্রধান বিরোধী দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) ডাকে দেশব্যাপী গণঅবস্থান কর্মসূচি হয়। ১০টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত এই গণঅবস্থান কর্মসূচি পালিত হয়। এ ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশের ও তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ডঃ হাছান মাহমুদ। গণঅবস্থান উপলক্ষে ব্যাপক যানজট দেখা দেয়। বিরোধী বিভিন্ন দলের বেশ কিছু নেতাকর্মী এই বিক্ষোভ সমাবেশে অংশ নেন। এমনিতেই নয়াপল্টনে বিএনপি কার্যালয়ের সামনে প্রতিদিন নানা ধরণের জমায়েত থাকে। ওই রাস্তায় রোজই যানজটে মানুষকে ভুগতে হয়। বুধবার এই পরিস্থিতি আরও জটিল হয়। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে বিভিন্ন স্থানে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করতে হয়।ডঃ হাছান মাহমুদের দাবি, বিএনপি বা কোনও বিরোধী দল যদি শান্তিপূর্ণ কোনো কর্মসূচি পালন করে, সরকার সবসময় সহযোগিতা করেছে এবং করবে। কিন্তু বিএনপি শান্তিপূর্ণ কর্মসূচির কথা বলে সেখানে অশান্তি তৈরি করে এবং জনগণের সম্পত্তি বিনষ্ট করে।ঢাকার কাকরাইলে তথ্য ভবন মিলনায়তনে মঙ্গলবার সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করার সময় তথ্যমন্ত্রী বিএনপির দুই শীর্ষ নেতার জামিনে মুক্তি প্রসঙ্গে তথ্যমন্ত্রী হাছান বলেন, মির্জা ফখরুল এবং মির্জা আব্বাস যে মুক্তি পেয়েছেন, এতেই প্রমাণিত হয়েছে বাংলাদেশের আইন-আদালত স্বাধীন। কারণ, সরকার তাঁদের গ্রেফতার করেছিল। তাঁরা আইনি লড়ায়ের মাধ্যমে আইনি প্রক্রিয়ায় মুক্তি লাভ করেছেন। দেশের আইন-আদালত

# কোভিড-সংক্রমণ বৃদ্ধি পেয়ে ১৭১ সক্রিয় রোগী ফের কিছুটা বাড়ল, আবারও মৃত্যু-শুন্য ভারত

নয়াদিল্লি, ১১ জানুয়ারি ঃ ভারতে করোনাভাইরাসের দৈনিক সংক্রমণ ফের কিছুটা বাড়ল। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ১৭১ জন, এই সময়ে মৃত্যু হয়নি কারও। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ১৭১ জন, এই সময়ে বেড়েছে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা।দেশে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ২ হাজার ৩৪২-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০১ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪১,৪৭,৩২২ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮০ শতাংশ। ভারতে মোট করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ৪,৪৬,৮০,৩৮৬ জন।এদিকে, দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ৫১ হাজার ৩৭৭ জন প্রাপক, ফলে ভারতে বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ২২০.১৫ কোটির বেশি টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে। মোট টিকা প্রাপকের সংখ্যা ২২০,১৫, ১৪,৬৮৯। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১০ জানুয়ারি সারা দিনে ভারতে ১,৮০,৯২৬ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

# ভারত একতার সার্বজনীন অনুভূতির চেতনার প্রসার ঘটাচ্ছেঃঅর্জুন মুন্ডা

নয়াদিল্লি,১১জানুয়ারিঃকেন্দ্রীয় আদিবাসী বিষয়ক মন্ত্রী শ্রী অর্জুন মুন্ডা বলেছেন যে ভারত একতার সার্বজনীন অনুভূতির চেতনার প্রসার ঘটাচ্ছে এবং বিশ্বজনীন মানব-কেন্দ্রিয় উন্নয়নের এক নতুন বাতাবরণ তৈরির লক্ষ্যে একত্রে কাজ করার উদ্দেশ্যকে তুলে ধরছে যাতে কেউ পিছিয়ে না থাকে। কলকাতার বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে আয়োজিত অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তিকরণ নিয়ে বিশ্ব অংশীদারিত্বের ওপর জি-২০-র কর্মীগোষ্ঠীর প্রথম বৈঠকের প্লেনারি সেশনে ভাষণ তিনি ভাষণ দিচ্ছিলেন। শ্রী মুন্ডা বলেন, সকলের উন্নয়নের স্বার্থেই যথাযথ এবং ন্যায়সঙ্গত উন্নয়ন জরুরি। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ১,৮০০-রও বেশি ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশে তিনি ভারতের দৃষ্টিভঙ্গিতে ‘ কুটুম্বকম’-এর কথা উল্লেখ করেন বলেন মানব-কেন্দ্রিক উন্নয়নের যে লক্ষ্যে ভারত এগোতে চায় তার উদ্দেশ্যই হল কেউ যাতে বাদ না পা।ড়ে। অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তিকরণ মুদ্রা ব্যবস্থাপনার পথকে প্রসারিত করে যার মধ্য দিয়ে সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায় এবং সামাজিক নিরাপত্তা ও জীবনের মানোন্নয়নের পথ প্রশস্ত হয়। ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্য করে তিনি অর্থনৈতিক সাক্ষরতার বিষয়ে যথাযথভাবে প্রশিক্ষিত হওয়ার কথা বলেন যাতে করে ভবিষ্যতে তাদের কোনরকম বিপদে না পড়তে হয়।ব্রিটিশ সৈরাচারের শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে আমাদের পূর্বপুরুষদের আত্মত্যাগের কথা উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, তাঁরা দেশের গরিমাকে উজ্জ্বল করতে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি বলেন, দেশ যখন স্বাধীনতার ১০০ বছর, অর্থাৎ অমৃতকালে পদার্পণ করবে, তখন যাতে কোথাও কোনও বিভেদ না থাকে। জি-২০ শিখর সম্মেলনের আয়োজন দেশের কাছে এক ঐতিহাসিক সুযোগ বলে শ্রী মুন্ডা জানান। এই জি-২০ ফোরাম আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে এক প্রধান মঞ্চ যা বিশ্বের জিডিপি-র ৮৫ শতাংশকেই উপস্থাপিত করছে। ইতিপূর্বে জি-২০ সদস্য দেশগুলির অর্থনৈতিক বিষয়ক দপ্তর, কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রক এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার পদস্থ প্রতিনিধিবৃন্দের উপস্থিতিতে কর্মীগোষ্ঠীর বৈঠকে ভাষণ দিতে গিয়ে শ্রী মুন্ডা বলেন, ভারতের সমৃদ্ধ প্রাচীন ঐতিহ্য রয়েছে যেখানে ক্রেতারা পরিবেশ-বান্ধব বাজার ব্যবস্থা তৈরি করতে সহায়ক ভূমিকা নিতে পারেন। তিনি বলেন যে বিগত বহু বছর ধরে আমরা আমাদের ধরিত্রী এবং পরিবেশকে বিনষ্ট করেছি। এর একটা বিষম প্রভাব পড়েছে আমাদের পরিবেশ এবং বাস্তুতন্ত্রের ওপর। বাস্তুতন্ত্রকে সুরক্ষিত করতে একটা বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন রয়েছে যা না করলে আমাদের সকলকেই ডুবতে হবে।প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর দৃষ্টিভঙ্গির এবং মহিলা সশক্তিকরণের উজ্জ্বল দিকের ওপর আলোকপাত করে তিনি বলেন, বিশ্বজুড়ে সময় এসেছে মহিলাদের উন্নয়নকে মহিলা-চালিত উন্নয়নের পথে নিয়ে যাওয়া।জনসাধারণের অর্থনৈতিক সশক্তিকরণের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তিকরণের প্রয়োজনকে গুরুত্ব দিয়ে তিনি বলেন, আমাদের উন্নয়ন কৌশলের এটাই হল মূল ভিত্তি এবং আর্থিক পরিষেবাকে একেবারে প্রান্তিক সীমায় পৌঁছে দেওয়াই হল এর উদ্দেশ্য। দরিদ্রতম মানুষের কাছে উন্নয়নের সুফল পৌঁছে দেওয়া সরকারের প্রথম থেকেই অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে।

# স্থিতিশীল, সিদ্ধান্তমূলক ও সঠিক উদ্দেশ্যে পরিচালিত সরকারই ‘উন্নয়নে’ গতি প্রদান করতে পারেঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি ও ইন্দোর, ১১ জানুয়ারিঃ স্থিতিশীল, সিদ্ধান্তমূলক ও সঠিক উদ্দেশ্যে পরিচালিত সরকারই ‘উন্নয়নে’ গতি প্রদান করতে পারে। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে দু’দিনের বিশ্ব বিনিয়োগকারী সম্মেলনের সূচনা করার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, একটি স্থিতিশীল, সিদ্ধান্তমূলক ও সঠিক উদ্দেশ্য নিয়ে পরিচালিত সরকারই ‘উন্নয়নে’ অভূতপূর্ব গতি প্রদান করতে পারে। সেই সরকার দেশের স্বার্থে প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়। গত আট বছরে আমরা ক্রমাগত সংস্কারের গতি ও দক্ষতা বাড়িয়েছি।প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, স্বাস্থ্য হোক অথবা কৃষি, পুষ্টি হোক অথবা দক্ষতা, কিংবা উদ্ভাবন। সব ক্ষেত্রেই ভারতের নতুন সম্ভবনা আপনাদের অপেক্ষা করছে। ভারতের সঙ্গে একটি নতুন বৈশ্বিক সাপ্লাই চেইন তৈরি করার সময় এসেছে। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, শতাব্দীর সঙ্কটের সময়েও আমরা সংস্কারের পথ নিয়েছিলাম। ২০১৪ সাল থেকে সংস্কার, রূপান্তর এবং সম্পাদনের পথে রয়েছে ভারত। আত্মনির্ভর ভারত অভিযান এটিকে আরও বেশি গতি দিয়েছে। ফলস্বরূপ, ভারত বিনিয়োগের জন্য একটি আকর্ষণীয় গন্তব্য হয়ে উঠেছে।

# ভালোবাসা, ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের জন্যই ভারত জোড়ো যাত্রাঃরাহুল গান্ধী

ফতেহগড় সাহিব, ১১ জানুয়ারিঃহরিয়ানার পর এবার পঞ্জাবে প্রবেশ করেছে কংগ্রেসের ভারত জোড়ো পদযাত্রা। মঙ্গলবার গেরুয়া পাগড়ি পরে রাহুল গান্ধীকে দেখা গিয়েছিল অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরে। আর বুধবার সকালে কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী যান পঞ্জাবের ফতেহগড়ের গুরুদ্বারা ফতেহগড় সাহিবে। মাথায় লাল পাগড়ি পরে গুরুদ্বারায় প্রার্থনা করেছেন রাহুল গান্ধী।ভারত জোড়ো যাত্রা শুরু হওয়ার প্রাক্কালে রাহুল গান্ধী এদিন বলেছেন, তাঁরা একটি জাতিকে অন্য জাতির বিরুদ্ধে, একটি ভাষাকে অন্য ভাষার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। তাঁরা দেশের পরিবেশ নষ্ট করেছে। আমরা ভেবেছিলাম দেশকে একটি ভিন্ন পথ দেখাতে হবে - ভালবাসা, ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের। তাই আমরা এই যাত্রা শুরু করেছি।’’ রাহুল গান্ধী বলেছেন, আমরা ভেবেছিলাম এই যাত্রা ভারতের সবচেয়ে.বড় সমস্যাগুলি যেমন ঘৃণা, হিংসা, বেকারত্ব এবং মুদ্রাস্ফীতি উত্থাপন করবে এবং এসবের বিরুদ্ধে লড়াই করবে।রাহুল গান্ধী এদিন আরও বলেছেন, এই যাত্রায.আমরা দীর্ঘ বক্তৃতা দিই না। এই যাত্রা কথা বলার নয়, কথা শোনার। আমরা সকাল ৬টায় ঘুম থেকে উঠি, প্রায় ২৫ কিলোমিটার হাঁটি এবং ৬-৭ ঘন্টা সকলের কথা শুনি। এরপরে, আমরা ১০-১৫ মিনিটের জন্য নিজেদের মতামত রাখি। এই যাত্রার চেতনা হল ‘শ্রবণ করা’। পরে বক্তৃতা শেষে ফতেহগড় সাহিব থেকে শুরু হয় পদযাত্রা।

# প্রবাসী সম্মেলনে গুয়ানার রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাত করলেন রাষ্ট্রপতি মুর্মু

ইন্দোর, ১১ জানুয়ারি ঃ মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে অনুষ্ঠিত ১৭তম প্রবাসী ভারতীয় দিবস কনভেনশনের ফাঁকে গুয়ানা প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি ডঃ মহাম্মদ ইরফান আলির সাথে সাক্ষাত করলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু।রাষ্ট্রপতি আলিকে স্বাগত জানিয়ে রাষ্ট্রপতি মুর্মু বলেন, আমরা ১৭তম প্রবাসী ভারতীয় দিবস সম্মেলনের তাঁকে প্রধান অতিথি হিসাবে পেয়ে আনন্দিত। রাষ্ট্রপতি বলেন, যদিও ভারত এবং গুয়ানা ভৌগোলিকভাবে দূরত্ব, তবুও দুটি দেশ ঔপনিবেশিক অতীত এবং বহুসাংস্কৃতিক সমাজ সহ অনেকগুলি মিল রয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, বৃহ ভারতীয় প্রবাসীরা ভারত ও গুয়ানার মধ্যে বন্ধুত্বের স্থায়ী সংযোগ হিসেবে কাজ করে।রাষ্ট্রপতি আরও বলেন, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার হয়েছে। ভারত ও গুয়ানার মধ্যে বাণিজ্যও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।গুয়ানায় তেল ও গ্যাসের সাম্প্রতিক বড় আবিষ্কারের দিকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, এই ক্ষেত্রে গুয়ানা ও ভারতের মধ্যে সহযোগিতার অপার সম্ভাবনা রয়েছে। তেল ও গ্যাস সেক্টরের সাথে সম্পর্কিত সকল বিষয়ে ভারতের প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা রয়েছে।

# সংসদ ও আইনসভার সদস্যদের নিজেদের আচরণ ও প্রত্যয়ের উন্নতি করতে হবেঃউপ-রাষ্ট্রপতি

জয়পুর, ১১ জানুয়ারি ঃউপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় বুধবার রাজস্থানের জয়পুরে দু’’দিনের সর্বভারতীয় প্রিসাইডিং অফিসারদের ৮৩ তম সম্মেলনের উদ্বোধন করেছেন। এই সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা, রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান-সহ বিভিন্ন বিধানসভার স্পিকার এবং ডেপুটি স্পিকার। এখানে মুলত ভারতের জি-২০ সভাপতিত্বের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। এদিন উপ-রাষ্ট্রপতি বলেছেন, কার্যনির্বাহী, আইনসভা এবং সিনিযর রাজনৈতিক পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে উচ্চ সাংবিধানিক পদগুলি যেন তাঁদের রাজনৈতিক অবস্থান থেকে দূরে থাকে।উপ-রাষ্ট্রপতি বলেছেন, সদনের কাজ চলতে না দেওয়া আইনসভার সদস্যদের রাজনৈতিক হাতিযার হতে পারে না। তিনি বলেছেন, লোকসভা, রাজ্যসভা এবং বিধানসভার বর্তমান পরিস্থিতি মোটেও সুখকর নয় এবং দেশের মানুষের মধ্যে ভাল ধারণা তৈরি হচ্ছে না। তিনি বলেন, সংসদ ও আইনসভার সদস্যদের নিজেদের আচরণ ও প্রত্যয়ের উন্নতি করতে হবে।

# ৮৮টি এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান কিনছে কানাডা

অটোয়া, ১১ জানুয়ারি ঃআমেরিকার কাছ থেকে ১৪২০ কোটি ডলার মূল্যের ৮৮টি এফ-৩৫ অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান কিনতে চলেছে কানাডা। দেশটির বিমান বাহিনীর বহরে থাকা পুরনো যুদ্ধবিমানের স্থলে নতুন এসব যুদ্ধবিমান যুক্ত করা হবে। গত ৩০ বছরের মধ্যে এটি হচ্ছে কানাডার সামরিকখাতে সবচেয়ে বড় ব্যয়।ইউক্রেনের সঙ্গে রাশিয়ার যুদ্ধ এবং ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় চিনের সামরিক তৎপরতার প্রেক্ষাপটে অটোয়া গত মার্চ মাসে আমেরিকার কাছ থেকে এসব জঙ্গিবিমান কেনার ঘোষণা করেন কানাডার প্রতিরক্ষামন্ত্রী অনিতা আনন্দ।তিনি বলেন, যেহেতু রাশিয়ার অন্যায় এবং অবৈধ আগ্রাসনে আমাদের বিশ্ব ক্রমেই অন্ধকারাচ্ছন্ন হচ্ছে, পাশাপাশি চায়নার তপরতার কারণে ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল দিন দিন অস্থিতিশীল হয়ে উঠছে সে কারণে এসব বিষযকে কানাডা অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখছে এবং তারপরেই এই জঙ্গিবিমান কেনার প্রকল্প হাতে নিয়েছে।আর্কটিক এলাকাসহ আমাদের দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার এটাই ভাল সময় মন্তব্য করেন অনিতা।চুক্তি অনুযায়ী, মার্কিন বিমান নির্মাণ কোম্পানি লকহিড মার্টিন এবং প্র্যাট অ্যান্ড কানাডাকে ২০26 সালে এফ-৩৫ বিমানের প্রথম চালান সরবরাহ করবে। এছাড়া, পুরো চালান ২০৩২ থেকে ২০৩৪ সালের মধ্যে অটোয়া হাতে পাবে।জার্মানি এবং সুইজারল্যান্ডও আমেরিকার কাছ থেকে এফ-৩৫ বিমান কেনার চুক্তি করেছে। তবে মাঝেমধ্যেই আমেরিকার এ অত্যাধুনিক বিমান কারিগরি ত্রুটির মুখে পড়ে এবং গ্রাউন্ডেড করে রাখা হয়। সম্প্রতি এ ধরনের একটি ঘটনায় ইসরাইল এবং আমেরিকার সমস্ত এফ-৩৫ বিমান গ্রাউন্ডেড করা হয়েছিল।-

## পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১২জানুয়ারি ঃ মঙ্গলবার, ২৭পৌষ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১২জানুয়রিঃ ২০২২, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ ৫১২৩, সৌরঃ২৭ পৌষ, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৭ পৌষ মাস ১৪২৯, ভারতীয় সিভিলঃ ২৭ পৌষমাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ৮ শজিবু, আসামঃ২৬ চ’ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫

## আবহাওয়া

অংশত, মেঘলা আকাশ। পরে পরিস্কার থাকবে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৬.০৬ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৩.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবেঃ৮-৭শতকরা এবং ৩১শতকরা। বৃষ্টি হয়নি বুধবার। জোয়ার- সকাল ৮টা ২০ মিনিট এবং রাত-৮টা ২০মিনিট। ভাটা-সকাল-১১৮টা ২০মিনিট। রাত-৮টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় হবে আজঃ ৬ টা ২০মিনিট এবং সূর্য অস্ত যাবে আজঃ ৫ টা - ১১মিনিটের মধ্যেহবে আবহাওয়া পরিবর্তন হতে পারে আজকের দিনেটিতেই

## রাশিফল

**মেষ রাশিঃ**আপনার সমস্যা নিয়ে চিন্তাভাবনা করার অভ্যাস এবং তাদের অতিরঞ্জিত করে দেখার ফলে আপনার নীতিবোধ দুর্বল **বৃষ রাশিঃ**বন্ধুরা সহায়ক হবে এবং আপনাকে খুশি রাখবে। অর্থের অভাব পরিবারে আজ মতবিরোধের কারণ হতে পারে। **মিথুন রাশিঃ**মদ্যপানের অভ্যাস থেকে মুক্তি পাওয়ার পক্ষে এটি একটি অত্যন্ত শুভ দিন।শুভদিন **কর্কট রাশিঃ**অত্যিক উত্তেজনা এবং বিস্ফোরক নেশা আপনার স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষতি করতে পারে।। **সিংহ রাশিঃ**যদি আপনি যথেষ্ট বিশ্রাম না নেন তাহলে আপনার অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ এবং অতিরিক্ত বিশ্রামের প্রয়োজন হবে। অর্থ ব্যয়। **কন্যা রাশিঃ**ভাগ্যের ওপর নির্ভর করবেন না এবং স্বাস্থ্যের ব্যাপারটা ভাগ্যের হাতে ছাড়বেন না যে ভাগ্যদেবী অলস বলে তা আপনার কোনোদিন হবে না।। **তুলা রাশিঃ**স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন। আর্থিক উন্নতি নিশ্চিতভাবে বৃদ্ধি পাবে- কিন্তু একই সময়ে ব্যয়ও উর্ধ্বমুখী হবে **বৃশ্চিক রাশিঃ**আপনার দানী মনোভাব গোপন আশীর্বাদ হতে পারে কারণ আপনি সম্ভবত অনেক বিষয় থেকে মুক্তি পাবেন **ধনু রাশিঃ**কাজের জায়গায় বরিষ্ঠদের থেকে চাপ এবং ঘরে মতভেদ কিছু চাপ আনতে পারে- **মকর রাশিঃ**আপনার বেপরোয়া আচরণে আপনার একজন বন্ধুর কিছু সমস্যা হতে পারে। শুভদিন **কুম্ভ রাশিঃ**স্বাস্থ্যের দিক থেকে এটি অত্যন্ত ভালো দিন। আপনার মনের উচ্ছল অবস্থা আপনাকে কাঙ্খিত বল এনে দেবে।অর্থ ব্যয় **মীন রাশিঃ**স্বাস্থ্য ভালোই থাকবে। এটি ভালভাবে বোঝা উচিত যে শোকের মুহূর্তে, আপনার জমে থাকা সম্পদ কেবল আপনাকে পরিস্থিতি মোকাবেলায় সহায়তা করবে। ফেরত দিতে পারেন

# সাতসকালে ধাপাস বল খেলাকে কেন্দ্র করে বোমাবাজির ঘটনায় আহত বেশ কয়েকজন ভর্তি হাসপাতালে, আটক ২ জন

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ১১ জানুয়ারি ঃ বুধবার সাতসকালে কেঁপে উঠলো জয়নগর। বোমাবাজির ঘটনায় উত্তেজনা ছড়ালো এলাকায়। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জয়নগর থানা এলাকার উত্তর দূর্গাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আলিপুর গাজীপাড়ায় ধাপাস বল খেলাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠলো থানা পার্শ্ববর্তী গ্রাম জয়নগরের আলিপুর। স্থানীয় গাজী পাড়ার মাঠে খেলার প্যান্ডেল করাকে ঘিরে গন্ডগোলের সূত্রপাত। বুধবার সকালে হঠাৎ এলাকায় কয়েকজন দুস্কৃতী এসে অনবরত বোমাবাজি করতে থাকে। বোমার আঘাতে বেশ কয়েকজন আহত হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে জয়নগর থানার আইসি রাকেশ চ্যাটার্জীর নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী। স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, গাজীদের এই মাঠটিতে এলাকার যাবতীয় অনুষ্ঠান বহু বছর ধরে চলে আসছে। কিন্তু বর্তমানে গাজীরা বহড়ু হাসিমপুরের এক যুবককে বিক্রি করে দেয়। আর সেই নিয়ে মামলা ও চলছে আদালতে। আর এমন অবস্থায় এদিন সকালে খেলার মাঠটিতে প্যান্ডেল বাঁধার সময় একদল দুস্কৃতি অনবরত বোমা ছুঁড়তে থাকে, ৬-৭ টি বোমা তাঁরা ছোড়ে বলে অভিযোগ। আর এই ঘটনা আচমকা ঘটে যাওয়ায় স্কুলের সময়ে সবাই ছোটাছুটি শুরু করে দেয়। তাঁরই মধ্যে বেশ কয়েকজন আহত হন। ৫ জনের আঘাত গুরুতর। আহতরা হলেন রফিক সর্দার (৪০), সামিম সর্দার (২৫), সাহিদা মোল্লা (৩৬), মনিরুল মোল্লা (৩৬) ও আবদুল মোল্লা (২৭), এদের সবাই এর বাড়ি আলিপুর মোল্লা পাড়া ও গাজী পাড়া এলাকায়। আহতদের চিকিৎসার জন্য নিমপীঠ গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তবে এদের মধ্যে গুরুতর জখম রফিক সরদারকে কলকাতায় পাঠানো হয়েছে। ঘটনার পরে পুলিশ ঘটনার স্থল থেকে ১২ টি ক্যাসেট বোমা উদ্ধার করেছে। বোম স্কোয়াড দিয়ে বোমগুলিকে নিষ্ক্রিয় করা হবে। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাপা উত্তেজনা থাকায় পুলিশ পিকেট বসানো আছে। ঘটনাস্থল থেকে জয়নগর থানার পুলিশ দুজনকে আটক করেছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আগামী ১৪ তারিখে আলিপুর গাজীপাড়ার মাঠে প্রতিবছরের মতন এ বছর ধাপাস বল খেলা ও মেলার আয়োজন করা হয়েছিল ক্লাবের পক্ষ থেকে। সেইমতো এদিন মাঠে প্যান্ডেল তৈরি হচ্ছিল আর সেই সময় হঠাৎ বেশ কয়েকজন দুস্কৃতী চড়াও হয়. এলাকায়। অনবরত বোমাবাজি করতে থাকে। বোমার আঘাতে এলাকার কয়েকজন গুরুতর জখম হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়ে দুজনকে আটক করে। এদিকে এই ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক দলের মধ্যে চাপানোত্তর শুরু হয়েছে। এই ঘটনায় শাসক দল ও প্রশাসনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা কংগ্রেস নেতা সুজিত সরখেল। তিনি বলেন এর আগে ও এই জয়নগর দূর্গাপুর পেট্রোল পাম্পে বোমাবাজিতে তিনজন মারা গেছিল কয়েক বছর আগে। শান্ত জয়নগরকে অশান্ত করছে শাসকদল। বোমার স্তুপের উপর দাঁড়িয়ে আছে এখন জয়নগর। ভোটের আগে বোমাবাজি করে এলাকায় ভয়ের পরিবেশ তৈরি করছে তৃণমূল বলে এদিন অভিযোগ করেন বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি উপল নস্কর। তবে বিরোধীদের তোলা অভিযোগ অস্বীকার করে জেলা পরিষদ সদস্য তথা তৃণমূল নেতা খান জিয়াউল হক বলেন, এই ঘটনার সাথে কোনো রাজনীতি নেই। পুলিশ নিরপেক্ষ তদন্ত করুক আমরা এটাই চাই। আর এই ঘটনাকে ঘিরে জয়নগর এলাকায় ভয়ের পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

# হাওড়া পুরনিগমে বাস্তুকারদের বিক্ষোভ, দাবি না মিটলে রিলে অনশন, পুরনিগম ঘেরাওয়ের হুমকি

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ১১ জানুয়ারি ঃ চাকরি জীবন থেকে অবসরের সময় বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা কমিয়ে দেওয়ার কথা জানতে পেরে এবার ক্ষোভে ফেটে পড়েন হাওড়া পুরনিগমের কর্মরত বাস্তুকারেরা। তাদের অভিযোগ, ১৯৮৬ সালের পর থেকে যাদেরকে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী চাকুরিতে বহাল করা হয়েছিল। তাঁদেরকে অনৈতিকভাবে এখন তাদের বেতনক্রম ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা কাটছাঁটের রাস্তায় হাঁটছে পুরনিগম। তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর পরিষেবা দেওয়ার পরে অবসরের সময় প্রাপ্য অর্থ না পাওয়াতে ভীষণ সমস্যাতে পড়তে হচ্ছে তাদের। বুধবার দুপুরে হাওড়া পুরনিগমে মুখ্য প্রশাসকের অফিসের সামনে তাঁরা বিক্ষোভ দেখান। এদের বক্তব্য এর আগে মুখ্যমন্ত্রীকে দুবার চিঠি লিখে তাদের সমস্যার কথা জানিয়েছিলেন। তবে কোনো উত্তর তাঁরা পাননি। তাঁরা আজকে স্মারকলিপি জমা করেছেন। এতে না মিটলে আগামীদিনে ঘেরাও, রিলে অনশন কর্মসূচির পথে হাঁটবেন তাঁরা। যদিও বুধবারের বিক্ষোভ প্রসঙ্গে মুখ্য পুর প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী জানান, তাঁরা এই সমস্যা নিয়ে কথা বলেছেন নবান্নের সর্বোচ্চ স্তরের অধিকারিকদের সঙ্গে। তাঁরাও বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে সহানুভূতির সঙ্গে দেখছেন। আন্দোলনকারীদের সঙ্গেও আলোচনা হয়েছে। প্রয়োজনে আবার তাঁরা আলোচনাতে বসবেন। পাশাপাশি তিনি বলেন তাঁদের দাবি থাকতেই পারে। তার জন্য প্রতিবাদ জানানোর অনেক উপায় আছে। সাধারণ মানুষের পরিষেবা ব্যাহত হতে পারে এমন কোনও পদ্ধতি যাতে তাঁরা না নেন তার জন্য আবেদন করেন সুজয়বাবু।

# ক্রিকেটারের আত্মহত্যা হাওড়ায়, বাড়ি থেকে মিললো নিথর দেহ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১১ জানুয়ারি ঃ বাংলার প্রতিভাবান ক্রিকেটারের আত্মহত্যা হাওড়ায়। বাড়ি থেকে মিললো নিথর দেহ। তদন্তে পুলিশ।

বাংলার এক উদীয়মান ক্রিকেটারের নিথর দেহ মিলল তাঁর বাড়ি থেকে। বুধবার সকালে হাওড়ার বেলুড় রেল কলোনি থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় পুলিশ। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান পরিবারের দেনার কারণে আর্থিক সংকটে ওই তরুণ ক্রিকেটার মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। তার জেরেই হতে পারে এই আত্মহত্যার ঘটনা। মৃত ক্রিকেটারের নাম রোহিত যাদব (১৮)। বুধবার বেলুড়ের রেল কলোনির তাঁর বাড়ি থেকে দেহ উদ্ধার হয়। বিষ জাতীয় কিছু খেয়েই রোহিত আত্মঘাতী হন বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান পুলিশের। রোহিতের বড় দাদা রাহুল যাদব জানান, ভাই পড়াশোনা করছিল। ক্রিকেট খেলতো। জেলা স্তরেও খেলেছে। ঋণের টাকা শোধের জন্য ওর ওপর চাপ ছিল। অনুর্ধ ১৬ খেলেছে। মা ঋণ নিয়েছিল। সেই টাকার জন্য পাওনাদার চাপ দিচ্ছিল। ভাই ভাল ছিল। কি হল কিছু বুঝতে পারছি না। প্রতিবেশী সুনীল যাদব জানান, বিভিন্ন জায়গা থেকে মৃতের মা কোথাও ২০ শতাংশ, কোথাও ৩০ শতাংশ হারে ঋণ নিয়েছিল। একটা চায়ের দোকান চালিয়ে সংসার চলছিল না। এছাড়া ছেলের খেলার খরচ ছিল। সেই কারণে ঋণ নিয়েছিল। একমাত্র ছোট ছেলে রোহিত ছাড়া পরিবারের বাকিরা অন্যত্র চলে গিয়েছিল। ছোট ছেলে টাকা মিটিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিল। কিন্তু দেনার চাপ সে নিতে পারেনি। জানা যায়, সিএবি'র অনুর্ধ-১৬ ক্রিকেট দলে সুযোগ পেয়েছিল রোহিত। সাম্প্রতিক তার পরিবার আর্থিক অভাব অনটনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে একপ্রকার পরিস্থিতির চাপে চড়া সুদে টাকা ধার নিতে হয়েছিল রোহিতের পরিবারকে। কোনওভাবেই সেই টাকা শোধ দিতে পারছিল না রোহিতের পরিবার। পাওনাদারদের চাপও আসত। এলাকায় একটি ছোট্ট চায়ের দোকানের উপর নির্ভর করে সংসার চলত এদের। সেই চায়ের দোকানও বন্ধ হয়ে যায়। রোহিতের পরিবারে মা ও দাদা চলে যায় অন্যত্র। কিন্তু রোহিত এখানেই থেকে যায়। পরিবারের ঋণের টাকা শোধ করতে না পেরে মানসিক অবসাদগ্রস্ত হয়েই রোহিত আত্মঘাতী হয়েছে বলেই মনে করছে রোহিতের পরিবার। ঘটনার তদন্তে নেমেছে বেলুড় থানার পুলিশ।

# দোকানের আড়ালে জঙ্গি কার্যকলাপ সিরিয়ায় যেত টাকা, ধৃত আব্দুল রাকিব

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ জানুয়ারি ঃ এসটিএফের হাতে ধৃত জঙ্গি আব্দুল রাকিব কুরেশি সম্পর্কে চাঞ্চল্যকর তথ্য। মধ্যপ্রদেশ থেকে ধৃত জঙ্গি আব্দুল রাকিব কুরেশির একটি দোকান রয়েছে নিজের। দোকানের আড়ালেই রাকিব জঙ্গি কার্যকলাপ চালাত। অন্যদিকে, এসটিএফ সূত্রে খবর, ধৃত জঙ্গি সাদ্দাম সিরিয়াতে টেরর ফান্ডে টাকা পাঠানোর চেষ্টা করছিল। সেই জন্য অর্থ জোগা। করার চেষ্টায় ছিল সাদ্দাম। মধ্যপ্রদেশ থেকে ধৃত আব্দুল রাকিব কুরেশির ২৩ জানুয়ারি পর্যন্ত এসটিএফ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে ব্যাংকশাল আদালত। এদিন ব্যাংকশাল আদালতে পেশ করা হয় তাকে। সরকারি আইনজীবীর দাবি, আব্দুলের বিরুদ্ধে অভিযোগ জঙ্গিদের ফিনান্স করত, সংগঠনের প্ল্যানিং করত, টেররিস্টদের লজিস্টিক সাপোর্ট দিত। এমনকী অস্ত্র থেকে শুরু করে, মোবাইল, চিপ, মানি ব্যাগ, টাকা, পেন ড্রাইভ, জেহাদি বই পাওয়া গিয়েছে। তাতে সে যে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহী কার্যকলাপে লিপ্ত ছিল তার প্রমাণ মিলেছে। সন্ত্রাসবাদী হামলারও ছক ছিল তার। গোটা দেশে এই জঙ্গিদের জাল ছড়িয়ে গিয়েছে। দেশের নিরাপত্তার জন্যই এর হেফাজতের প্রয়োজন। কুরেশির নোটবুকে থেকে জেহাদি চ্যানেলের সঙ্গে যুক্ত থাকার প্রমাণও মিলেছে। যুবকদের মগজধোলাই করে নিয়ে স্লিপার সেল চালানোর প্রয়াস ছিল রাকিবের। সাদ্দামকে জেরা করে আব্দুল রাকিব কুরেশি নাম পাওয়া যায়। ১৩ তারিখ পর্যন্ত ট্রানজিট রিমান্ডে পাওয়াতে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়েছে রাকিবকে। তাকে জেরার প্রয়োজন রয়েছে। পাশাপাশি হাওড়া থেকে ধৃত সাদ্দাম, সৈয়দদের থেকে হামলা করার পরিকল্পনার নমুনা পাওয়া গিয়েছে। খিদিরপুরের বৈঠকে আসার সময় এসটিএফ সাদ্দাম ও সৈয়দকে গ্রেফতার করে। এই ঘটনায় সাক্ষীর ১৬৪ ধারায় গোপন জবানবন্দী আবেদন করা হয়। সেই আবেদন মঞ্জুর করেন ব্যাঙ্কশাল আদালতের বিচারক। এই আইএস জঙ্গি সংগঠনে আরও বড় মাথা জড়িত বলে দাবি এসটিএফের গোয়েন্দাদের।

# পরবর্তী মন্ত্রিসভার বৈঠক উন্নয়ন ভবনে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ জানুয়ারি ঃ নবান্নের বদলে পরবর্তী মন্ত্রিসভার বৈঠক হবে উন্নয়ন ভবন জানুয়ারি ৩০ তারিখ সল্টলেকে এই ভবনে মন্ত্রী সভার বৈঠক শেষে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী বইমেলার উদ্বোধন করবেন। সেন্ট্রাল পার্কে ৪৬ কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলার ওই দিন থেকে শুরু হবে। উন্নয়ন ভবনে এই প্রথম রাজ্য মন্ত্রী সভার বৈঠক হতে চলেছে বলে নবান্ন সূত্রে খবর।

# রাজ্যে চারটি নতুন ফায়ার স্টেশন হতে চলেছে ঃ সুজিত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ জানুয়ারি ঃ রাজ্যে চারটি নতুন ফায়ার স্টেশন হতে চলেছে। এদিন নবান্নে দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু এ কথা বলেন। লেকটাউন, দেগঙ্গা, জঙ্গিপুর আর দুবরাজপুরে এই নতুন ফায়ার স্টেশন গুলি হবে। ইতিমধ্যেই কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। এছাড়াও কালীঘাট আর টালিগঞ্জ ফায়ার স্টেশনের আধুনিকীকরনের কাজও শুরু হচ্ছে। পাশাপাশি চারটি হাই পাওয়ার ড্রোন কিনতে চলেছে দমকল দপ্তর। প্রথম পর্যায় দুটি কেনা হবে। পরে আরও দুটি কিনবে সরকার । এর ফলে কোথাও বড় আগুন লাগলে হাই পাওয়ার ড্রোন দিয়ে সেই জায়গা চিহ্নিত করার কাজ খুব সহজ হয়ে যাবে। এমনকি সংকীর্ণ জনবহুল এলাকায় আগুন লাগলে উৎসস্থল খুঁজে বার করতেও ড্রোন ব্যাবহার করা হবে বলে জানালেন মন্ত্রী। হাই রাইজ গুলিতে ও আগুন লাগলে এই ড্রোন ব্যাবহার করে আগুন নেভানোর কাজ দ্রুত করা যাবে বলে জানালেন সুজিত বসু।

# পুণ্যস্নানে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় আহত ৫ পুণ্যার্থী

দুরন্ত বার্তা, গঙ্গাসাগর, ১১ জানুয়ারি ঃ গঙ্গাসাগরের পুণ্যার্থীদের গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে। আহত ৫ পুণ্যার্থী। মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়ে গিয়েছে, গঙ্গাসাগর মেলা। ইতিমধ্যেই গঙ্গাসাগর মেলায় ভিড় জমিয়েছে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী। বুধবার দক্ষিণ ২৪ পরগণার গঙ্গাসাগরের কৃষ্ণনগর মোড়ের কাছে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে তীর্থযাত্রী বোঝাই একটি ম্যাজিক ভ্যান। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কচুবেড়িয়া থেকে একটি ম্যাজিক ভ্যান পুণ্যার্থী বোঝাই করে গঙ্গাসাগরের কপিল মুনির মন্দিরের দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় উল্টোদিক থেকে একটি অ্যাম্বুল্যান্স সজোরে এসে পুণ্যার্থী বোঝাই ম্যাজিক ভ্যানকে ধাক্কা মারে। ঘটনায় গুরুতর জখম হন ম্যাজিক ভ্যানে থাকা বেশ কয়েকজন পুণ্যার্থী। স্থানীয় বাসিন্দারা আহত পুণ্যার্থীদের উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য রুদ্রনগর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। এই ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা। মন্ত্রী বলেন, মর্মান্তিক ঘটনার খবর পেয়ে আমি দ্রুত ছুটে আসি। ইতিমধ্যেই স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য রুদ্রনগর গ্রামীণ হাসপাতালে গেছে। বর্তমানে রুদ্রনগর গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে আহতদের। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হযেছেন অ্যাম্বুল্যান্সের চালক ও ম্যাজিক গাড়ি চালক। ইতিমধ্যেই দুজনকে কাকদ্বীপ সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালের চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

# তিলোত্তমার পারদ স্বাভাবিকের নীচেই

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ জানুয়ারি ঃ আপাতত ১৩ ডিগ্রির ঘরেই রয়েছে তিলোত্তমার তাপমাত্রা, আগের দিনের তুলনায় সামান্য বাড়লেও স্বাভাবিকের নীচেই রয়েছে পারদ। বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৩.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি কম। এদিন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ২৬.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি বেশি। পারদ চড়তেই শীতের শিরশিরানি উধাও হয়ে গিয়েছে তিলোত্তমা থেকে, কনকনে শীতের আমেজ উধাও দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকেও। বুধবার উত্তরবঙ্গের দৃশ্য অবশ্য ভিন্ন ছিল। জাঁকিয়ে শীত পড়েছে ধূপগুড়ি-সহ ডুয়ার্স এলাকায়। তাপমাত্রার পারদ নেমে এসেছে ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু এলাকা ঘন কুয়াশাচ্ছন্ন ছিল। বুধবার ভোরে কুয়াশার চাদরে ঢেকে যায় জাতীয় সড়ক থেকে রাজ্য সড়ক। কুয়াশার পাশাপাশি বইতে থাকে হিমেল হাওয়া। সব থেকে বেশি কুয়াশা ভুটান পাহাড় সংলগ্ন এলাকা এবং চা বাগান অধ্যুষিত এলাকায়। তবে, আগামী ৪ দিনে ধীরে ধীরে তাপমাত্রা বাড়তে পারে বলে অনুমান আবহবিদদের। ২ ডিগ্রি থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রার পারদ চড়তে পারে।

# মন্ত্রী বেচারাম মান্না ও হরিপালের বিধায়ক দিদির সুরক্ষা কবচ রূপায়ণে গ্রাম ঘুরে জনসংযোগ করলেন

বনস্পতি দে, হুগলি, ১১ জানুয়ারি ঃ সামনেই পঞ্চায়েত ভোট এসে পড়লো এই ভোটকে কেন্দ্র করে গ্রাম বাংলায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এবার যে কর্মসূচি নিয়েছেন সেটা হল দিদির সুরক্ষা কবচ, তা পালন করতে বুধবার সকাল থেকে সিঙ্গুরের বিধায়ক তথা মন্ত্রী বেচারাম মান্না সদলবলে বেরিয়ে পড়লেন। গ্রাম ঘুরতে লাগলেন সাধারণ মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ করলেন। বুধবার সকালে মন্ত্রী বেচারাম মান্না সিঙ্গুরের বাগডালি ছিনা মোড় অঞ্চলের সন্ন্যাসীঘাটা কালীমন্দিরে পূজো দিয়ে দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচি পালন করেন । সকালবেলা দলের কর্মীদের নিয়ে তিনি গ্রাম ঘুরতে থাকেন সাধারণ মানুষের বাড়িতে বাড়িতে ঘোরেন তাদের কি সমস্যা হচ্ছে জানতে চান। মুখ্যমন্ত্রীর দুয়ারে সরকার প্রকল্পের মধ্যে যে সমস্ত খাদ্যসাথী রেশন কার্ড বয়স্ক ভাতা সহ নানা সুযোগ - সুবিধা তারা পেয়েছে কিনা এগুলো জানতে চান। অনেক গ্রামবাসী জানালেন অনেকগুলো প্রকল্প তারা পাননি সঙ্গে সঙ্গে বিধায়ক বেচারাম মান্না সঙ্গীদের বললেন এগুলো যেন জরুরি ভিত্তিতে দেখা হয় এবং যাতে তাড়াতাড়ি পাওয়া যায় সেই ব্যবস্থা করতে এরপর তিনি গ্রামের একটি চায়ের দোকানে যান চা খান দোকানের মধ্যে গ্রামবাসীদের সঙ্গে আলোচনা করেন। দিদির সুরক্ষা কবচ নিয়ে সুযোগ-সুবিধা গুলো তারা পাচ্ছেন কিনা গ্রামের রাস্তাঘাট ঠিক আছে কিনা এইভাবে সারাদিন তিনি গ্রাম ঘুরতে থাকেন দুপুরে পার্টি কর্মীর বাড়িতে, মধ্যাহ্ন ভোজন করেন। এই প্রসঙ্গে মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন, সকাল থেকে বেরিয়েছি দিদির সুরক্ষা কবচ রূপায়ন করতে একের পর এক গ্রাম ঘুরছি সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলছি তাদের কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা দিদির প্রকল্পগুলি তারা পেয়েছে কিনা যারা পায়নি তাদের সঙ্গে সঙ্গে বলা হচ্ছে যাতে তাড়াতাড়ি হয়। সেই ব্যবস্থা করা হচ্ছে এদিন তিনি কয়েকটি স্কুলে যান পঞ্চায়েত অফিসে যান এবং সরকারি অফিসে যান সন্ধ্যায় সভা করবেন রাতে কর্মীর বাড়িতে রাত কাটাবেন । এদিকে বুধবার সকাল থেকে হরিপালের বিধায়ক ডাক্তার করবি মান্না হরিপাল আশুতোষ অঞ্চলে রঘুবাটি, কালিতলা থেকে পতাকা উত্তোলন করে গ্রামে ঘুরতে থাকেন দিদির সুরক্ষা কবচ রূপায়ন করতে হরিপালের রঘুবাটি ও শান্তিপুরের মানুষের সঙ্গে কথা বলেন তাদের কোনো অসুবিধা হচ্ছে কিনা জানতে চান দিদির প্রকল্প তারা পেয়েছেন কিনা যারা পায়নি সঙ্গে সঙ্গে কর্মীদের তিনি বলে দিলেন যাতে তাড়াতাড়ি পাওয়া যায়। সেই ব্যবস্থা করতে। গ্রামের মানুষরা তাকে তাদের সুবিধা ও অসুবিধার কথা বলেন তিনি সন্ধ্যার দিকে কর্মীসভা করবেন দুপুরে কর্মীর বাড়িতে মধ্যান্য ভোজন সারেন রাতে কর্মীর বাড়িতে তাদের সঙ্গে পরিবারের সঙ্গে থাকার কথা তার । এই প্রসঙ্গে ডাক্তার করবি মান্না জানালেন, দিদির সুরক্ষা কবচ রূপায়ণে গ্রামগুলো ঘুরছি গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলছি তাদের সুবিধা-অসুবিধা জানতে চাইছি, তারা খুব সহযোগিতা করেছেন দুপুরবেলা স্কুলগুলোয় গিয়েছিলাম পঞ্চায়েত অফিসে গিয়েছি। এইভাবে চলবে আমাদের কাজ। সাধারণ মানুষের পাশে আমরা আছি।

# চাকরি পেতেন ৫১ জন, মিলল ৪৬ জনের! যেই কারণে নিয়োগপত্র পেলেন না বাকি পাঁচ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ জানুয়ারি ঃ নবম - দশম স্তরে শিক্ষকের চাকরি পাওয়ার কথা ছিল ৫১ জনের। কিন্তু চাকরি পেল ৪৬ জন। পাঁচজনের ডকুমেন্ট সংক্রান্ত সমস্যা থাকায় মধ্যশিক্ষা পর্ষদ তাদের নিয়োগপত্র হাতে দিল না বলেই পর্ষদ সূত্রে খবর। খবর, এঁদের মধ্য থেকে দুইজন চাকরিপ্রার্থীর জাতিগত শংসাপত্র বা কাস্ট সার্টিফিকেট নিয়ে সমস্যা রয়েছে। তাঁরা যে কাস্ট সার্টিফিকেট পর্ষদে ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশনের সময় দিয়েছেন, সেই কাস্ট সার্টিফিকেট অনগ্রসর কল্যাণ দফতরের ওয়েবসাইট থেকে পর্ষদের আধিকারিকেরা পাননি। সার্টিফিকেট ইমেইল করে অনগ্রসর কল্যাণ দফতরে পাঠানো হয়েছে যাচাইয়ের জন্য। বাকি ২ চাকরিপ্রার্থীর মধ্যে একজন চাকরিপ্রার্থীর বি. এড সার্টিফিকেট নিয়ে সমস্যা রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। অন্য এক চাকরিপ্রার্থীর বিএডের সার্টিফিকেট ভিন রাজ্যের কলেজের। সেই সার্টিফিকেটও ফের যাচাই করতে চায় মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। তার জন্য ওই চাকরিপ্রার্থীকেও নিয়োগপত্র হাতে দেয়নি মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। নিয়োগপত্র পাওয়ার পর অবশ্যই খুশি চাকরি প্রার্থীরা। অন্যদিকে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে চাকরি গেল আরও ১০২ জন শিক্ষকের। হাইকোর্টের কোন নির্দেশের ভিত্তিতে এই শিক্ষকদের চাকরি থেকে সরানো হচ্ছে তার উল্লেখ রয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে। পাশাপাশি কোন কোন শিক্ষককে হাইকোর্টের নির্দেশে চাকরি থেকে সরানো হয়েছে সেই তালিকাও প্রকাশ করেছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। তালিকায় শিক্ষকের নাম, তিনি কোন বিষয়ে স্কুলে পড়াতেন, কবে থেকে তিনি এই স্কুলে শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন তার সব তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। উচ্চ প্রাথমিক স্তরে শিক্ষক নিয়ে গিয়েও ফের গতি আনতে চাইছে স্কুল সার্ভিস কমিশন। সম্প্রতি উচ্চ প্রাথমিকে চাকরি প্রার্থীরা শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। যদিও নিয়োগের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন উচ্চ প্রাথমিকের চাকরি প্রার্থীরা। স্কুল সার্ভিস কমিশন সূত্রে খবর চলতি মাসের মধ্যেই উচ্চ প্রাথমিকের সম্পূর্ণ মেধা তালিকা কলকাতা হাইকোর্টে পেশ করতে চলেছে এসএসসি। যদিও তার আগে কয়েক দফা চেকিং করে নিতে চাইছে উচ্চ প্রাথমিকের মেধা তালিকা স্কুল সার্ভিস কমিশনের আধিকারিকরা। সাম্প্রতিক সময়ে নিয়োগ নিয়ে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। তাই এবার উচ্চ প্রাথমিকের মেধা তালিকা নিয়ে যথেষ্ট সতর্ক এসএসসির আধিকারিকেরা। তার জন্যই কয়েক দফায় চেকিং করছে এসএসসি। সেই চেকিংয়ে সন্তুষ্ট হলে তবেই সম্পূর্ণ মেধা তালিকা প্রস্তুত করে কলকাতা হাইকোর্টে পেশ করবে এসএসসি। তার জন্যই উচ্চ প্রাথমিকের মেধা তালিকা পেশ করতে বেশ কিছুটা সময় লাগছে বলেই দাবি কমিশনের আধিকারিকদের।

# পাঁচলা কেন্দ্রের তৃণমূল বিধায়ক গুলশন মল্লিকের মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে বিতর্ক

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১১ জানুয়ারি ঃ দলীয় কর্মীসূচির বক্তব্য ভাইরাল। পাঁচলা কেন্দ্রের তৃণমূল বিধায়ক গুলশন মল্লিকের মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে বিতর্ক। আসরে নেমে পড়েছে বিজেপিও। হাওড়ার পাঁচলায় তৃণমূল কংগ্রেসের এক দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে বিধায়ক গুলশন মল্লিকের মন্তব্য ঘিরে এবার শুরু হয়েছে বিতর্ক। সেই ভিডিও রীতিমতো ভাইরাল হতেই শুরু হয় বিতর্ক। বিজেপিও এই নিয়ে আসরে নেমে পড়ে। অবশ্য ওই ভিডিও'র সত্যতা সংবাদমাধ্যম যাচাই করেনি। যেখানে বিধায়ককে কর্মীদের সামনে বলতে শোনা যায়, 'আমি যদি ভোট না পাই, তাহলে সন্ন্যাস নিয়ে নেবো। আর আমি যদি পাঁচলায় ক্ষমতায় না আসি তাহলে নবান্নে......বসবেন না'। যদিও বিধায়কের পাল্টা দাবি তিনি ওই কথা বলেননি। এটা মিথ্যে কথা বলা হচ্ছে এবং এটা বিকৃতি করা হয়েছে। বিধায়ক দাবি করলেও এই নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জলঘোলা শুরু হয়েছে। বিধায়কের দাবি, তিনি যা বলেছিলেন ২০২১এর নির্বাচনের আগে। তবে এই ধরনের কথা তিনি বলেননি। তিনি বলতে চেয়েছিলেন, পাঁচলা দলের শক্ত ঘাঁটি। সেখানে যদি দল হেরে যায় এবং আমাদের কর্মীরা যদি হেরে যায় আপনাদের যা বক্তব্য তাহলে আগামীদিনে তো নবান্ন দখল হবেনা ? আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে জনসংযোগ বাড়াতে দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচি হাতে নিয়েছে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস। হাওড়ায় সেই কর্মসূচিতেই নানা ধরনের বিতর্কিত মন্তব্য করছেন গৌতম চৌধুরী থেকে শুরু করে গুলশন মল্লিকের মতো তৃণমূল বিধায়করা। অন্যদিকে, গুলশন মল্লিকের এই মন্তব্য বিতর্কে ইতিমধ্যেই আসরে নেমে পড়েছে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বিজেপি। বিজেপির রাজ্য সম্পাদক উমেশ রাই বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস একটা বিশৃঙ্খল দল। এই দলের বিশৃঙ্খলাবাজদের চরিত্র এবার সামনে চলে আসছে।

# হাওড়ায় তৃণমূল কংগ্রেসের দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচি

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১১ জানুয়ারি ঃ বুধবার থেকেই শুরু হলো তৃণমূল কংগ্রেসের দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচি। দিদির দূতেরা পৌঁছে যাচ্ছেন

নিজের নিজের অঞ্চলে। এদিন থেকেই হাওড়ার আটটি কেন্দ্রে এই কর্মসূচি শুরু হলো। ডোমজুড় বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা হাওড়া সদরের দলের সভাপতি কল্যাণ ঘোষ নিজের অঞ্চলে এদিনই কর্মসূচির সূচনা হয়। সকালে লিলুয়া চকপাড়া বাজার এলাকায় শীতলা মায়ের মন্দিরে পুজো দেন তিনি। এরপর চায়ের দোকান, বাজার সহ বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে মানুষের সমস্যার কথা শোনেন। কল্যাণ ঘোষ জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে জনমুখী প্রকল্প রয়েছে তার মধ্যে মানুষকে সুরক্ষিত রাখার জন্য পনেরোটি প্রকল্প রয়েছে। সেগুলো মানুষ ঠিকমতো পাচ্ছেন কিনা, না পেলে কোথায় সমস্যা সেসব জানা হচ্ছে ঘরে ঘরে পৌঁছে গিয়ে। এইসব প্রকল্পের মাধ্যমে মানুষকে সুরক্ষিত রাখাই একমাত্র লক্ষ্য।

# এবার গঙ্গাসাগরের আকর্ষণ দুটি বাঘের সাক্ষাৎ

দুরন্ত বার্তা, গঙ্গাসাগর, ১১ জানুয়ারি ঃ গঙ্গাসাগর মেলায় এবার বাঘ নিয়ে মাতামাতি। একজোড়া পূর্ণ বাঘ ঢুকে পড়েছে এবার গঙ্গাসাগর মেলায়। নানা পাশের ম্যানগ্রোভ জঙ্গল থেকে ন য়, কাছের গ্রাম থেকে। সাগর মেলায় মানুষের লোক বাড়তেই তাঁরা কপিল সৈকতে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। মেলায় লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগম হতে শুরু করেছে। সেই ভিড়ের মধ্যে সমুদ্র সৈকতের এ-প্রান্ত থেকে সে-প্রান্ত দেদার ঘুরে বেড়াচ্ছে মনের আনন্দে। কপিলক্ষেত্রে পুণ্য করতে আসা মানুষজন কাছ থেকে বাঘ দেখার স্বাদ মেটাতে নাওয়া-খাওয়া ভুলে বাঘের পিছু পিছু ঘুরছে। এ বাঘের 'নখ নেই, দাঁত নেই, কাউকে সে কাটে না' কেবল হালুম হালুম করে মুখভার করে না। বাঘেদের কেরামতি দেখে লুটপুটি খাচ্ছে আট থেকে আশি সবাই। কাউকে কোন ক্ষতিও করছে না। বিশালদেহী এই দুই রয়েল বেঙ্গল টাইগারদের কাছে পেয়ে পুণ্যার্থী এবং পর্যটকরা রীতিমতো আপ্লুত, খুশির আনন্দে আত্মহারা। এতো কাছে বাঘ পেয়ে কে না ছবি তুলতে ভালবাসে ? কেউ বাঘের খুব কাছ থেকে, কেউ বাঘের গায়ে হাত দিয়ে, কেউ বা লেজে হাত বুলিয়ে আনন্দ উপভোগ করছেন। যুবক যুবতীরা তো বাঘের গলা জড়িয়ে সেলফি তুলতেই ব্যস্ত। গঙ্গাসাগরে বাঘেরা এখন রীতিমতো মনোরঞ্জনের খোরাক হয়ে উঠেছে। এবারের গঙ্গাসাগর মেলায় দুই 'ছিনাথ বহুরূপী' রীতিমতো সেলিব্রেটি হয়ে হঠেছে। এবারের মেলার অন্যতম আকর্ষণ এই 'বাঘরূপী'। বাঘের প্রতি মানুষের ভালোবাসা এবং সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি মনোরঞ্জন করতেই দক্ষিণ ২৪ পরগনা বন বিভাগ এই দুই 'ছিনাথ বহুরূপী'দের গঙ্গাসাগরে বেলাভূমিতে আবির্ভাব ঘটিয়েছে। সাগরসঙ্গমে লক্ষ মানুষের মধ্যে বাঘরূপী-মানুষ ছেড়ে দেওয়ার কারণ প্রসঙ্গে ২৪ পরগনা বন বিভাগের ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার মিলনকান্তি মন্ডল বলেন, 'বাঘ আমাদের জাতীয় পশু। সুন্দরবনের গর্ব। বাঘ সংরক্ষণের বিষয়ে মানুষকে আরও সচেতন করতে আমরা বাঘ অধ্যুষিত জঙ্গল সংলগ্ন গ্রামগুলির আশপাশে, স্কুলে পথেঘাটে, হাটেবাজারে, চায়ের দোকানে এবং মেলায় নানাভাবে প্রচার চালাচ্ছি। বাঘ পথ ভুল করে লোকালয়ে চলে এলে গ্রামের মানুষ। সহজেই তাকে বনে ফেরাতে সহযোগিতা করছে।' মূলতঃ বাঘ বাচানোর বার্তা সর্বত্র পৌছে দিতেই বন বিভাগ এবারের গঙ্গাসাগর মেলায় 'ছিনাথ'দের মেলায় এনেছে। মিলনবাবু আরও জানিয়েছেন, এই কপিলভূমি এক সময় ম্যানগ্রোভ অধ্যুষিত 'বাঘ-ভূমি' ছিল। অতীতের স্মৃতি স্মরণ করাতেই এই উদ্যোগ। আর তাদের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন বনপ্রেমীরা।

# রাজ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৫

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ জানুয়ারি ঃ রাজ্যবাসীকে স্বস্থি দিয়ে অনেকটাই কমল করোনা আক্রান্তের সংখ্যা । গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৫ জন । বুধবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিন সূত্রে । স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন সূত্রে খবর, গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৫ জন । যার জেরে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়ে ২১,১৮,৬৭১ । করোনা আক্রান্ত হয়ে রাজ্যে মোট মৃত্যু হয়েছে ২১,৫৩২ জনের । একদিনে সুস্থ হয়ে উঠেছে ৫ । ফলে মোট সুস্থ হয়েছেন ২০,৯৭,০৮৫। ফলে সুস্থতার হার বেড়ে ৯৮.৯৮ শতাংশ । একদিনে করোনা পরীক্ষা হয়েছে ২,৬৩৪ ।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

# দুরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ৪৩ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২৭ পৌষ, ১৪২৯

## বৈদিক শিক্ষা

বৈদিক শিক্ষার ওপরে বেশি করে জোর দিতে শুরু করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক। তারা মনে করছে যে ভারতের প্রাচীন যে শিক্ষা রীতি ছিল তা একেবারে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। সংস্কৃতভাষা একন আর প্রায় শেখানো হয় না। আগে প্রতিটি স্কুলে সংস্কৃত ভাষা শেখানোর জন্য আলাদা মাস্টার ছিল। তারা সংস্কৃত ভাষা শেখাতেন ছাত্রদের। কিন্তু তারপরে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা ব্যবস্থাকে একেবারে তুলে দেওয়া হয়। তার ফলে ভারতের যে নিজস্ব শিক্ষা রীতি ছিল তা নষ্ট হতে শুরু করে। আবার কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক বলতে শুরু করেছেন যে এবারে শিক্ষা বর্ষ থেকে সংস্কৃত চর্চার ওপরে বেশি করে জোর দেওয়া হবে। ভারতীয় শিক্ষা নীতির দিকে লক্ষ্য রেখে প্রাচীন শাস্ত্র সম্পর্কে সব ভারতীয়দের ওয়াকিবহাল করতে হবে। বেদ চর্চা ক্রমশ তলানিতে এসে গিয়েছে। বহু ভারতীয়রা বেদ বলে কোনও গ্রন্থ রয়েছে তা জানে না। তারা বেদের মতো ভারতীয় শাস্ত্রকে ভুলতে বসেছে। এবারে স্কুল থেকে শুরু করে কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে বেদ মতো পুস্তককে স্থান দেওয়া হবে। সঙ্গে থাকবে পুরাণও। পুরাণ পাঠও করতে হবে ইচ্ছুক ছাত্রদের। তার ফলে হারিয়ে যাওয়া ভারতীয়তা ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে সবাইকে ওয়াকিবহাল থাকতে হবে। প্রতিটি ভারতীয়দের ভারত সম্পর্কে সাম্যক জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ থাকছে। শিক্ষা মন্ত্রক এবারে বৈদিক অঙ্ক শেখার ওপরে বেশি করে জোর দিয়েছে। তারা বলতে শুরু করেছে স্কুল স্তরে এবার থেকে বৈদিক অঙ্ক পাঠ করতে হবে। বৈদিক অঙ্ক জানা থাকলে জটিল অঙ্ক শাস্ত্র সহজেই উদ্ধার করতে পারবে ছাত্ররা। এদিকে বৈদিক অঙ্ককে কার্যত অস্বীকার করেছেন অর্মত্য সেন। তিনি বলেছেন বৈদিক অঙ্ক বলে কোনও কিছু আছে বলে তাঁর জানা নেই। কিন্তু অর্থব বেদে অঙ্ক রয়েছে। তবে তা খুবই সামান্য। তিনি মনে করেন ভারতবর্ষে অঙ্ক চর্চা বৃদ্ধি পেয়েছে গ্রীসরা এসে আসার পরে। তার আগে ভারতে অঙ্ক চর্চা বলতে গেলে প্রায় হতো না। দর্শন চর্চার বৃদ্ধি পেয়েছিল। মুনি ঋষিরা দর্শন চর্চা করতেন। তারা রাজাদের সন্তানদের শস্ত্র পাঠ করাতেন। কীভাবে রাজসভা পরিচালনা করতে হবে এবং প্রজা পালন করতে হবে তার উপদেশ দিতেন। রাজনীতির শিক্ষা দানও করতেন ভারতীয় মুনিরা। রাজার পুত্র ছাড়ার পণ্ডিত ব্যক্তিদের শিক্ষা গ্রহণ করার অধিকার ছিল সেই সময়ে। কিন্তু সবার জন্য শিক্ষার দ্বার একেবারে খুলে দেওয়া হয়নি। সেটা হয়েছিল ইংরেজরা আসার পরে। তার আগে সবাই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারতো না। গীতা পড়ার সবার অধিকার ছিল না। রামায়ণ এবং মহাভারত পাঠ করার সবার অধিকার ছিল না। কেবল মাত্র উচ্চ বর্ণের সন্তানরাই শাস্ত্র পাঠ করার অধিকার পেত। তা ছাড়া সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণি ব্যক্তিরা শাস্ত্র পাঠ করার অধিকার থেকে বঞ্চিত হতো। কোনও অন্ত্যজ শ্রেণি সন্তান গীতা পাঠ করলে তাকে শাস্তি দেওয়া হতো। তার জিহ্বা কেটে নেওয়া হতো। এতখানি নিষ্ঠুর ছিল সেই সময়কার সমাজ। তার ফলে ভারতের অধিকাংশ ব্যক্তিরা ভারতীয় শাস্ত্র সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিল না। কিন্তু ইংরেজরা আসার পর যখন ইংরেজ সরকার স্কুল খুলতে শুরু করলো তখন সেখানে সাধারণ ঘরের ছেলে মেয়েরা শিক্ষা গ্রহণ করার অধিকার পেল। ভারতেও মহিলারা একটি সময়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারতেন না। তাদের শিক্ষা গ্রহণ করা কোনও অধিকার ছিল না। কিন্তু বেশ কয়েকজন সাহসী মহীয়সী মহিলারা শাস্ত্র পাঠ করেছেন। তাদের মধ্যে খনা সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য। তিনি শাস্ত্র পাঠ করতেন এবং জ্যোতিষ চর্চা করতেন। তিনি নক্ষত্র বিচারও করতে পারতেন। তবে সেটাকে ভালো নজরে দেখেনি সমাজ। তার ফলে তাকে শাস্তি পেতে হয়েছিল সেটা ইতিহাসের পাতায় লেখা রয়েছে। অর্মত্য সেন বলেছেন যে ভারতে অঙ্কটা এসেছে গ্রীস দেশ থেকে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংগঠন এখন আওয়াজ তুলতে শুরু করে দিয়েছে যে তারা বৈদিক অঙ্ক শেখ াবে। প্রতিটি স্কুল স্তরে বৈদিক অঙ্ক শেখানো ব্যবস্থা করা হলে অঙ্কের যে জটিলতা রয়েছে তার সমাধান করা সম্ভব হবে। তবে অর্মত্য সেন ভারতের অঙ্ক চর্চাকে খাটো করেননি। তিনি বলেছেন, গ্রীস ব্যাবিলনের প্রভাবে যে অঙ্ক শাস্ত্র ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিল তা চর্চা করে বড় অঙ্কবিদ হতে পেরেছিলেন আর্যভট্ট, বরাহমিহি এবং ব্রহ্মগুপ্ত। তা ছাড়া বহু ভারতীয় সম্রাট অঙ্ক বিষয়ে পণ্ডিত ছিলেন। তার মধ্যে উল্লেখ করতে হয় সমুদ্র গুপ্তের নাম। তিনি অঙ্ক চর্চা করতেন। এবং যারা তাঁর রাজত্বে অঙ্ক চর্চা করতো তাদেরকে তিনি আর্থিক সাহায্য দিতেন। আর্যভট্ট ত্রিকোণমিতি শেখাতে গিয়ে ভুবনের সঙ্গে তাকে যুক্ত করে দিলেন। তিনি দেখতে পেয়েছিলেন অঙ্ক বিজ্ঞানের সঙ্গে বিশ্বের একটি যোগ রয়েছে। সেই যোগসূত্রটাকে বের করে ফেললেন আর্যভট্ট অঙ্ক চর্চা করে। তার ফলে তাঁর খ্যাতি বৃদ্ধি পেতে থাকলো। ভারতের দর্শন চর্চা শুরু হয়েছিল আর্যদের ভারতের আগমনের পর থেকে। তার আগে কোনও শাস্ত্র চর্চা হতো না। আর্যভট্ট পৃথিবারী ব্যাসার্ধ সম্পর্কে ধারনা দিলেন। সেটা পরবর্কীকালে আরবরা গ্রহণ করে এবং তাঁর কথাকে মেনে নেয়। ভারতীয় দর্শন চর্চা সারা দেশে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। তারপরে সংস্কৃত ভাষাকে গ্রহণ করে জার্মানরা। এমনকী বহু বিলাতের পণ্ডিতেরা সংস্কৃত ভাষাকে মর্যাদা দিতে শুরু করে। ভরতের শিক্ষা ব্যবস্থায় যে ধরনের অধঃপতন হতে শুরু করে দিয়েছে তা নিয়ে আক্ষেপ করতে শুরু করে দিয়েছেন অর্মত্য সেন। তিনি বলেছেন, ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থাকে সুশৃঙ্খল করতে হবে। নাহলে কিন্তু ভারতর্ষ মহান হতে পারবে না। ভারতের শিক্ষাই ভারতকে পথ দেখিয়ে ছিল সেটা সবাইকে মেনে নিতে হবে। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা ইউরোপকে চিনতে শেখায়। তাতে ভারতের কোনও লাভ হয় না। বিজ্ঞান চর্চার প্রসার ঘটাতে হবে। ইউরোপে বিজ্ঞানের সঙ্গে ভারতীয় বিজ্ঞানের মিলন ঘটিয়ে বিজ্ঞান চর্চার পরিধি বিস্তার করতে হবে। বিজ্ঞান চর্চা যত বেশি করে বৃদ্ধি পেতে থাকবে ততই ভারত বিজ্ঞানের দিক দিয়ে এগিয়ে যেতে থাকবে। ভারত বহু সময় ব্যয় করে ফেলেছে। ইংরেজ শাসন কালে যে শিক্ষা পদ্ধতি চালু হয়েছিল তার সংস্কার করতে গিয়ে শিক্ষার হাল একেবারে খারাপ হয়ে গিয়েছে। দেশের অধিকাংশ ছাত্ররা এখন সঠিক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারছে না। তারা পথ দেখতে পারছে না।

## অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

**সব মতই সাধনা বিস্তারের জন্য, তবে তা নানান প্রকারের হতে পারে আর যতটুকু বিস্তারে যা হয় তাই অনুভূতি ও জ্ঞান। তাই ধর্ম অনুভূতির উপর। যদি সাধনায় উন্নতি লাভ করতে চাও, তবে কপটতা ত্যাগ কর। কপট হয়োনা, নিজে ঠকও হয়োনা, আর অপরকেও ঠকিও না।**

## কালী সাধক বামাক্ষ্যাপা

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বলতেন, শুধু ধর্ম ধর্ম করলে হবে না। সাধনা করতে হবে। মাতৃ সাধনার প্রয়োজন। না হলে কিন্তু মা কালীর দর্শন পাওয়া খুবই মুশকিল। মানুষের সেবা করতে হবে। মানুষকে শিক্ষিত করতে হব। জাগ্রত করতে হবে। গরিবদের সেবা করতে হবে। তাদেরকে মাথা তুলে দাঁড়ানোর অধিকার তৈরি করে দিতে হবে। পরিশ্রম করতে হবে। কর্ম করলে মনটা শুদ্ধ থাকে। পবিত্র থাকে। মনটাকে পবিত্র করতে হবে। শুদ্ধ করতে হবে। জীবনটা যদি শুদ্ধ না হল তাহলে পুজোপাঠ করে কী লাভ? মায়ের শক্তিকে ধারন করতে হবে। জাগরিত করতে হবে মন শক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনকে শুদ্ধি করতে হবে। পাপ থেকে মনটাকে দূর করতে হবে। জাগাতে হবে মনের মধ্যে থাকা সৎ শক্তিকে। জাগরিত করতে হবে মানবশক্তি।

# স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠে রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনতেন রামকৃষ্ণদেব

# ঠাকুর কোনও সময়ে রবীন্দ্রনাথকে ছোট করেননি

রবীন্দ্রকুমার শীল

স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন একেবারে হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী একটি ব্যক্তি। তবে তিনি কোনও দিন নিজেকে ধর্মগুরু বলে আখ্যায়িত করেননি বা করার চেষ্টা করেননি। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব কোথাও কোনও কালে নিজেকে ভগবান বলে ঘোষণা দেননি। তিনি পরিস্কার করে বলেছিলেন তিনি হচ্ছেন মায়ের সেবক। মায়ের সেবা করতে তিনি এই ধরনীতে অবতীর্ণ হয়েছেন। স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি রামকৃষ্ণদেব বেশি করে আকৃষ্ট হয়েছিলেন তার অন্যতম কারণ হচ্ছে বিবেকানন্দ ভালো সঙ্গীত পরিবেশন করতে পারতেন। তিনি শাস্ত্রীয় ভক্তি সঙ্গীত বা ভজন গাইতে পারতেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্ম ছিলেন। তিনি এবং তাঁর পরিবারের কেউ ঈশ্বর বিশ্বাসে বিশ্বাসী ছিলেন না। আবার স্বামী বিবেকান্দ রামকৃষ্ণদেবের প্রধান শিষ্য ছিলেন। তিনি আবার মা কালীর ভক্ত ছিলেন। তবে বিবেকানন্দ মা কালীর ভক্ত থাকলেও তিনি তাঁর শিষ্যদের কোনও দিন মা কালীর পুজো করতে আদেশ করতেন না। তিনি বলতেন, জীবের সেবা কর। তাহলে ঈশ্বরের সন্ধান তুমি করতে পারবে। ঈশ্বর দর্শন তোমার হবে। গরিব পরিবারের মধ্যেই ঈশ্বর লুকিয়ে রয়েছে। তাদের সমস্যার সমাধান করতে হবে। ভারতের দারিদ্রতাকে দূর করতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন হলে হাতে হাত মিলিয়ে শত্রুর সঙ্গে মিলে মিশে কাজ করতে হবে। ভারতের উন্নতি করতে সব ধরনের কাজ করতে হবে। মহান ভারত গড়ে তোলার পক্ষে কর্মযজ্ঞ প্রস্তুত করতে হবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বিবেকানন্দকে এই শিক্ষা দিয়ে গিয়েছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণদেবকে রোজ একটি করে গান শোনাতেন। তিনি শ্যামা সঙ্গীত থেকে শুরু করে ভজন এবং রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইতেন। ঠাকুর এক মন দিয়ে তা শুনতেন। বহু লোক ঠাকুরের কাছে প্রতিবাদ করেছিল আপনি রবি ঠাকুরের গানকে এতো বেশি করে ভালোবাসেন কেন? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তো ব্রাহ্ম। তারা তো ঈশ্বর বিশ্বাস করে না। তারা তো হিন্দু ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করে না। তারা হিন্দু ধর্মকে অপবাদ দিতে ছাড়ে না। কিন্তু ঠাকুর রামকৃষ্ণ কোনও দিনই ব্রাহ্ম ধর্মের বিরুদ্ধে একটি কথাও উচ্চারণ করেননি। তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হতেন কেশবচন্দ্র সেন। তিনি তো ব্রাহ্ম ধর্মে অন্যতম কর্তা ছিলেন। তিনি প্রায় সময়ে দক্ষিণেশ্বরের এসে উপস্থিত হয়ে ঠাকুরের কাছে গল্প করতেন। ঈশ্বরতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতেন। তখন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব কেশব সেনকে পরিত্যাগ করেননি। তিনি কেশবকে তাঁর অন্যতম প্রিয় ভক্ত বলে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ যখন দক্ষিণেশ্বরের নাট মন্দিরে বসে ঠাকুরকে রবীন্দ্র সঙ্গীত শোনাতেন তখন কোনও বিদ্যুৎ ছিল না। গ্যাসের আলোর ব্যবস্থা ছিল। খালি গলায় ঠাকুরকে গান গেয়ে শোনাতেন স্বামী বিবেকানন্দ। ঠাকুর তার গান শুনে একেবারে মোহিত হয়ে যেতেন। ঠাকুর বলতেন, ওরে নরেন, তোর বহু প্রতিভা। তোকে কেউ আটকে রাখতে পারবে না। একদিন তুই সবাইকে অতিক্রম করে উচ্চ পদে আসীন হবি।

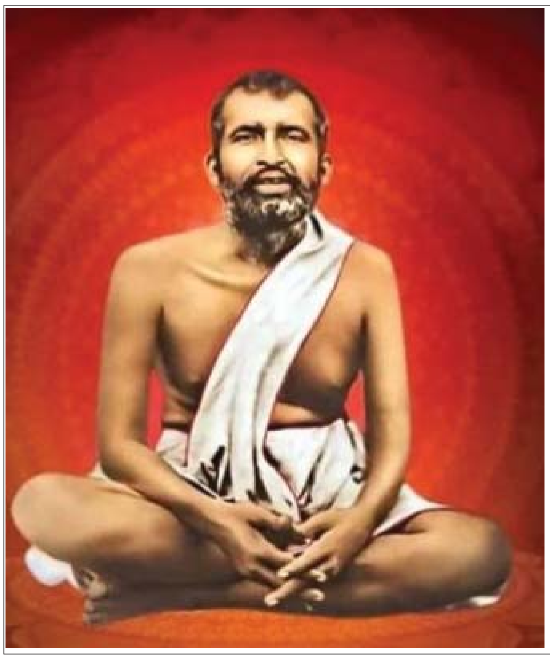

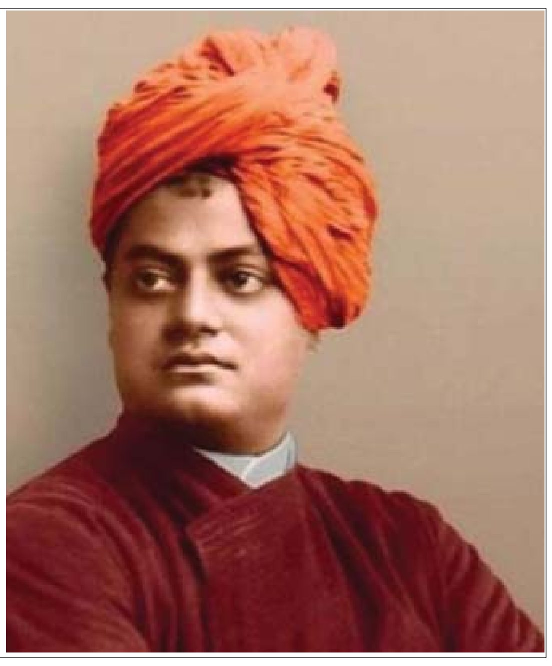

সেটাই পরবর্তী কালে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। রবীন্দ্র সঙ্গীত স্বামী বিবেকানন্দকে মুগ্ধ করেছিল। তিনি রবীন্দ্র সঙ্গীত ভালো গাইতে পারতেন। তিনি মনে করতেন সঙ্গীতের নিজস্ব কোনও জাতি ভিত্তিক ধর্ম নেই। সবাই সব সঙ্গীত পরিবেশন করতে পারে। সঙ্গীত যারা গাইতে পারেন তাদের কাছে রবীন্দ্র সঙ্গীত আর শ্যামা সঙ্গীত কোনও ভেদ রেখা নেই। শ্যামা সঙ্গীত যারা গান তারা রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইতে কোনও বাধা পেতে হয় না। সঙ্গীত যাদের কাছে প্রিয় তারা ইচ্ছা করলে সব সঙ্গীতই গাইতে পারেন। সেই কারণে ঠাকুর প্রায় সময়ে অনুরোধ করতেন বিবেকানন্দকে রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইতে। ঠাকুরের ইচ্ছা মতো রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইতেন দক্ষিণেশ্বরের নাট মন্দিরে বসে। এক মনে তিনি গাইতেন। গানে বিভোর হয়ে যেতেন স্বামী বিবেকানন্দ। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব প্রায় সময়ে রবি ঠাকুরের গান শুনে প্রশংসা করতেন।

‘গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপক জ্বলে’ এই রবীন্দ্র সঙ্গীতটি বিবেকানন্দ দু’বার ঠাকুরের সামনে বসে গেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ব্রাহ্ম সঙ্গীত। আদি ব্রাহ্ম সমাজ মন্দিরের প্রভাতকালের গান। একবার গান হয়ে গেলে ঠাকুর আবার আবদার করতেন, নরেন, এই গানটি আর একবার গা রে। ঠাকুরের ইচ্ছাকে স্বামী বিবেকানন্দ পূরণ করতে আর একবার গাইতে শুরু করতেন। ‘দিবা নিশি করিয়া যাপন, হৃদয়েতে রচেছি আসন’ গানটি রবীন্দ্র সঙ্গীত। এই গানটি বিবেকানন্দ ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবকে শুনিয়েছিলেন। হোক না ব্রাহ্ম সঙ্গীত। ঠাকুরের তাতে শুনতে কোনও বাধা নেই। রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনে ঠাকুর একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। ধর্ম মতের বিপক্ষে থাকলেও ঠাকুর কোনও সময়ে রবীন্দ্রনাথকে ছোট করেননি। আবার রবীন্দ্রনাথ কোনও সময়ে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বা বিবেকানন্দ সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেননি। রবীন্দ্র সঙ্গীত দক্ষতার সঙ্গে গাইতে পারতেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি যখন জাহাজে করে আমেরিকা সফর করতে যাচ্ছেন তখন জাহাজে তার সঙ্গী ছিল রবীন্দ্র এবং ভক্তি গীতি। প্রায় সময়ে জাহাজের ডেকে বসে বিবেকানন্দ গান গাইতেন আপন মনে আবার কখন সবাইকে শুনিয়ে উচ্চ কণ্ঠে। জাহাজের যাত্রীরা সবাই অবাক হয়ে যেত, একজন ভারতীয় সন্ন্যাসীর সঙ্গীত চর্চার পারদর্শিতা। তাঁর গান শুনে প্রশংসা করতে শুরু করতো সবাই।

‘দুখ দূর করিলে,দরশন দিয়ে মোহিলে প্রাণ’ এই রবীন্দ্র সঙ্গীতটি গেয়ে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবকে শানিয়ে ছিলেন বিবেকানন্দ। ‘মহা সিংহাসনে বসি শুনিছ’, ‘হে বিশ্বপিত’, ‘এ কী এ সুন্দর শোভা’, ‘আমরা যে শিশু অতি’, ‘অতি ক্ষুদ্র মন’, ‘জগতের পুরোহিত তুমি তোমার এ জগত মাঝারে’, ‘শুভদিন এসেছে দোঁহে চরণে তোমার’, ‘দুজনে যেথায় মিলিছে সেথায় তুমি থাকো’, ‘মরি লো মরি, আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে’, ‘সখী, আমারই দুয়ারে কেন আসিল’ -এই রকম বেশ কিছু রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইতে শুরু করলেন স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কোনও দিন দেখা হয়নি। কিন্তু তা বলে স্বামী বিবেকানন্দ কিন্তু রবীন্দ্র সঙ্গীত গাওয়া ত্যাগ করেননি। ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে মহর্ষী দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের সাক্ষাৎ ঘটেছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ভগিনী নিবেদিতার কোনও সাক্ষাতের কথা জানা যায় না। ভগিনী নিবেদিতা বিপ্লবী অরবিন্দকে বাংলায় নিয়ে এসেছিলেন বিপ্লবী আন্দোলন প্রস্তুত করার জন্য। সেই সময়ে অরবিন্দ রাজা সুবোধ মল্লিকে বাড়িতে বসবাস করতেন। সেখানে কবিগুরু এসে উপস্থিত হয়েছিলেন অরবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কোনও দিনই ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে দেখা করেননি বা কথা বলেননি। বিবেকানন্দ মারা যেতে তাঁকে বেলুড় মঠ থেকে বিতারিত করে দিয়েছিল সেখানকার সন্ন্যসীরা। নিবেদিতা আর দ্বিতীয় বার বেলুড় মঠে পা রাখেননি। তিনি চিরকালের জন্য বেলুড় মঠ ত্যাগ করেছিলেন। আচার্য জগদীশ বোসের সঙ্গী হয়ে থাকতে শুরু করলেন ভগিনী নিবেদিতা। তারপরে জগদীশ চন্দ্র বোসকে বিজ্ঞান চর্চায় সহযোগিতা করতে শুরু করেন। কিন্তু সেখানে আমরা দেখতে পেলাম না যে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ বা ভগিনী নিবেদিতা সম্পর্কে কিছু বক্তব্য রাখছেন। কোথাও কোনও সময়ের জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব, স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভগিনী নিবেদিতার সম্পর্কে আগ্রহ দেখান নি। তিনি এদের সম্পর্কে একেবারে নির্লিপ্ত ছিলেন। অথচ দেখতে পাওয়া যায় ইঁনারা কেউই কিন্তু খুব বেশি দূরে অবস্থান করতেন না। তবুও ধর্মকে কেন্দ্র করে এদের মধ্যে একটি অদৃশ্য পাঁচিল গড়ে উঠেছিল। কিন্তু রবীন্দ্র সঙ্গীতের সঙ্গে বিবেকানন্দ অত্যন্ত পরিচিত ছিলেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এখানেই মহান বিবেকানন্দের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, পঞ্চ ইন্দ্রীয়কে খোলা রাখতে হবে। সেটা যিনি করতে পারেন তিনি সব কিছু চর্চা করার অধিকারী হতে পারেন। তার কাছে সব কিছুই গ্রহণীয় হয়ে থাকে। বিশ্বের সব দ্বার খোলা থাকে। তিনি সবার কাছে প্রিয় হয়ে ওঠেন আপন প্রতিভাবলে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব তাঁকে এই সব শিক্ষা দান করেছিলেন। অজ্ঞান হয়ে থাকা হচ্ছে সবচেয়ে বড় মুর্খামী। ঠাকুর বলতেন, সব সময়ে সব কিছু জানার চেষ্টা করবি। সব কিছু জেনে তাকে মনের মধ্যে বিশ্লেষণ করে সত্যের সন্ধান করতে থাকবি। তাহলে সত্য এসে ধরা দিতে থাকবে। সেই কারণে আমরা দেখতে পাই স্বামী বিবেকানন্দ যেমন ভালো বাংলা বলতে এবং লিখতে পারতেন, আবার তিনি ভালো বক্তৃতা দিতে পারতেন। গানও ভালো গাইতে পারতেন। স্বামী বিবেকানন্দ যখন গান গাইতেন তখন মাইক ছিল না। সঙ্গীতকে সহযোগিতার করার জন্য আধুনিক যন্ত্রও ছিল না। কেবল মাত্র খালি গলায় গাইতে হতো। গলা সুরেলা না হলে সে গাইতে পারতো না। সঙ্গে থাকতো হারমোনিয়াম এবং তবলা। এছাড়া আর কোনও বাদ্যযন্ত্র থাকতো না। দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গার তীরে বসে যখন ঠকুর রামকৃষ্ণ আবদার ধরতেন, নরেন এই গঙ্গার পাড়ে বসে একটি ভালো ভক্তি গীতি গান করে শোনা না। তোর গান না শুনলে আমার ভালো ঘুম হয় না। সেই সময়ে প্রায় হারমোনিয়াম ছাড়া খালি গলায় ভক্তিগীতি থেকে শুরু করে রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইতে থাকতেন বিবেকানন্দ। সেই গলার এত বেশি জোর এবং সুরেলা ছিল দূর থেকে তা শুনতে পাওয়া যেত। গোটা দক্ষিণেশ্বর মন্দির গমগম করে উঠতো। বিবেকানন্দের গান সবার কাছে প্রিয় ছিল।

গিরিশ ঘোষও পর্যন্ত স্বামী বিবেকানন্দের গান পচ্ছন্দ করতেন। এবার নাট্যকার গিরিশ ঘোষের ইচ্ছা হয়েছিল বিবেকানন্দকে মঞ্চে তুলে তাঁর রচিত নাটকে গান গাওয়াবেন। কিন্তু ভয়ে তিনি সেকথা রামকৃষ্ণদেবকে বলতে পারেননি। তার ওপরে আবার বিবেকানন্দের মতো তেজস্বী ব্যক্তিকে মঞ্চে গান গাইতে বলাটাও ছিল খুবই কঠিন ব্যাপার। এক মাত্র ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাঁকে রাজি করাতে পারতেন। কিন্তু গিরিশ ঘোষ কেন জানি না তিনি সে কথা প্রকাশ্যে মুখ ফুটে ঠাকুরের কাছে বলতে পারেননি। তার ফলে বিবেকানন্দের আর মঞ্চে গান গাওয়া সম্ভব হয়নি। একেবারে পেশাদারি সঙ্গীত শিল্পীর মতো তিনি গান গাইতে পারতেন বিবেকানন্দ। তিনি বলেছিলেন, তাঁর গানের শিক্ষাগুরু তাঁর গৃহ শিক্ষক। গৃহ শিক্ষক তাঁকে পড়াশুনা করার ফাঁকে গান গাইতে বলতেন। আর স্বামী বিবেকানন্দ খালি গলায় গান গাইতে থাকতেন। বাড়ির সবাই তাঁর গান শুনে একেবারে মুগ্ধ হয়ে যেত। তাঁর মা থেকে শুরু করে পিতাও পর্যন্ত ছেলের গান শুনে প্রশংসা করেছেন। তাঁরা একটি সময়ে চিন্তা করেছিলেন যে নরেনকে ওস্তাদ রেখে গান শেখাবেন। কিন্তু পড়াশুনার চাপে পড়ে গানের প্রশিক্ষণ নেওয়া সম্ভব হয়নি। তবুও নিজ চেষ্টায় অনবরত আগ্রহে তিনি সেতার থেকে শুরু করে তবলা এবং হারমোনিযাম বাজাতে পারতেন। তাঁর গৃহ শিক্ষক এই সব বিষয়ে তাঁকে খুবই উৎসাহ দিয়েছিলেন। তার ফলে আমরা আজকে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গীত প্রতিক্ষা সম্পর্কে কিছু তথ্য জানতে পেরেছি। স্বামী বিবেকানন্দ আবার খেতে ভালো বাসতেন। তিনি বিদেশে থাকার সময়ে বিদেশি পদ খে তে পচ্ছন্দ করতেন। সে এক অন্য কথা। অন্য গল্প।

# বামপন্থার চরম ব্যপ্তির সময়ই স্বামী বিবেকানন্দ বামপন্থার পরিনতি সম্পর্কে গোটা বিশ্বকে অবগত করে গিয়েছিলেন

সম্বুদ্ধ দত্ত

শিকাগো ধর্ম সভায় বিশ্বজয়ের পর বিবেকানন্দ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে তখন ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ইউরোপের উন্নতি বিশেষ করে শিল্প বিপ্লবের পর ইউরোপে যে পরিবর্তন এসেছিল তা দেখে স্বামীজী মুগ্ধ হয়ে গেছিলেন। তবুও জনজীবনের গভীরের রুপটি অনুভব করে বুঝতে পেরেছিলের তাঁদের জীবনের দীনতা কত গভীরে বিস্তৃত। তিনি বললেন পাশ্চাত্যের জনজীবনে আমরা যে হাসির বিচ্ছুরণ দেখি তার মোটেও প্রকৃত হাসির নয়। এই হাসির অন্তরালে রয়েছে কান্নার করুন আর্তি এবং জীবনের শেষ পরিণতি। তুলনায় দরিদ্র ভারতের দিকে তাকান। ভারতের অবস্থা ক্লিষ্ট ও মলিন, তবুও ভারতবাসীর জীবনে রয়েছে এক মুক্ত মননের সুখের জীবন। সঙ্গে বিবেকানন্দ আরও একটি অতী মূল্যবান কথা বললেন, পাশ্চাত্যের চেষ্টা শুধু বহিঃপ্রকৃতিকে হস্তগত করিয়া জয় সাধন করা। অন্যদিকে প্রাচ্যের চেষ্টা অন্তঃপ্রকৃতিকে জয় করা। দরকার এই দুই মতাদর্শের মিলন। মানব কল্যাণে এই দুই মতবাদের একযোগে কাজ করতে হবে। আগামী পৃথিবী গড়ে তুলতে হবে এই দুইয়ের সংমিশ্রণে। সব মিলেমিশে একাকার হয়ে যাবে। থাকবে শুধু বিশ্ব মানবতা। স্বামীজী আরও কঠিন কথাটি বলে দিলেন, আধ্যাত্মিকতা বর্জিত ইউরোপ আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। তিনি দেখে ছিলেন ইউরোপ হল জড় শক্তীর প্রানকেন্দ্র। এই অবস্থায় থেকে নিস্তার পেতে গেলে ইউরোপকে তার চলার পথ পরিবর্তন করতেই হবে। আধ্যাত্মিকতাকে করতে হবে জীবনের ভিত্তি। তবেই জীবন সার্থকতার পথে উত্তীর্ণ হবে। ইউরোপকে এই সংকট থেকে রক্ষা করতে পারে একমাত্র, কেবল একমাত্র উপনিষদের ধর্ম পথ। বিবেকানন্দ আধ্যাত্মিকতাকে অস্বীকার করা ইউরোপকে জানালেন, তোমাদের দর্শন যাই বলুক না কেন, উন্নত শিক্ষা যাই বলুক না কেন, যতদিন এই পৃথিবীতে মৃত্যু বলে একটা জিনিস থাকবে, যতদিন মানুষের মানুষের অন্তস্থল থেকে দুঃখে কান্না বেড়িয়ে আসবে ততদিন পর্যন্ত মানুষ ঈশ্বরকে অস্বীকার করতে পারবে না। অথচ এই স্বামীজী কিন্তু নিজেকে একজন সমাজতান্ত্রি বলে ব্যক্ত করেছেন। আজকের আমাদের দেশের বামপন্থা অনুশীলনকারী নেতা ও কর্মীদের জানা উচিত স্বামী বিবেকানন্দ এমন একজন সন্যাসী ছিলেন যিনি বৈদিক সন্যাসী হয়েও সগর্বে নিজেকে সমাজতান্ত্রি বলে ঘোষণা করেছিলেন। শুধু তাই নয়. স্বামীজী সদর্পে বলছিলেন, সমাজতন্ত্র একটা নিখুঁত ব্যবস্থা বলেই আমি একজন সমাজতান্ত্রি তা কিন্তু আসলে নয়। এই ব্যবস্থায় একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ মানুষের মুক্তির পক্ষে কার্যকর হতে পারে। কিন্তু মানুষের জীবনেকে চুরান্ত লক্ষ্যে পৌছে দিতে পারবে না। একজন মানুষের জীবনের প্রাথমিক চাহিদা পূরণ হলেই সে জীবনের মূল চাহিদার দিকে ধাবমান হবে। আর সেই মূল

চাহিদা হল আধ্যাত্মিক চাহিদা। মানুষ শত অভাব ও দরিদ্রতা সইতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্র তাঁর চিন্তা ও চেতনায় নিয়ন্ত্রণ করতে চাইলে মানুষ কিছু দিন হয়তো নিয়ন্ত্রণে থাকবে কিন্তু একটা সময় সে রাষ্ট্র বা শাসকের বিরুদ্ধে মানুষ রুখে দাঁড়াবেই। মানুষ আসলে মুক্ত বিহঙ্গের মতো বাঁচতে চায়। মনকে নিয়ন্ত্রণের বিষময় হতে বাধ্য। রাষ্ট্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত জীবন মানুষকে নয় যন্ত্রে পরিণত করবে, নয়তো পশুতে পরিনত করবে। অতএব প্রতিটি মানুষের ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর করাটা যেমন প্রয়োজন ঠিক একইভাবে মানসিক চাহিদা অর্থাৎ ক্ষুধাও মেটানো প্রয়োজন। এই চরম সত্যটি আমাদের দেশের বামপন্থীরা কোনদিন উপলব্ধি করতে বা আরও স্পষ্ট করে বললে মেনে নিতে পারল না। মানসিক চাহিদার নিয়ন্ত্রণ যে কোন রাষ্ট্রের পক্ষে বিন্যাসের কারণ তা আমরা পূর্ব ইউরোপের পরিণতি দিকে চোখ রাখলেই বুঝতে পারি। তার সঙ্গে দেখেছি কিভাবে পৃথিবীতে বামপন্থার বিপর্যয়। বিবেকানন্দের কিছু কথার মধ্যেই ইউরোপের বামপন্থী দেশগুলোর বিপর্যয়ের অর্থ নিহিত আছে। ইউরোপের কিছু দিন ভ্রমনের পরেই স্বামীজী ইউরোপের বিশাল বৈভবের পাশাপাশি সেখানকার বাম শাসনে মানুষের মনের হদিশ বুঝতে পেরে ছিলেন। তাই তিনি জানালেন প্রত্যেক মানুষ শেষ বিচারে অনন্ত শক্তির অধিকারী। কমিউনিস্ট দেশ গুলি কেবল জড়বাদের পিছনে ছুটেছে, শিল্প বিপ্লবের মাধ্যমে অগ্রগতিতে মানুষের মনের কথাটাই ভুলে গেছে। মানুষের অনন্ত শক্তির কথাটা কখনো ধর্তব্যের মধ্যে আনে নি। স্বামীজী বললেন, আগে প্রয়োজন ধর্ম বিপ্লবের, পরে সমাজ বিপ্লবের। অর্থনৈতিক বিকাশের ফলে মানুষের জীবন যাত্রার উন্নয়ন হবে, জীবনে বৈভব বাড়বে। সুখের পরিমাপও নিশ্চয় বাড়বে কিন্তু একটা সময়ের পর জীবনের সব কিছু তুচ্ছ মনে হতে বাধ্য। তখন আধ্যাত্মিকতাই হবে জীবনের অবলম্বন। কিন্তু বামপন্থার প্রথম ও প্রধান শর্ত হল শ্রেণী সংগ্রাম। এবং এই শ্রেণী সংগ্রামকে সার্থক করার জন্য লক্ষ্য লক্ষ্য প্রাণের বিনাশের প্রয়োজন হলেও তাই করতে হবে। স্বামীজী একজন সমাজতন্ত্রী হয়েও এই মতবাদের ঘোর বিরোধিতা করে ঠিক বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে বলেছেন প্রানের বিনাশের মাধ্যমে পাপের উদয় হবে। সমাজের সাম্যতা আসবে না। পরিনামে সমাজতন্ত্র ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। স্বামীজীর মত ছিল, আধ্যাত্মিকতা ও মানবিকতার উন্নতির মধ্যে দিয়েই মানব সমাজকে উন্নতি সাধন করতে হবে। শ্রেণী সংগ্রামের মাধ্যমে মানব সমাজের একটা পর্যায় পর্যন্ত উন্নতি হতে পারে। কিন্তু চিরস্থায়ী নয়। বামপন্থী দর্শনে শ্রমীকদের কোন দেশ নেই, কোন জাত নেই। কিন্তু স্বামীজীর মতে প্রকৃতপক্ষে শ্রেনীহীন সমাজও এক ভ্রান্ত ধারণা। যা আজ প্রমানিত সত্য। স্বামীজীর ভবিষ্যত বাণীর প্রতিফলন দেখা গেল পূর্ব ইউরোপে মাটিতে। তাই আমরা দেখলাম ইউরোপের কোথাও রাষ্টের বাধা গুড়িয়ে দিয়ে জাতিসত্তার মিলন ঘটলো। আবার কোথাও মানুষ তার জাতিসত্বা ও অস্তিত্বকে রক্ষা করতে রাষ্ট্রের লৌহ শৃঙ্খল ছিঁড়ে পৃথক রাষ্ট্রের সৃষ্টি করল পৃথক রাষ্ট্রে। পৃথিবীর বুকে তৈরি হল নতুন মানচিত্র। অথচ এক সময় বাম নিয়ন্ত্রতিত ইউরোপের এই পরিনতি কল্পনারও দুঃসাধ্য ছিল। অথচ বামপন্থার চরম ব্যপ্তির সময়ই স্বামী বিবেকানন্দ আজকের বামপন্থার পরিনতি সম্পর্কে গোটা বিশ্বকে অবগত করে গেছিলেন। ( কৃতজ্ঞতা-বিবেকানন্দের ভবিষ্যৎবাণী, প্রনবেশ চক্রবর্তী )

**স্বামীজী বললেন , আগে প্রয়োজন ধর্ম বিপ্লবের, পরে সমাজ বিপ্লবের। অর্থনৈতিক বিকাশের ফলে মানুষের জীবন যাত্রার উন্নয়ন হবে, জীবনে বৈভব বাড়বে**

# মাটি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রশাসন

# মাটি মাফিয়াদের রুখতে কমিটি গঠন করে তদন্তে নামল প্রশাসন

তনুজ জৈন, মালদা, ১১ জানুয়ারি ঃ দুরন্ত বার্তা'র খবরের জেরে অবশেষে নড়েচড়ে বসলো প্রশাসন। মাটি কাটার জায়গায় গিয়ে তদন্ত করলেন ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিকরা। রিপোর্ট দেওয়া হলো জেলা প্রশাসনকে। রিপোর্টের ভিত্তিতে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে জানালেন আধিকারিক। এই ভাবে মাটি কাটতে থাকলে চাষের জমি শেষ হয়ে গেলে মানুষ কি মাটি খাবে? প্রশ্ন তুলছেন চাষিরা। জমি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার আর্জি চাষীদের। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত ভালুকা বাজারের ঢালাই মোড়ের পাশে অবৈধ ভাবে মাটি কাটার অভিযোগ উঠেছিল। অভিযোগ যেখানে মাটি কাটার নিয়ম রয়েছে ৩ ফিট সেখানে ৮ থেকে ৯ ফিট করে মাটি কাটা হচ্ছিল। স্থানীয় সূত্রের খবর সেই মাটি চলে যাচ্ছিল ইটভাটা গুলিতে। মাটি দিয়ে ইট তৈরি করে স্থানীয় গোবরাঘাট হয়ে নদীপথে ট্রলির পর ট্রলি চলে যাচ্ছে বিহারে। বিক্রি হচ্ছে চড়া দামে। সেই খবর প্রকাশিত হয় সংবাদমাধ্যমে। এই ভাবে মাটি কাটা চলতে থাকলে চাষবাসের বিশাল ক্ষতি হয়ে যাবে আশঙ্কা প্রকাশ করেন চাষিরা। অবৈধ ভাবে মাটি কাটা রুখতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, ব্লক ভূমি সংস্কার আধিকারিক এবং

## দুরন্ত বার্তা'র খবরের জের

থানার আইসিকে নিয়ে গঠন করা হয়েছে ৩ সদস্যের কমিটি। সেই কমিটির অনুমোদন ছাড়া কোথাও মাটি কাটা যাবে না। সেখানে কি ভাবে প্রশাসনের চোখে ধুলো দিয়ে অবৈধ ভাবে মাটি কাটা হচ্ছে প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধীরা। যদিও তৃণমূল নেতৃত্ব জানিয়েছিল অবৈধ ভাবে মাটি কাটা হলে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অবশেষে সেই খবরের জেরেই নড়েচড়ে বসল প্রশাসন। হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লক ভূমি সংস্কার দফতরের আধিকারিকরা ঢালাই মোড়ে গিয়ে তদন্ত করলেন। তদন্তের ভিত্তিতে রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে জেলা প্রশাসনকে। ভূমি সংস্কার দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে বিস্তারিত রিপোর্ট দেখে জেলা প্রশাসন পদক্ষেপ নেবে। যদিও চাষীদের দাবি দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হোক। নয়তো এই ভাবে মাটি কাটা চলতে থাকলে শেষ হয়ে যাবে চাষের জমি। জমি শেষ হয়ে গেলে মানুষ কি মাটি খাবে প্রশ্ন চাষীদের। হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লক ভূমি সংস্কার দপ্তরের রাজস্ব আধিকারিক অহিন মিত্র বলেন, তদন্তের ভিত্তিতে রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে জেলা প্রশাসনকে। রিপোর্টে বিস্তারিত সব কিছু লেখা আছে। সরকারি রিপোর্ট ওই ভাবে প্রকাশ্যে বলা যাবে না। রিপোর্ট দেখে প্রশাসন ব্যবস্থা নেবে। তিন সদস্যের প্রশাসনিক কমিটির কাছে সঠিক নথিপত্র দিয়ে অনুমোদন না নিয়ে কেউ মাটি কাটতে পারবে না। স্থানীয় কৃষক অজয় চক্রবর্তী বলেন, প্রশাসনের এই ব্যাপারটি দেখা উচিত এবং পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। এই ভাবে মাটি কাটলে চাষের জমি নিচু হয়ে যাবে, বর্ষাকালে জল জমে যাবে। চাষবাস মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। চাষ না করতে পারলে মানুষ কী মাটি খাবে। প্রসঙ্গত সমগ্র হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকাতেই দীর্ঘদিন ধরে অবৈধ ভাবে মাটি কাটার অভিযোগ উঠেছে। জমি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য নিয়ে সরব হয়েছেন বিরোধীরা। এমনকি শাসকদলের বিধায়ক থেকে শুরু করে মন্ত্রীরা অবৈধ ভাবে মাটি কাটা রুখতে সরব হন। গঠন করা হয় প্রশাসনের ৩ সদস্যের কমিটি। কিন্তু তারপরেও সম্পূর্ণ ভাবে বন্ধ করা যায়নি অবৈধভাবে মাটি কাটার কাজ। স্থানীয়দের দাবি প্রশাসনিক ভাবে কঠোর পদক্ষেপ না নিলে জমি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য রোখা যাবে না।

# স্কুলে চালের ড্রামে মরা ইঁদুর ও টিকটিকি

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১১ জানুয়ারি ঃ চালের ড্রামে বন্দি রয়েছে মরা ইঁদুর ও টিকটিকি। ড্রাম খুলতেই চক্ষু চড়ক হয়ে গেল গাছ শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবকদের। ঘটনা সামনে আসতেই তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় স্কুলে। বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে মালদার চাঁচল থানার সাহুরগাছি বিদ্যানন্দপুর প্রাইমারী স্কুলে। এদিন স্থানীয় বাসিন্দা ও পড়ুয়াদের অভিভাবকেরা মিড ডে মিলে নিম্নমানের খাবার দেওয়ার প্রতিবাদ জানাতে যান স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে। তারপরেই রান্নাঘর খতিয়ে দেখতে যাওয়া হলে চালের ড্রামে মরা টিকিটিকি ও ইঁদুর দেখেন। এই দৃশ্য দেখে থেমে থাকেননি বাসিন্দারা। তারা স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষককে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান। বাসিন্দাদের অভিযোগ, রুটিন অনুযায়ী পড়ুয়াদের খাবার দেওয়া হয় না। ডিম, মাছ ও মাংস দীর্ঘদিন ধরে দেওয়া হয় না। তাছাড়া ভাত সঠিক পরিমাণে দেওয়া হয় না। পাশাপাশি সব্জিতেও একই দশা। বুধবার প্রায় ৪৫ জন পড়ুয়ারা জন্য ৫০০ গ্রাম ডাল রান্না করা হয়েছিল বলে সংবাদ মাধ্যমের কর্মীদের জানিয়েছেন রাঁধুনি তমিনা বিবি। স্কুলের খাবার নিম্নমান থাকায় অনেকদিন ধরেই ক্ষোভে ফুঁসছিলেন বাসিন্দারা। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষককে একাধিকবার জানিয়ে কোনো সুরাহা হয়নি বলে দাবি বাসিন্দাদের। এদিন স্কুলে চালের ড্রামে মরা টিকটিকি ও ইঁদুর দেখে তেতে উঠেন বাসিন্দা ও অভিভাবকরা। ঘটনাস্থলে চাঁচল থানার পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে। স্থানীয় বাসিন্দা রাজিকুল ইসলামের অভিযোগ, ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষককের জন্য স্কুলে পরিকাঠামো ভেঙে পড়েছে। মিড ডে মিলে অনেকদিন ধরেই গরমিল চলছে। আজ তা হাতেনাতে স্পষ্ট হল। পাশাপাশি স্কুলে পানীয় জলের কোনো ব্যবস্থা নেই। বাড়ি থেকে জলের বোতল স্কুলে আনে পড়ুয়ারা। তারপরেই মিড ডে মিলের খাবার খায়। পড়ুয়াদের আনা জল শিক্ষক-শিক্ষিকারাও ব্যবহার করেন বলে জানা গেছে। সেখানে একটি চাপাকল থাকলেও এক বছর ধরে বিকল হয়ে পড়ে রয়েছে। মেরামতে উদ্যোগী হয়নি স্কুল কর্তৃপক্ষ বলে অভিযোগ। এদিকে জলের অভাবে স্কুলের শৌচালয়টিও পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে রয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুলের পেছনে খোলা জায়গাতেই শৌচকর্ম সারে বলে জানাচ্ছেন অভিভাবকরা। স্কুলের পরিবেশ নিয়ে সরব গ্রামবাসী। স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক উজ্জল সাহা সমস্ত ঘটনা অস্বীকার করেন। মিড ডে মিলে নিয়ম মনেই খাবার দেওয়া হয় বলে তিনি দাবি করেছেন। চাঁচলের মহকুমা শাসক কল্লোল রায় বলেন, বিডিওকে তদন্ত করতে বলা হচ্ছে। পাশাপাশি নিম্নমানের অভিযোগ প্রমানিত হলে কড়া পদক্ষেপ করা হবে। চাঁচল-২ ব্লকের বিডিও দিব্যজ্যোতি দাস জানিয়েছেন, জলের জন্য শীঘ্রই ব্যবস্থা করা হবে। স্কীম ধরা হচ্ছে।

## ঘুড়ি ধরতে গিয়ে ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল ছাত্রের

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১১ জানুয়ারি ঃ বর্ধমানের কালনাগেট বাঁকা ব্রিজের কাছে সুতো কেটে ভেসে চলা ঘুড়ি ধরতে গিয়ে ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল ছাত্রের। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ছাত্রের নাম রাজগুরু চট্টোপাধ্যায় (১৪)। বাড়ি বর্ধমানের নাড়িকলোনী অরবিন্দপল্লী এলাকায়। সে বর্ধমান টাউন স্কুলের নবম শ্রেণির পড়ুয়া ছিল। বুধবার বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ছাত্রের মৃতদেহ ময়নাতদন্ত হয়। ছাত্রের বাবা জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, মঙ্গলবার ছেলে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে খাওয়া-দাওয়া সারে। তার খানিকটা পরেই খেলতে যাবার জন্য এক বন্ধু তাকে ডাকতে আসে। তখনই রাজগুরু বর্ধমানের কালনাগেট বাঁকা ব্রিজের কাছে খেলতে চলে যায়। সন্ধ্যায় প্রাইভেট টিউশন পড়তে যাবার কথা থাকলেও রাজগুরু বাড়ি না ফেরায় পরিবারের লোকজন তার খোঁজ শুরু করে। তখনই তাঁরা স্থানীয়দের থেকে তাঁদের ছেলে রাজগুরুর ট্রেনের ধাক্কায় মারা যাবার কথা জানতে পারেন। জানা গিয়েছে, খেলার সময়েই রাজগুরু সুতো কেটে ভাসতে থাকা একটি ঘুড়ি দেখতে পায়। ওই ঘুড়িটি ধরতে গিয়ে রেল লাইনের উপর চলে যায় রাজগুরু। তখই দুরন্ত গতিতে ধেয়ে আসা একটি ট্রেন সঙ্গে তার ধাক্কা লাগে। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। খবর পেরে জিআরপি দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছে রাজগুরুর মৃতদেহ উদ্ধার করে।

## প্রজতন্ত্র দিবস উদযাপনে সভা

দুরন্ত বার্তা, খাতড়া, ১১ জানুয়ারি ঃ আগামী ২৬ শে জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপনের প্রস্তুতি নিয়ে একটি সভা হল খাতড়া মহকুমা শাসকের সভাকক্ষে। বুধবার দুপুরে খাতড়া এলাকার স্কুল-কলেজ সহ নাচ, গান ও ক্যারাটের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও প্রতিনিধিদের নিয়ে সভা হল। এদিন আলোচনার মূল বিষয়বস্তু ছিল কিভাবে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। সভায় উপস্থিত ছিলেন খাতড়ার এসডিও মৈত্রী চক্রবর্তী, এসডিপিও কাশীনাথ মিস্ত্রি, খাতড়া থানার আইসি সমিত ভট্টাচার্য প্রমুখ। মহকুমা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, কুচকাওয়াজ সহ বিভিন্ন প্রদর্শনী দেখানোর জন্য সরকারী প্রতিষ্ঠান, এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ নাচ, গান, ক্যারাটে প্রতিষ্ঠান গুলোর নামের তালিকা তৈরি করা হয়েছে। মাঠে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে থাকবেন খাতড়া লাইফ লাইনের সদস্যেরা।

# মানুষের অভাব-অভিযোগ শুনলেন জেলা সভাধিপতি

দুরন্ত বার্তা, নবদ্বীপ, ১১ জানুয়ারি ঃ মানুষকে প্রতিটা দিক দিয়ে সুরক্ষিত রাখার যেসব প্রকল্প রাজ্য সরকারের রয়েছে, সেইসব প্রকল্পের সুবিধা নিয়ে মানুষ সুরক্ষিত আছেন কিনা, তার খোঁজ নেওয়ার জন্য দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচিতে নদীয়ার নবদ্বীপ বিধানসভার বাবলারি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি রিক্তা কুন্ডু। বুধবার সকালেই তিনি পৌঁছে গিয়েছিলেন বাবলারী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। সেখানে পৌঁছে প্রথমে তিনি লক্ষ্মীপ্রিয়া মন্দিরে পূজা সেরে জনসংযোগের কাজে যোগ দেন। শোনেন মানুষের অভাব-অভিযোগের কথা। তার সঙ্গে ছিলেন নবদ্বীপ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তাপস ঘোষ, ব্লক সভাপতি কল্লোল কর, সঞ্জয় ঘোষ ছাড়াও বাবলারি পঞ্চায়েত প্রধান কমল দেবনাথ সহ অন্যান্য স্থানীয় তৃণমূল নেতা-কর্মীরা। জনসংযোগের পর এই দিন দুপুরে স্থানীয় তৃণমূল কর্মী সুনীল ঘোষের বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজ সারেন রিক্তা কুন্ডু। এরপর প্রকল্পের পরিকল্পনা অনুযায়ী দলীয় কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে আলোচনা সেরে তৃণমূল নেতা নারায়ণ দত্তের বাড়িতে রাত্রিযাপন করেন। রিক্তা কুন্ডু বলেন, মানুষের স্বার্থে দলমত নির্বিশেষে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিভিন্ন প্রকল্প করেছেন। মানুষ সেইসব প্রকল্পের সুবিধা নিয়ে সবদিক দিয়ে সুরক্ষিত রয়েছেন কিনা তার খোঁজখবর নেওয়ার জন্যই আমরা পঞ্চায়েত এলাকায় এসেছি।

## বর্ধমানে বিক্ষোভ দেখাল বিজেপি

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১১ জানুয়ারিঃ মঙ্গলবার কলকাতার বাবুঘাটে গঙ্গা আরতি কর্মসূচি পালন করতে গেলে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার সহ অন্যান্য বিজেপি নেতাদের গ্রেফতার করে পুলিশ। সেই গ্রেফতারের প্রতিবাদে রাজ্যজুড়ে বিক্ষোভ শুরু হয় বিজেপির। সেইমতো বুধবার বিকেলে পূর্ব বর্ধমান জেলার সদর বর্ধমান থানার সামনে বিক্ষোভ দেখান বর্ধমান জেলা বিজেপির কর্মী-সমর্থকেরা। উপস্থিত ছিলেন জেলার বিজেপির যুব সভাপতি পিন্টু সাম,আউশগ্রাম বিধানসভার ইনচার্জ তথা জেলার সহ সভাপতি শ্যামল রায়-সহ অনান্য বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা। এদিন দলীয় পতাকা নিয়ে বর্ধমান থানার সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে সুকান্ত মজুমদার সহ অন্যান্য বিজেপি নেতাদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে তারা সরব হন। পুলিশ কেন নিরপেক্ষভাবে বিচার না করে শাসকদলের তল্পিবাহক হয়ে কাজ করছে তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয় বিক্ষোভ মিছিল থেকে। পূর্ব বর্ধমান জেলা বিজেপির সহ সভাপতি শ্যামল রায় জানান, একটি সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দলের রাজ্য সভাপতি এবং কাউন্সিলর সজল ঘোষকে যেভাবে পুলিশ গ্রেফতার করেছে, যেভাবে পুলিশ তাদের সাথে ব্যাবহার করেছে তা কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কোন রাজ্যে এই দৃষ্টান্ত নেই। এ রাজ্যে যে গণতন্ত্র নেই এবং শাসকদলের অঙ্গুলি হেলনেই যে পুলিশ-প্রশাসন কাজ করছে তা আরও একবার প্রমানিত। এটা যদি অন্য কোনো দল রাজনৈতিক দল হত বর্ধমান শহরে আগুন জ্বলতো। কিন্তু বিজেপি একটা শৃঙ্খলা পরায়ন রাজনৈতিক দল। তাই কোনোরকম হিংসাত্মক পদক্ষেপ না নিয়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলন করাতেই তারা বিশ্বাসী। তবে আগামি দিনে এই ধরনের ঘটনা ঘটলে আন্দোলনের অভিমুখ পাল্টাতেই পারে বলে এদিন হুঁশিয়ারি দেন জেলা বিজেপির সহ সভাপতি শ্যামল রায়।

## কোচবিহারে সভা করবেন অভিষেক

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১১ জানুয়ারি ঃ আগামী ১১ ফেব্রুয়ারি কোচবিহারে আসছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সামনে পঞ্চায়েত নির্বাচন। পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে ইতিমধ্যেই প্রচার শুরু করে দিয়েছে সমস্ত রাজনৈতিক দল। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে ঠিক হয়েছে বিভিন্ন রণনীতি। পঞ্চায়েত নির্বাচনে কার অধিপত্য থাকবে তা নিয়ে বর্তমানে জোরদার প্রচার চলছে গোটা জেলায়। জেলার নেতৃত্বদের পাশাপাশি একে একে জেলায় প্রচারে আসতে চলেছে রাজ্য নেতৃত্বরা। আগামী ১১ ফেব্রুয়ারি কোচবিহারে আসছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোচবিহার সফরের কথা ঘোষণা করলেন কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। তিনি বলেন, ১১ ফেব্রুয়ারি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কোচবিহারে আসছেন। কোচবিহারে এসে তৃণমূল কর্মীদের উৎসাহিত করবেন তিনি। প্রাথমিকভাবে কোচবিহার শহরের মেলা ময়দানে তার জনসভা করার কথা রয়েছে। কোচবিহার রাসমেলা ময়দানে জনসভা না হলে জেলার কোনো এক জায়গায় তিনি জনসভা করবেন।

## নাবালিকা বিয়ে ও পাচার রুখতে সচেতনতা শিবির

দুরন্ত বার্তা, তমলুক, ১১ জানুয়ারি ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় নাবালিকা বিয়ে ও পাচার রুখতে এবার তিন মাসব্যাপী সচেতনতা কর্মসূচি চালানোর সিদ্ধান্ত নিল জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ। বুধবার তমলুক হ্যামিল্টন স্কুলে এই কর্মসূচির সূচনা হয়। তিনমাস ধরে বিভিন্ন স্কুলে নবম-দশম শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রী এবং তাদের অভিভাবকদের নিয়ে সচেতনতা কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। এই কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত জেলা ও দায়রা বিচারক সুজাসা মুখার্জি, জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ সচিব সমরেশ বেরা, তাম্রলিপ্ত পৌরসভার চেয়ারম্যান দীপেন্দ্র নারায়ণ রায় সহ অন্যান্যরা। গোটা রাজ্যের মধ্যে নাবালিকা বিয়ের নিরিখে শীর্ষে রয়েছে পূর্ব মেদিনীপুর। আবার নাবালিকা পাচারেও সামনের সারির জেলাগুলির মধ্যে পূর্ব মেদিনীপুর রয়েছে। জেলা পুলিশ ও প্রশাসনের লাগাতার চেষ্টার পরও নাবালিকা বিয়ে রোখা যাচ্ছে না। জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতি মাসে গড়ে ৫০টি নাবালিকা বিয়ে এবং ফুঁসলিয়ে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ জমা হয়। তমলুক, ময়না, এগরা, কাঁথি, পটাশপুর প্রভৃতি থানা এলাকায় এই অভিযোগ বেশি। নাবালিকা বিয়ে রুখতে ব্লকস্তরে বিডিও, ওসি এবং জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে ধারাবাহিক মিটিংয়ের পরও এই ঘটনা আটকানো যাচ্ছে না। এই অবস্থায় জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ তিন মাস ব্যাপী আইনি সচেতনতামূলক কর্মসূচি নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সচিব সমরেশ বেরা বলেন, নাবালিকা বিয়ে, ফুঁসলিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো ঘটনা পূর্ব মেদিনীপুরে প্রায়ই ঘটছে। এধরনের ঘটনায় রাশ টানা জরুরি। পাশাপাশি সাইবার ক্রাইম প্রতারণার ঘটনাও এখন বেড়েছে। এসব নিয়ে আমরা তিন মাসের সচেতনতামূলক কর্মসূচি নিচ্ছি।

## পথ নিরাপত্তায়

দেবনাথ মোদক, খাতড়া, ১১ জানুয়ারি ঃ কলকাতা ইনস্টিটিউট অফ টেকনিক্যাল এডুকেশনের উদ্যোগে পথ নিরাপত্তা সচেতনতা সপ্তাহ বিষয় নিয়ে একটি কর্মশালা ও পদযাত্রা হল খাতড়াতে। বুধবার প্রথমে খাতড়ার একটি বেসরকারি লজে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। পরে ব্লক এলাকার ছাত্র-ছাত্রী, খেলোয়াড় সহ সাধারণ মানুষজন বিভিন্ন পথ সচেতনতামূলক প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে খাতড়া এসডিও মোড় থেকে খাতড়া দাসের মোড় পর্যন্ত একটি পদযাত্রার করেন। এদিনের কর্মশালা ও পদযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন খাতড়ার ডিএমডিসি থেন্ডুপ ভুটিয়া, খাতড়া মহকুমার সহকারী বিদ্যালয়ের পরিদর্শক মাধ্যমিক বিভাগ অনিমেষ সৎপথি, খাতড়া থানার পুলিশ আধিকারিক সহ কলকাতা ইনস্টিটিউট অফ টেকনিক্যাল এডুকেশনের কর্মকর্তারা।


**বিজ্ঞপ্তি**

এতদ্বারা আমার মক্কেল **সুশীলা সিংহ,** স্বামী অরবিন্দ কুমার সিংহ, নিবাস ২৭/ ২১, জে.কে.এম. রোড, মালিরবাগান, কলকাতা ৭০০০৬৩ হারিয়ে ফেলেছেন আসল নথিবদ্ধ দলিল যার নং. ১৩৩২১ সাল ১৯৯২ এবং দায়ের করেছেন সাধারণ ডায়েরি ঠাকুরপুকুর থানায় তারিখ ০৮-০১-২০২৩ যার জিডি এন্ট্রি নং. ৭১৯। যদি কোন ব্যক্তির কোন দাবী, অংশ, অধিকার, শিরোনাম, আগ্রহ থাকে এই বিষয়ে বা কোন আপত্তি যাকিছু অবশ্যই তা জানান নিম্নস্বাক্ষরকারীকে প্রামান্য নথি সহকারে ০৭ দিনের মধ্যে যার পর কোন দাবী থাকলে তা এড়িয়ে যাওয়া হবে এবং পরবর্তী কোন গ্রাহ্য করা হবে না।

**পল্লবী কর্মকার**
**অ্যাডভোকেট**
**ফোন নং. ৯০০৭৮২৪৯৫৭**

**সেতুর কাজ**

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ০৬অজিই-২/এসিজিতে তারিখঃ ০৯-০১-২০২৩। নিম্নে উল্লেখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারি দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। [illegible]

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

**পূর্ব রেলওয়ে**

**হাওড়া ডিভিশনে চলাচল করা রাজধানী, অন্যান্য প্রিমিয়াম ট্রেন, মেল/এক্সপ্রেস, সুপারফাস্ট এবং প্যাসেঞ্জার ট্রেনগুলির কোচে ভিনাইল র‍্যাপিংয়ের মাধ্যমে বাণিজ্যিক প্রচার ও বিজ্ঞাপনের কাজে অধিকার প্রদানের জন্য ই-অকশন**

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি নং : সিএম/পিইউবি/এম/ইএলজি/এইচডব্লুএইচ/২০, তারিখ : ১০.০১.২০২৩। সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, রেল যাত্রী নিবাস বিল্ডিং, হাওড়া স্টেশনের কাছে, পিন-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন : [illegible] (HWH-365/2022-23)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway Eastern Railway Headquarter

**BALARAMPUR PANCHAYAT SAMITI**
**P.O.- Rangadih, Dist.- Purulia , Pin – 723143**

Notice inviting office of the Executive Officer, Balarampur Balarampur Panchayat Samiti, Dist: Purulia invites sealed tender the detailed in the table below:

| Sl. No. | NIeT No. | Last date of Dropping | Name of Fund |
|---|---|---|---|
| 1 | WB/EO/BLR/PS/NIET-09/2022-23 | 20.01.2023 up to 6.55 pm | 15 th FC |
| 2 | WB/EO/BLR/PS/NIET-10/2022-23 | 20.01.2023 up to 6.55 pm | 15 th FC |
| 3 | WB/EO/BLR/PS/NIET-11/2022-23 | 20.01.2023 up to 6.55 pm | 15 th FC |
| 4 | WB/EO/BLR/PS/NIET-12/2022-23 | 20.01.2023 up to 6.55 pm | 15 th FC |
| 5 | WB/BDO/BLR/NIeT-04/2022-23 | 20.01.2023 up to 6.55 pm | PvTG |
| 6 | WB/BDO/BLR/NIeT-05/2022-23 | 20.01.2023 up to 6.55 pm | PvTG |
| 7 | WB/BDO/BLR/NIeT-06/2022-23 | 20.01.2023 up to 6.55 pm | PvTG |

For details go to website: **wbtenders.gov.in**
**Sd/- Executive Officer**
**Balarampur Panchayat Samiti**

**Durgapur Municipal Corporation**
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
**CORRIGENDUM NOTICE**
**Tender ID : 2022_MAD_439952_1**
**Tender Reference Number :** WBDMC/COMM/PW/NIT-220/22-23 (2nd Call)
The Bid submission closing date will be 17.01.2023 upto 5.00 p.m. in lieu of 10.01.2023 upto 5.00 p.m. and Bid opening date will be 20.01.2023 after 11.00 a.m. in lieu of 13.01.2023 after 11.00 a.m.
For details : **wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Engineer, DMC

"Undersigned invites **E-NIT No.- 30/DNK -PS/2022-23 AND 31/DNK -PS/2022-23 AND 32/DNK-PS/22-23** for some civil works under Executive officer, Dhaniakhali Panchayat samity . Last date of bid submission through online at e-procurement link **https://wbtenders.gov.in on 20.01.2023 up to 5.00 PM and 30.01.2023 up to 5.00 PM (For E-NIT-32/DNK-PS/22-23 only).** Details can be seen at **www.hooghly.nic.in** or at the office of undersigned in any working days within office hour."
**Sd/- EXECUTIVE OFFICER**
**DHANIAKHALI PANCHAYAT SAMITY**
**DHANIAKHALI, HOOGHLY**

**Dehibatpur Gram Panchayat**
**Dehibatpur, Alati, Pursurah, Hooghly**
**Notice Inviting e-Tender**
**e-NIT vide NIT No: 037/DGP/22-23 Sl 01 to 04, (4 nos of Scheme); Fund : 15 th F.C. (Tied) & M.N.B. Dated 11/01/2023** are invited by the Prodhan Dehibatpur Gram Panchayat, from reliable and bonafied Tenderer for work. Tender fees & EMD by bank draft/NEFT/RTGS from any working day from **11/01/2023 to 24/01/2023 (10:00 AM to 5:00 PM)**, Bid submission closing online on **24/01/2023 at 5:00 PM.** For details contact the above office or visit **https://wbtenders.gov.in**
**Sd/- Prodhan,**
**Dehibatpur Gram Panchayat**

**Office of the Executive Officer**
**Singur Panchayat Samity**
**e-TENDER NOTICE**
Digitally signed and encrypted e-Tender is invited from the eligible Bidder for online submission for **tender reference no: 1810/EO & 1811/EO, Singur, Dated. 10.01.2023** for Construction of "Pucca Drain" & "Concrete Road", within Singur Panchayat Samity, Hooghly. Last date for the online Bid submission is **19/01/2023 up to 06:00 pm.** Detail will be available at the website: **www.wbtenders.gov.in (Tender ID 2023_ZPHD_444854_1 to 5 & 2023_ZPHD_444731_1 to 2).**
**Sd/- Executive Officer**
**Singur Panchayat Samity**
**Singur, Hooghly**

**GOSWAMI MALIPARA GRAM PANCHAYAT**
**Vill & P.O-Goswami Malipara**
**P.S-Dadpur, Dist-Hooghly, Pin-712305**
E-Tender are invited by the Prodhan, Goswami Malipara Gram Panchayat. Tender title: **GMGP/134/2022-23 Date-09/01/2023,** Tender title: **GMGP/135/2022-23, Date-09/01/2023.** Bid submission Start date: **09/01/2023 at 18:00 Hrs.** Bid Submission end date: **17/01/2023 at 12:00 Hrs.** Bid Opening Date: **19/01/2023 at 12:30 Hrs.** Any other information may be had from the office of the undersigned on any working day or visit **https://wbtenders.gov.in**
**Sd/- Pradhan**
**Goswami Malipara Gram Panchayat**

**হাওড়া পৌর নিগম**
৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া-৭১১১০১
টেলি ঃ ০৩৩ ২৬৩৮-৩২১১/ ১২ / ১৩, ফ্যাক্স ঃ ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০, দেখুন-www.myhmc.in
ডব্লুবি/ এইচএমসি / টিএন/ এসই / ১৩/ ২২-২৩ তারিখ ১০.০১.২০২৩
**ই-টেন্ডার নোটিস**
প্রস্তাবিত ফর্মে ই-টেন্ডার নোটিস আহ্বান করছেন সুপারিনটেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার, এইচএমসি ভাড়া করার জন্য ১টি ডি-৮০ বুলডোজার মেশিন, ১টি ইএক্স-২০০ এক্সক্যাভেটর মেশিন পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সহকারে জ্বালানি ও লুব্রিকেন্ট সহ পুরানো বিটিজি-তে ১ বছরের জন্য (২য় কল) হাওড়া পৌর নিগম এলাকা অধীন প্রতিষ্ঠিত, সম্পদশালী ও বিশ্বস্ত ঠিকাদারদের কাছ থেকে যাদের প্রভূত অভিজ্ঞতা রয়েছে একই ধরণের কাজে। অনুসারী বিস্তারিত তথ্যাবলী পাওয়া যাবে ই-টেন্ডার নোটিস ও ইই-২ বিভাগে/ https://wbtenders.gov.in। দরপত্র জমা (অনলাইন) বন্ধের তারিখ ঃ ০৯.০২.২০২৩ বিকাল ৫.০০ ঘটিকা পর্যন্ত। কোনরূপ কারণ উল্লেখ না করে কোন আবেদন গ্রহণ ও বাতিল করার অধিকার সংরক্ষিত রয়েছে এইচএমসি কর্তৃপক্ষের।
সুপারিনটেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার
হাওড়া পৌর নিগম
৩১৩(৩) /২২-২৩ ১১.০১.২০২৩

**উত্তর মধ্য রেলওয়ে**
G20
ই-প্রোকিওরমেন্ট টেন্ডার নোটিস নং. ২৩/ ০৩ তারিখ ঃ ১০.০১.২০২৩
**ই-প্রোকিওরমেন্ট টেন্ডার নোটিস**
ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে **প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, উত্তর মধ্য রেলওয়ে, প্রয়াগরাজ (একটি আইএসও ৯০০১ঃ২০০৫ শংসাপত্র প্রাপক সংস্থা)** আহ্বান করছেন উল্লেখিত ই-প্রোকিওরমেন্ট টেন্ডার।

| ক্রম | টেন্ডার নং. | বিস্তারিত বিবরণ | পরিমান | টেন্ডার খোলার তারিখ |
|---|---|---|---|---|
| ১. | ২০২২৩০২৯এ | ডব্লুএপি-৪ লোকোর জন্য বোলস্টার | ০৬টি | ৩০.০১.২০২৩ |

দ্রষ্টব্য ঃ ১. সম্পূর্ন বিস্তারিত তথ্যাবলী উপরোক্ত ই-প্রোকিওরমেন্ট টেন্ডারের পাওয়া যাবে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট যা হল -**https://www.ireps.gov.in** ।
**44/23 FA**
North central railways @CPRONCR @northcentralrailway www.ncr.indianrailways.gov.in

**পূর্ব রেলওয়ে**

**হাওড়া ডিভিশনের ৯টি যাত্রীবাহী স্পেশাল ট্রেনে ১১টি এসএলআর কম্পার্টমেন্টে এবং ৩টি যাত্রীবাহী স্পেশাল ট্রেনে ৩টি আরটিডিপিতে পার্সেল স্পেস লিজে দেবার জন্য ই-অকশন**

নং : কম/পার্সেল/লিজিং/ই-অক/২০২২, তারিখ ০২.০১.২০২৩। সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার-২, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, রেল যাত্রী নিবাস বিল্ডিং, হাওড়া স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। [illegible] (HWH-362/2022-23)

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway Eastern Railway Headquarter

**পূর্ব রেলওয়ে**

**হাওড়া ডিভিশনে চলাচল করা ১২ কোচের ইএমইউ রেক-এ ভিনাইল র‍্যাপিংয়ের মাধ্যমে বাণিজ্যিক প্রচার ও বিজ্ঞাপনের কাজে অধিকার প্রদানের জন্য ই-অকশন**

নং : সিএম/পিইউবি/ইএমইউ/এইচডব্লুএইচ/২২, তারিখ : ০৩.০১.২০২৩। [illegible] (HWH-364/2022-23)

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway Eastern Railway Headquarter

**পূর্ব রেলওয়ে**

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর : এসআরইই/০১/২৩/২, তারিখ ০৯.০১.২০২৩। [illegible] (STORES-82/2022-23)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway Eastern Railway Headquarter

# পণ্য আনলোডিঙে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের স্থির বিকাশ বহাল

মালিগাঁও, ১১ জানুয়ারি ঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে পণ্য আনলোডিঙের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে স্থির বৃদ্ধি পঞ্জীয়ন করে আসছে। বর্তমান আর্থিক বর্ষের এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ১০৮৭১টি পণ্যবাহী রেক আনলোড করেছে। বিগত বছরের একই সময়ের তুলনায় এই বৃদ্ধি ৯.৪৩ শতাংশ। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ডিসেম্বর, ২০২২ মাসে ১৩৩২টি পণ্যবাহী রেক আনলোড করেছে। এই ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় যা প্রায় ৩.৯০ শতাংশ অধিক। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে এফসিআই চাল, চিনি, লবণ, খাদ্য উপযোগী তেল, খাদ্য শস্য, সার, সিমেন্ট, কয়লা, শাকসবজি, ট্যাংক, কনটেইনারের মতো পণ্যসামগ্রী ও অন্যান্য সামগ্রী সংশ্লিষ্ট মাসে পরিবহণ করেছে এবং নিজস্ব অধিক্ষেত্রের অধীনে বিভিন্ন গুডস শেডে সেগুলি আনলোড করেছে।ডিসেম্বর, ২০২২ সময়সীমার মধ্যে অসমে ৬৯৪টি পণ্যবাহী রেক আনলোড করা হয়েছে, যার মধ্যে ৩৫৪টি রেকে অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী লোড ছিল। সংশ্লিষ্ট মাসে ত্রিপুরায় ১২৪টি রেক, নাগাল্যান্ডে ১৮টি রেক, মণিপুরে ৯টি রেক, অরুণাচল প্রদেশে ৭টি রেক ও মিজোরামে ৪টি রেক আনলোড করা হয়। এছাড়াও, সংশ্লিষ্ট মাসে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধিক্ষেত্রের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ২৪৩টি পণ্য রেক ও বিহারে ২৩০টি পণ্য রেক আনলোড করা হয়েছে।অত্যাবশ্যকীয় ও অন্যান্য পণ্য সামগ্রী শুধুমাত্র সাধারণ মানুষের চাহিদা পূরণের জন্য নয়, বরং তার পাশাপাশি সমগ্র অঞ্চলের অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে সক্রিয় রাখতেও নিয়মিত পরিবহণ করা হয়েছে।

# খিচড়ি মেলার জন্য উত্তর পূর্ব রেল প্রশাসনের প্রস্তুতি

গোরখপুর, ১১ জানুয়ারি ঃ গোরখপুরে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া খিচড়ি মেলায় বিপুল সংখ্যক ভক্তের আগমনের কথা মাথায় রেখে উত্তরপূর্ব রেল প্রশাসনের তরফ থেকে বিস্তৃত ব্যবস্থা করা হয়েছে। পূর্বাঞ্চল ও পার্শ্ববর্তী দেশ নেপালের বিভিন্ন জেলা থেকে বিপুল সংখ্যক ভক্তদের আগতদের সুবিধার্থে রেল প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। ০১-০১ ১৩ থেকে ১৬ জানুয়ারী, ২০২৩ পর্যন্ত গোরক্ষপুর-বারহনি এবং ১৪ থেকে ১৭ জানুয়ারী, ২০২৩ পর্যন্ত বাধনি-গোরখপুর এবং ১৪ থেকে ১৭ জানুয়ারী, ২০২৩ পর্যন্ত গোরখপুর-নৌতানওয়া এবং ১৩ জানুয়ারী থেকে নওতানওয়া-গোরখপুরের মধ্যে বিশেষ যাত্রী পরিষেবা চালু করা হয়েছে। ট্রেন চালানো হবে।

# হারিয়ে যাত্রীকে মোবাইল ফিরিয়ে দিল মেট্রোর আরপিএফ

১১ জানুয়ারি ঃ ০৯.০১.২০২৩ তারিখে প্রায় ১৯.০০ টায়, সেন্ট্রাল মেট্রো স্টেশনের একজন অনডিউটি আরপিএফ কর্মী স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে একটি মোবাইল ফোন খুঁজে পান। এই ফোনের কোনো দাবিদার খুঁজে না পেয়ে এবং যথাযথ নিরাপত্তা পরীক্ষা করার পর, তিনি এটি স্টেশন মাস্টারের অফিসে জমা দেন। তারপরে, স্টেশন মাস্টার বারবার ঘোষণা দিয়ে ফোনের মালিককে স্টেশন মাস্টারের অফিস থেকে সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন এবং এটির নিয়ন্ত্রণ বার্তাও সমস্ত স্টেশনে জানানো হয়েছিল। পরের দিন অর্থাৎ ১০.০১.২০২৩ তারিখে ০৮.২০ টায়, একজন যাত্রী স্টেশন মাস্টারের অফিসে এসে ফোনটির মালিকানা দাবি করেন। যথাযথ যাচাইবাছাই এবং সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার পর, ফোনটি তার হাতে তুলে দেওয়া হয়।

# রাজ্য পর্যটন নীতি ২০২৩-এ অনুমোদন মেঘালয় মন্ত্রিসভার

শিলং, ১১ জানুয়ারি ঃ রাজ্য পর্যটন নীতি ২০২৩-এ অনুমোদন দিয়েছে মেঘালয় মন্ত্রিসভা। আজ বুধবার রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে নয়া পর্যটন নীতির ওপর বিস্তারিত আলোচনা শেষে এতে সিলমোহর পড়েছে। মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কে সাংমা জানান, মেঘালয়ে পর্যটন ক্ষেত্রকে উৎসাহিত করতে ২০১১ সালের পর্যটন নীতির পরিবর্তন প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে এর আকার এবং পরিকাঠামোয় পরিবর্তন আনা হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শেষ পর্যটন নীতি তৈরি হয়েছিল ২০১১ সালে। এর পর থেকে পর্যটন শিল্প এবং এই ক্ষেত্র অনেক পরিবর্তিত হয়েছে। তাই আমার সরকার একে উন্নত করতে বর্তমান পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করেছে। তিনি আরও বলেন, নয়া পর্যটন নীতি পাস করতে রাজ্য সরকার অনেক আলোচনা পরামর্শ করেছে। ইতিমধ্যেই একে সর্বজনীন ডোমেনেও রাখা হয়েছে। কনরাড সাংমা বলেন, পর্যটন ক্ষেত্রের বর্তমান পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে সামগ্রিক সেক্টরকে একটি সঠিক আকার এবং কাঠামো দেওয়ার ধারণা করা রয়েছে। ট্যুরিজম সেক্টরে অনেক কিছুই ঘটছে। অথচ এগুলো নিয়মতান্ত্রিক কাঠামোয় হচ্ছে না। নয়া নীতির পুরো প্রক্রিয়াকে একটি সম্পূর্ণ রূপ দেওয়ার জন্য যা করণীয় তা আমরা করব, এতে পর্যটন ক্ষেত্রে উন্নতি ঘটবে, বলেন তিনি। তিনি আরও জানান, সাসটেইনেবিলিটি হল সেই দিক, যা আমাদের দেখা উচিত। বিশ্বের অনেক জায়গায় টেকসই পর্যটন নীতি রয়েছে, সেখানে নির্দিষ্ট নির্দেশিকার বলে পর্যটকরা কীভাবে নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে পরিদর্শন করতে পারেন।

# মেঘালয়ের মাওবাহ অগ্নিকাণ্ডে নিখোঁজ দুই শিশুর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে

শিলং, ১১ জানুয়ারি ঃ মেঘালয়ের মাওবাহে সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডে নিখোঁজ দুই শিশুর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কে সাংমা। মুখ্যমন্ত্রী জানান, গতকাল ১০ জানুয়ারি মাওবাহের বাড়িতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় .নিখোঁজ দুটি শিশুর জীবন্ত মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাটি খুবই মর্মান্তিক। তিনি জানান, বিধায়ক এবং জেলাশাসকের কাছে খবর পেয়ে আমি নিশ্চিত হয়েছি। অবশ্যই আমার দিক থেকে আমি গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখব এবং সেখানে পদ্ধতি এবং নিয়ম অনুযায়ী উপযুক্ত পদক্ষেপ নেব, বলেন মুখ্যমন্ত্রী সাংমা। কনরাড সাংমা বলেন, যা ঘটেছে তা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। ঘটনায় দুটি শিশু মারা গেছে। তাই তাদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানানো ছাড়া কিছুই নেই। তবে অবশ্যই সরকার সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তা করবে, যোগ করেন তিনি। উল্লেখ্য, গতকাল ১০ জানুয়ারি মাওবাহ এলাকায় বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ছয়টি বসতবাড়ি পুড়ে যাওয়ার পর দুটি শিশু নিখোঁজ হয়েছিল। পূর্ব খাসিপাহাড়ের পুলিশ সুপার রাঘবেন্দ্র কুমার এমজি জানান, শর্ট সার্কিটের ফলে আগুন একটি বাড়িতে লেগেছিল। ওই আগুন লাগোয়া বাড়িগুলিতে ছড়িয়ে পড়েছিল।

# আসাম পুলিশের পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব

গুয়াহাটি, ১১ জানুয়ারি ঃ রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে অসম পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে পর্যালোচনা সভা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা। আজ বুধবার দুপুরের দিকে গুয়াহাটির উলুবাড়িতে অবস্থিত অসম পুলিশের সদর দফতরে পরিবহণ মন্ত্রী অশোক সিংঘল, মুখ্যসচিব পবন কুমার বরঠাকুর, পুলিশপ্রধান (ডিজিপি) ভাস্করজ্যোতি মহন্ত, অসমের স্পেশাল ডিজিপি (আইনশৃঙ্খলা), ডিরেক্টর ভিজিল্যান্স অ্যান্ড অ্যান্টিকরাপশন জ্ঞানেন্দ্রপ্রতাপ সিং সহ পুলিশ প্রশাসনের বিভিন্ন শাখার শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনার বৈঠক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। বৈঠকে রাজ্যে সরকারি বিভিন্ন পদে নিয়োগ, নিরাপত্তা, অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, চলমান ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়া, অবৈধ জবরদখলকারীদের বিরুদ্ধে উচ্ছেদ অভিযান ইত্যাদি নানা বিষয়ে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা গৃহীত পদক্ষেপের তথ্য মুখ্যমন্ত্রীর সামনে তুলে ধরেছেন। সবার বক্তব্য শুনে প্রয়োজনীয় নির্দেশ ও পরামর্শ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

# বজরং দলের শম্ভু কৈরির খুনি সেলিমকে ফাঁসির দাবিতে বজালির পাঠশালায় মিছিল

পাঠশালা (অসম), ১১ জানুয়ারি ঃ বজরং দলের জনৈক কার্যকর্তা শম্ভু কৈরিকে নিশংসভাবে খুনের প্রতিবাদে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বিক্ষোভমিছিল সংগঠিত হচ্ছে। খুনিকে ফাঁসির দাবি সংবলিত স্মারকপত্র দেওয়া হচ্ছে সংশ্লিষ্ট মহকুমা ও জেলা প্রশাসনের হাতে।এরই অঙ্গ হিসেবে বজালির পাঠশালায় আজ এক প্রতিবাদী মিছিল বের করেছেন স্থানীয় বজরং দলের নেতাকর্মকর্তারা। তাঁরা 'জিহাদি সেলিম উদ্দিনকে ফাঁসি দিতে হবে', বজরং দল জিন্দাবাদ, শম্ভুর পরিবারের কাউকে সরকারি কর্মসংস্থাপন দিতে হবে. ঘটনার উপযুক্ত তদন্ত চাই' ইত্যাদি দাবি সংবলিত স্লোগানে এলাকার আকাশবাতাস গরম তুলেন মিছিলে অংশগ্রহণকারী বক্তরাও।। মিছিল শেষে বজরং দলের পক্ষ থেকে বিভিন্ন দাবির সংবলিত স্মারকপত্র ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, রবিবার রাতে বাজারিছড়া থানাধীন লোহারপাড়ায় মোটর স্ট্যান্ডে জনৈক মধু কৈরির একমাত্র ছেলে শম্ভু কৈরি (১৬)'কে মাছ কাটার দা দিয়ে কুপিয়ে খুন করেছে জনৈক মনাই মিয়ার ছেলে দশম শ্রেণির ছাত্র এনামুল হক ওরফে সেলিম (১৬)। এরা দুজনেই একই এলাকার বাসিন্দা। ঘটনার পর উত্তেজিত জনতা ঘাতকের বসতবাড়ি সহ স্থানীয় প্রায় ১২টি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে ভাঙচুর করেন। তবে স্থানীয় পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনী মাঠে নেমে ঘাতককে গ্রেফতারের আশ্বাস দেওয়ার পর পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে ঘটনার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে খুনিকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

# ঝাড়খণ্ডে এনকাউন্টারের সময় আইইডি বিস্ফোরণ, ৫ জওয়ান আহত

চাইবাসা, ১১ জানুয়ারি ঃ ঝাড়খণ্ডের পশ্চিম সিংভূম জেলায় মাওবাদীদের সঙ্গে এনকাউন্টারের চলাকালীন আইইডি ফেটে আহত হয়েছেন সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ)-এর ৫ জন জওয়ান। আহত জওয়ানদের উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, বুধবার পশ্চিম সিংভূম জেলার টেন্টোর রেংরা গ্রামে অনুসন্ধান অভিযান চলাকালীন আইইডি বিস্ফোরণ ঘটে। এই বিস্ফোরণে পাঁচজন সিআরপিএফ জওয়ান আহত হয়েছেন। চিকিৎসার জন্য রাঁচিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আহত জওয়ানদের। রেংরা গ্রামের সরজামবুরু এবং বাস্তোয়ার মধ্যে এই আইইডি বিস্ফোরণ ঘটেছে বলে জানা গিয়েছে। নকশালরা নিরাপত্তা বাহিনীকে লক্ষ্য করে এলাকায় ল্যান্ডমাইন বিছিয়েছে। গোটা এলাকায় চিরুনি তল্লাশি চলছে বলে জানা গিয়েছে।

# ১০ বছর বয়সি বাচ্চার দাঁতের অস্ত্রোপচার করলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১১ জানুয়ারি ঃ রাজধর্ম পালন করার পাশাপাশি আজ চিকিৎসক হিসেবে মানুষকে সেবা করার মহৎ ধর্ম অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পালন করলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা। দন্ত বিশেষজ্ঞ হিসেবে আজ তিনি একটি বাচ্চার দাঁতের অস্ত্রোপচার করেছেন। রোগী বর্তমানে সুস্থ আছে এবং আগামীকাল হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী আজ হাপানিয়াস্থিত ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ১০ বছরের এক বাচ্চার দাঁতের অস্ত্রোপচার করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। আগরতলা নিবাসী বিজেপি কার্যকর্তা সুকান্ত ঘোষের পুত্রসন্তান অকসিত ঘোষের দাঁতের অস্ত্রোপচার করেছেন তিনি। এবিষয়ে সুকান্তবাবু জানিয়েছেন, তাঁর ছোট ছেলের দাঁতের মাড়িতে সিস্ট হয়েছিল। ফলে, চিকিৎসক অস্ত্রোপচারের সাথে দুটি দাঁত তুলে ফেলে দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাই ভীষণ চিন্তায় পড়েছিলাম। বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীর সাথে আলোচনা করেছিলাম এবং তিনি নিজে অস্ত্রোপচার করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছিলেন। সুকান্তবাবু বলেন, ভীষণ ব্যস্ততা সত্ত্বেও আজ সকালে মুখ্যমন্ত্রী অস্ত্রোপচারের জন্য হাসপাতালে যান এবং অত্যন্ত দক্ষতার সাথে কাজ করে দেখান। ছেলের অস্ত্রোপচারের জন্য তিনি মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন। এদিন অস্ত্রোপচার সেরে মুখ্যমন্ত্রী ডা. সাহা বলেন, অতীতে অনেক এমন অস্ত্রোপচার করেছি। আজ মুখ্যমন্ত্রী হয়েছি ঠিকই, কিন্তু অনুভূতি ঠিক আগের মতোই রয়েছে। তিনি বলেন, আজ আমাকে হাসপাতালে দেখে সকলেই ভীষণ আপ্লুত হয়েছেন। জনৈক চিকিৎসক বন্ধু বলেছেন, আগের মতোই কাজ করতে সক্ষম আমি। কারণ, অস্ত্রোপচারের সময় একবারের জন্যও হাত কাঁপেনি আমার। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ব্যস্ততা ভীষণ, তবুও আজ সকাল ৯টায় অস্ত্রোপচারের জন্য পৌঁছে গিয়েছিলাম। এর পরই পোশাক পরে সোজা চলে যান অপারেশন থিয়েটারে। অস্ত্রোপচারও সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। রোগী সুস্থ রয়েছে এবং আগামীকাল তাকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হবে।

# ট্রাম্পের কার্যনির্বাহী উইসেলবার্গের ৫ মাসের কারাদণ্ড

ওয়াশিংটন, ১১ জানুয়ারি ঃ ট্যাক্স জালিয়াতির মামলায় অ্যালেন উইসেলবার্গকে পাঁচ মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। তিনি ট্রাম্প অরগানাইজেশনে দীর্ঘদিন কার্যনির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্বপালন করেছেন। মঙ্গলবার তার সাজা ঘোষণার পর উইসেলবার্গকে হাতকড়া পরিয়ে হেফাজতে নেওয়া হয়।ধারণা করা হচ্ছে, তাকে নিউইয়র্ক সিটির কুখ্যাত রাইকার্স আইল্যান্ড কারাগারে নিয়ে যাওয়া হবে বলে। ওয়েইসেলবার্গের পাঁচ মাসের কারাদণ্ডের বিষয়টি সামনে আসে আগস্টে। তখন তিনি ট্যাক্সবিষয়ক অপরাধ স্বীকার ও কোম্পানির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে রাজি হন। এছাড়া বিচারক জুয়ান ম্যানুয়েল মার্চানও ওয়েইসেলবার্গকে প্রায় দুই মিলিয়ন ডলার কর, জরিমানা ও সুদ প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন। ওয়েইসেলবার্গকে তার কারাদণ্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে পাঁচ বছরের প্রবেশন্ও শেষ করতে হবে। এর আগে প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পারিবারিক কোম্পানি কর ফাঁকির মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়। দেশটির একটি আদালত ট্রাম্প কর্পোরেশন ও ট্রাম্প পেরোল কর্পোরেশন নামের দুই কোম্পানিকে কর ফাঁকি ও ঘুষ প্রদানের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে।

# প্যারিসে ছুরি হামলায় জখম বহু

প্যারিস, ১১ জানুয়ারি ঃ ফ্রান্সের গেয়ার দু নর্দ রেল স্টেশনে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির ছুরি হামলা। জানা গিয়েছে, ঘটনায় সাতজন জখম হয়েছেন। সাতজনের মধ্যে একজনের আঘাত গুরুতর। আততায়ীকে ধরতে পুলিশ গুলি চালালে আরও আতঙ্ক তৈরি হয়।

## চলুন বেড়িয়ে আসি

# খনার শ্বশুরবাড়ি যাবেন, চলে আসুন ঘরের কাছে টাকিতে

এই বাংলায় অনেক ইতিহাস রয়েছে। তা না জানলে বা দেখলে বিশ্বাসই করা যাবে না। কলকাতার একেবারেই কাছে রয়েছে টাকি। সেখানেই রয়েছে সমস্ত ইতিহাস। এটি ঐতিহাসিক পর্যটন কেন্দ্র বলা যেতেই পারে।

শীতের ছুটিতে বাড়ির সকলকে নিয়ে সেই ইতিহাসের অলিতে গলিতে ঘুরে বেড়ানোর সুন্দর জায়গা টাকির চন্দ্রকেতু গড়। রাজপ্রাসাদ, ঘুমঘর, স্নানপুকুর সবই রয়েছে এখনও। তার ভগ্নাবশেষ পড়ে রয়েছে এই চন্দ্রকেতু গড়েরে আনাচে কানাচে। ঘরের কাছের পর্যটন কেন্দ্র চন্দ্রকেতুগড় কলকাতা থেকে কয়েকঘণ্টার পথ বেড়াচাঁপা। আর সেখানেই রয়েছে চন্দ্রকেতুগড়। একসময় যাঁর নাম ছিল দেউলিয়া। রাজা চন্দ্রকেতুর রাজধানী। সেই রাজা আর তার রাজ্যপাট না থাকলেও রয়ে গিয়েছে তার ভগ্নাবশেষ। সেই চন্দ্রকেতু গড়ে যেতে হলে মাত্র কয়েক ঘণ্টা সময় লাগবে। রেল এবং সড়ক উভয় পথেই অত্যন্ত সুগম বেড়াচাঁপা। তারকেশ্বরের মতো দূরত্ব নয়। কাজেই সকাল সকাল ব্যাগ গুছিয়ে বেড়িয়ে পড়ুন। আবার বিকেল বিকেল সন্ধেবেলায় বাড়িও ফিরে আসতে পারবেন।

কী আছে এই চন্দ্রকেতু গড়ে চন্দ্রকেতুগড় বলে এখন আর কেউ প্রায় চেনে না। সেখানকার বাসিন্দারাই কেবল মনে রেখেছে নামটি। এটি এখন বেড়াচাঁপা নামেই বেশি পরিচিত। কলকাতা থেকে যেতে মাত্র ২ ঘণ্টা সময় লাগে এই চন্দ্রকেতু গড়ে। বাংলার বিখ্যাত ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯০৯ সালে এসেছিলেন এই চন্দ্রকেতু গড়ে। তিনিই প্রথম এই চন্দ্রকেতুগড়ের ঐতিহাসিক সত্যতা প্রকাশ্যে আনেন। এখানে খনন কার্য চালিয়ে রাজা চন্দ্রকেতুর সময়ের একাধিক প্রত্নতাত্ত্বিক জিনিস পেয়েছিলেন। পাওয়া গিয়েছিল মৌর্য যুগের নিদর্শন। এমনকী কুষাণ, গুপ্ত এবং পাল রাজাদের আমলের নিরর্শনও রয়েছে এই চন্দ্রকেতু গড়।

বরাহমিহিরের ঢিবি এই চন্দ্রকেতু গড়ের কাছেই রয়েছে বরাহমিহিরের ঢিবি। রাজা বিক্রমাদিত্যের সভারত্ন ছিলেন বরাহমিহির। জ্যোতির্বিদ বরাহমিহিরের পুত্রবধূ ছিলেন খনা। সেই খনার কাহিনী সকলেরই প্রায় জানা। অব্যর্থ ছিল যার ভবিষ্যৎ বাণী। যা আজও খনার বচন নামে পরিচিত। চন্দ্রকেতুগড়ের মাটির তৈরি দুর্গের ভেতরেই রয়েছে এই বরাহ মিহিরের ঢিবি। প্রত্নতাত্ত্বিক খননে তা খুঁজে বের করে আনেছেন। তা সংরক্ষিত করে রাখা হয়েছে। কীভাবে যাবেন ট্রেনে চন্দ্রকেতু গড় আসা যায়। সময় লাগে মাত্র ২ ঘণ্টা। হাসনাবাদ বা বসিরহাট শাখার যেকোনও লোকাল ট্রেনে চড়ে নামতে হবে হাড়োয়া রোড স্টেশনে। আর গাড়িতে আসতে হলে টাকি রোড ধরে এগোতে হবে। বসিরহাট থেকে ২১ কিলোমিটার দূরে রয়েছে বেড়াচাঁপা মোড়। সেটাই চন্দ্রকেতুগড়। সেখানে অলিতে গলিতে ছড়িয়ে রয়েছে ইতিহাস। দেখবেন তো এখুনি চলে আসুন। ঘরের কাছের ইতিহাসকে জেনে নিন।

# শীতে লাল কাঁকড়ার দল দেখতে আসুন দক্ষিণ পুরুষোত্তমপুর সমুদ্র সৈকতে

ঠান্ডায় পাহাড় নয় সমুদ্রে যেতেই বেশি পছন্দ করছেন অনেকে। তাতে যদি ঠান্ডার কাঁপুনি থেকে বাঁচা যায়। যাঁরা সমুদ্রে বেড়াতে যেতে আগ্রহী অথচ দিঘাপুরী যেতে নারাজ তাঁদের জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে লাল কাঁকড়ার দেশ। দিঘাশঙ্করপুরের কাছেই রয়েছে দক্ষিণ পুরুষোত্তমপুর সমুদ্র সৈকত। একেবারে নির্জন। ভিড় নেই। সমুদ্র সৈকতে ঘুরে বেড়ায় লাল কাঁকড়ার দল। দেখলে ভালো লাগবে। শীতকালে তো বেশি দেখা যায় তাদের। দক্ষিণ পুরুষোত্তমপুর দিঘামন্দারমনি এখন ভিড়ে ঠাসা। মেলায় ঘোরা আর দিঘার সৈকতে ঘোরা দুটোই সমান জিনিস হয়ে গিয়েছে। কাজেই দিঘা অনেকেই আর যেতে চাইছেন না। তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছে একেবারে নিরিবিলি একটা জায়গা দক্ষিণ পুরুষোত্তমপুর। একেবারে নিরিবিলি একটা সমুদ্র সৈকত। অনেক পর্যটকই এখনও জানেন না পূর্বমেদিনীপুরের এই জায়গাটির কথা। অথচ নিরিবিলি শান্ত এই সমুদ্র সৈকতে গেলে মন ভরে যাবে পর্যটকদের।

লাল কাঁকড়ার দেশ বলা হয় পুরুষোত্তমপুরের সমুদ্র সৈকতকে। এখানে শীতকালে অসংখ্য লাল কাঁকড়া দেখা যায় সমুদ্র সৈকতে। স্থানীয়রা একে বলে লাল কাঁকড়ার বিচ। জনহীন সমুদ্রকেই এই লাল কাঁকড়া বেছে নেয়। শীতের দুপুরে নাকি পালে পালে লাল কাঁকড়া সমুদ্র থেকে উঠে আসে। রোদ পোয়ানোর মতই সমুদ্রের বালিয়াড়িতে ঘুরে বেড়ায় তারা। এক বিরল দৃশ্য। যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই কেবল আঁচ করতে পারবেন সেই সুন্দর অভিজ্ঞতার কথা। বালির মধ্যেই বাসা করে থাকে এই লাল কাঁকড়াগুলি। বেলা গড়ালেই তারা দলে দলে সমুদ্রের দিকে ছুটে চলে। কীভাবে যাবেন দিঘা শঙ্কর পুর যাওয়ার রাস্তাতেই রয়েছে দক্ষিণ পুরষোত্তমপুরের যাওয়ার

রাস্তা। দিঘা থেকে ২৫-২৬ কিলোমিটার দূরে দক্ষিণ পুরুষোত্তমপুর। গাড়ি যাওয়ার সুন্দর রাস্তা রয়েছে এখানে যাওয়ার। কাজেই কলকাতা থেকে যাঁরা গাড়ি নিয়ে যেতে চান তাঁরা দিঘা শঙ্করপুর হয়ে পৌঁছে যেতে পারবেন দক্ষিণ পুরুষোত্তমপুরে। এক দিনে দুই পাখি মারা হয়ে যাবে। দিঘাও দেখা হয়ে যাবে আবার পুরুষোত্তমপুরের মত নির্জন সমুদ্র সৈকতও দেখা হয়ে যাবে। কোথায় থাকবেন জেনে- রামকৃষ্ণ আশ্রম রয়েছে। ব্যারাকপুরের বিবেকানন্দ মঠের শাখা এটি। সেখানে অতিথি নিবাসে থাকা যেতে পারে। তবে এখানে আসার আগে ফোন করে ঘর বুক করে নিতে হবে। আগে থেকে ফোন করে এলে এখানে খাবার পাওয়া যাবে। সবচেয়ে সস্তার থাকার জায়গা। খুব কম খরচে খাওয়া এবং থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। তবে পাঁচ তারা হোটেলের সুবিধা এখানে মিলবে না ঠিকই কিন্তু সব সুবিধা পাবেন। খাবারও খুব ভাল মানের। তাই অপেক্ষা না করে চলে আসুন।

# রাজামৌলির সেরা সঙ্গীত বিভাগে গোল্ডেন গ্লোবস পুরস্কার জিতল 'নাটু নাটু'

মুম্বই, ১১ জানুয়ারি ঃ এস এস রাজামৌলির মুকুটে নতুন পালকের সংযোজন। রাজামৌলির পরিচালনায় গত বছর মার্চ মাসে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছিল 'আরআরআর' ছবিটি। এই ছবির গান 'নাটু নাটু' গোল্ডেন গ্লোবস পুরস্কারে সেরা গানের শিরোপা জিতে নিল। এই বিভাগে টেলর সুইফ্‌ট এবং লেডি গাগার মতো গায়কদের টেক্কা দিয়েছে রাহুল সিপলিগুঞ্জ এবং কলা ভৈরবের গাওয়া 'নাটু নাটু'। গোল্ডেন গ্লোবস পুরস্কারের জন্য সেরা সঙ্গীত বিভাগে মনোনীত হয়েছিল গুলেরমো দেল তোরো পরিচালিত 'পিনোচিও' ছবির 'চায়ো পাপা' গানটি। এ ছাড়াও তালিকায় ছিল টেলর সুইফ্‌টের কণ্ঠে 'ক্যারোলিনা', লেডি গাগার কণ্ঠে 'টপ গান ম্যাভেরিক' ছবির 'হোল্ড মাই হ্যান্ড', 'ব্ল্যাক প্যান্থার ওয়াকান্ডা ফরএভার' ছবির 'লিফট মি আপ' গানটি। কিন্তু এমএম কিরাভানি, কলা ভৈরব এবং রাহুল সিপলিগুঞ্জের কণ্ঠে 'নাটু নাটু' গানটি সকলের মন কেড়েছে শেষমেশ।

# উন্নয়নমূলক কাজের জন্য শালিমার স্টেশনে ট্রেনের টার্মিনাল ও রেগুলেশনে পরিবর্তন

১১ জানুয়ারিঃ ১৩.০১.২০২৩ থেকে ১৬.০১.২০২৩ (চার দিন) খড়্গপুর বিভাগের শালিমার স্টেশনে ইয়ার্ড রিমডেলিং কাজের সাথে সম্পর্কিত নন-ইন্টারলকিং কাজের পরিপ্রেক্ষিতে, নিম্নলিখিত ট্রেন পরিষেবাগুলি নিরূপ নিয়ন্ত্রিত হবেস্থাপ ট্রেনের টার্মিনালে পরিবর্তন (শালিমারের পরিবর্তে হাওড়া

থেকে ছাড়তে) ১২৮৪১ শালিমার-এমজিআর চেন্নাই সেন্ট্রাল করোমন্ডল এক্সপ্রেস ১৩.০১.২০২৩ থেকে ১৬.০১.২০২৩ পর্যন্ত শালিমার ছেড়ে যাওয়ার জন্য নির্ধারিত হয়েছে শালিমারের পরিবর্তে হাওড়া থেকে ছাড়বে। ১২১০২ শালিমার-এলটিটি জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেস ১৫.০১.২০২৩ তারিখে শালিমার ছেড়ে যাওয়ার জন্য নির্ধারিত এবং ১৬.০১.২০২৩ শালিমারের পরিবর্তে হাওড়া থেকে ছাড়বে। ১২৯০৬ শালিমার-পোরবন্দর এক্সপ্রেস ১৩.০১.২০২৩ তারিখে শালিমার ছাড়বে এবং ১৪.০১.২০২৩ শালিমারের পরিবর্তে হাওড়া থেকে ছাড়বে। ১২১৫২ শালিমার-এলটিটি সমরসতা এক্সপ্রেস ১৩.০১.২০২৩ তারিখে শালিমার ছেড়ে যাওয়ার জন্য নির্ধারিত এবং ১৪.০১.২০২৩ শালিমারের পরিবর্তে হাওড়া থেকে ছেড়ে যাবে শালিমারের নির্ধারিত সময় অনুযায়ী টার্মিনাল হাওড়া থেকে ছাড়বে। Dn ট্রেনের টার্মিনালে পরিবর্তন (শালিমারের পরিবর্তে হাওড়ায় শেষ করতে) ১২৮৪২MGR চেন্নাই সেন্ট্রাল-শালিমার করোমন্ডল এক্সপ্রেস ছেড়ে যাওয়া MGR চেন্নাই সেন্ট্রাল ১২.০১.২০২৩ থেকে ১৫.০১.২০২৩ পর্যন্ত শালিমারের পরিবর্তে হাওড়ায় শেষ হবে ১২১০১LTT-শালিমার জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেস ১৩.০১.২০২৩ এবং ১৪.০১.২০২৩ তারিখে LTT ছেড়ে শালিমারের পরিবর্তে হাওড়ায় শেষ হবে ১২৯০৫ পোরবন্দর-শালিমার এক্সপ্রেস ১১.০১.২০২৩ এবং ১২.০১.২০২৩ তারিখে পোরবন্দর ছেড়ে শালিমারের পরিবর্তে হাওড়ায় শেষ হবে ১২১৫১ LTT-শালিমার সমরসতা এক্সপ্রেস LTT ছেড়ে ১১.০১.২০২৩ এবং ১২.০১.২০২৩ শালিমারের পরিবর্তে হাওড়ায় শেষ হবেনেএক্সপ্রেস ট্রেন বাতিল ১২৮৮৭ পুরী-শালিমার এক্সপ্রেস ১৫.০১.২০২৩ তারিখে বাতিল থাকবে। ১২৮৮৭ শালিমারপুরী এক্সপ্রেস ১৬.০১.২০২৩ তারিখে বাতিল থাকবে। ২০৮৩২ সম্বলপুর-শালিমার এক্সপ্রেস ১২.০১.২০২৩ এবং ১৫.০১.২০২৩ তারিখে বাতিল থাকবে। ২০৮৩১ শালিমার-সম্বলপুর এক্সপ্রেস ১৩.০১.২০২৩ এবং ১৬.০১.২০২৩ তারিখে বাতিল থাকবে। ১২৮৯৬ পুরী-শালিমার এক্সপ্রেস ১২.০১.২০২৩ তারিখে বাতিল থাকবে। ১২৮৯৫ শালিমার-পুরী এক্সপ্রেস ১৩.০১.২০২৩ তারিখে বাতিল থাকবে। ২২৮০৪ সম্বলপুর-শালিমার এক্সপ্রেস ১৩.০১.২০২৩ তারিখে বাতিল থাকবে ২২৮০৩ শালিমার-সম্বলপুর এক্সপ্রেস ১৪.০১.২০২৩ তারিখে বাতিল থাকবে।

# গঙ্গাসাগরে মেলাপ্রাঙ্গণ থেকেই 'বাংলার মন্দির দর্শন'করতে পারবেন সকলে

গঙ্গাসাগর মেলায় নতুন আকর্ষণ 'বাংলার মন্দির দর্শন'। তীর্থযাত্রীরা বাংলার ঐতিহ্যশালী মন্দিরগুলি দর্শন করতে পারবেন এই সাগর মেলাতেই। মেলার যাত্রাপথের বিভিন্ন স্থানে থাকছে বাংলার বেশ কিছু আদি মন্দির ও দেবদেবীর প্রি ভি মডেল। পাশাপাশি গতবারের মতো এবারও গঙ্গাসাগর সমুদ্রতটে অনুষ্ঠিত হবে 'সাগর আরতি'। তবে এবার আর একদিন নয়, মেলাপ্রাঙ্গনে তিন দিনের বিশেষ 'সাগর আরতি'র আয়োজন করা হয়েছে।গঙ্গাসাগর মেলায় দেশবিদেশ থেকে আসা পুণ্যার্থীদের মধ্যে অনেকেই বাংলার ঐতিহ্যশালী মন্দির, তীর্থস্থানগুলি দর্শনের পরিকল্পনা করেন। কিন্তু সময়ের অভাবে ও যাতায়াতের অসুবিধার জন্য সেই ইচ্ছেপূরণ হয় না। সেই কথা মাথায় রেখে এবার দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা প্রশাসন মেলা চত্বরেই বাংলার ঐতিহ্যমণ্ডিত মন্দির ও তীর্থস্থানগুলি দর্শন করানোর উদ্যোগ নিয়েছে। কালীঘাট মন্দির, দক্ষিণেশ্বর, তারাপীঠ, তারকেশ্বরের মন্দিরসহ অন্যান্য তীর্থক্ষেত্রগুলি মেলা চত্বরে দর্শন করতে পারবেন তীর্থযাত্রীরা।সূত্র বলছে, প্রবেশ ও বহির্গমনের পথে বাঁশকাঠ দিয়ে তৈরি হবে মন্দিরগুলির প্রতিলিপি। এই রেপ্লিকা তথা প্রতিলিপি তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কলকাতার বিভিন্ন মণ্ডপের প্রস্তুতকারকরা। বানানো হবে কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর, তারাপীঠ, তারকেশ্বর ও মালদহের জহুরী কালীমন্দির। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা জানিয়েছেন, গঙ্গাসাগর মেলার যাত্রাপথের থাকছে বাংলার বেশ কিছু আদি মন্দির ও দেবদেবীর থ্রিডি মডেল। এবারেই প্রথম সমুদ্রতটে বিশেষ সাগর আরতি হবে তিনদিনই। ১২, ১৩ ও ১৪ জানুয়ারি প্রতি সন্ধ্যায় সাগরতটে হবে এই সন্ধ্যা আরতি। ১৪ জানুয়ারি থাকছে মহাসাগর আরতির আয়োজন। এদিন ১০০ টাকি সহযোগে এবং বাংলার ঐতিহ্যবাহী পোশাকে সজ্জিতা ১০০ জন মহিলা ও ৪০ জন পণ্ডিত অংশ নেবেন এই আরতিতে। সুসজ্জিত শোভাযাত্রার মাধ্যমে সাগরসঙ্গমে এসে সমবেত হবেন তাঁরা। শুরু হবে মহা সাগর আরতি। পণ্ডিতদের কণ্ঠে পবিত্র বেদ মন্ত্রোচ্চারণে এবং শত ঢাকের বাদ্যি, শতাধিক মহিলার সম্মিলিত শঙ্খনাদ ও প্রদীপশিখার অনির্বাণ আলোকে চলবে সেই মহাসাগর আরতি। এছাড়াও এবারও গঙ্গাসাগর মেলায় থাকছে ই-স্নান ও ই-পুজোর ব্যবস্থা।

## Name Change

I, ISLAM SK(OLD NAME) S/oKORBAN SEKH residing at Vill-Lakshmikantapur, PO-Dosatina, PS-Bishnupur, Dist-24 Pgs(S), Pin-743503, WB, India, I have changed my name (shall henceforth be known as)ISLAM ALI SEKH, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 11/01/2023. ISLAM SK and ISLAM ALI SEKH all are same and one identical person.

## Name Change

I, BINOD MONDAL (OLD NAME) S/oR MONDAL(Old Name) residing at 115 DUTTABAD ROAD SECTOR -1 SALT LAKE,24 PARGANAS NORTH WB 700064, I have changed my & my father's name (shall henceforth be known) VINOD MONDAL S/o RAGHU MANDAL, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 11/01/2023. BINOD MONDALS/oR MONDAL and VINOD MANDAL S/o RAGHU MANDAL all are same and one identical person.

## Name Change

I, SHYAMSUNDAR MAIYA (old name) S/O KIRORI MAL MAIYA resident of Mangtu Ram Compound, Siliguri Bazar, PS-Siliguri, Pin-734005WEST BENGAL, India I have changed myname to (shall henceforth be known as)SHYAM MAIYA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 11/01/2023. SHYAMSUNDAR MAIYA and SHYAM MAIYAall are same and one identical person.

## Name Change

I, ABBAS ALI(old name) S/O MEHER ALI resident of 215, Bankra, PO-Birati, Dist-North 24 Parganas, Kolkata-700051WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as)ABBAS ALI SHEIKH, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 20/12/2022. ABBAS ALI and ABBAS ALI SHEIKH all are same and one identical person.

## Name Change

I, SOUMENDRA KUMAR NAYAK(old name) S/O YASHOBANTA NAIK resident of 39, Kalikrishna Tagore Street, Kolkata-700007WEST BENGAL, India I have changed myname to (shall henceforth be known as)SAUMENDRA KUMAR NAIK, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Metropolitan Magistrate at Calcutta on 26/12/2022. SOUMENDRA KUMAR NAYAK and SAUMENDRA KUMAR NAIKall are same and one identical person.

## Name Change

I, MOHAMMED ALIM MONDAL(old name) S/O ICHHAHAQUE MONDAL resident of Pat-uli, Begopara, Ranaghat-II, Nadia, Pin-741256WEST BENGAL, India I have changed myname to (shall henceforth be known as)ALIM MONDAL, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 11/01/2023. MOHAMMED ALIM MONDAL and ALIM MONDAL all are same and one identical person.

## Name Change

I Hasan Ali Mondal S/O Ah Rahaman Mandal, resident of Vill. & P.O.-Makhalgachha, P S.-Hasnabad, Dist.- North 24 Parganas, West Bengal - 743422, shall henceforth be known as " HASAN ALI MONDAL S/O ABDUR RAHAMAN MONDAL" vide an affidavit before the notary Public at Basirhat, North 24 Parganas on 10/01/2023. both HASAN ALI MONDAL S/O AH RAHAMAN MANDAL and HASAN ALI MONDAL S/O ABDUR RAHAMAN MONDAL is the same and identical person.

# কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী কপিল মোটেশ্বর পাটিলকে কালো পতাকা দেখিয়ে গো-ব্ল্যাক স্লোগান তুলে বিক্ষোভ বাসিন্দাদের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১১ জানুয়ারি ঃ কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী কপিল মোটেশ্বর পাটিলকে কালো পতাকা দেখিয়ে গো-ব্ল্যাক স্লোগান তুলে বিক্ষোভ দেখালেন ভুতনি থানার উত্তর চন্ডিপুর গ্রামের শতাধিক বাসিন্দারা। বুধবার দুপুরে উত্তর চন্ডিপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা সহ পঞ্চায়েত স্তরের বিভিন্ন কাজের তদারকিতে যান কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী কপিল মোটেশ্বর পাতিল । এদিন গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে যেতেই মন্ত্রীর সামনে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন গ্রামবাসীরা। তাঁদের অভিযোগ, গঙ্গা ভাঙনের জেরে উদ্বাস্তু হয়েছে কয়েকশো পরিবার। তাদের অধিকাংশই আবাস যোজনার সুযোগ পায় নি। এদিন বলা হয়েছিল মন্ত্রী নাকি গ্রামবাসীদের কথা শুনবেন। কিন্তু সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পৌঁছাতেই কাউকে ধারে কাছে ঘেঁষতে দেওয়া হয়নি। আর তাতেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন গ্রামবাসীরা। তাঁদের বক্তব্য, মন্ত্রীর সামনে নিজেদের সমস্যার কথা তুলে ধরতে পারলাম না। তাহলে মন্ত্রীর এখানে এসে কাজ কি। নিশ্চিদ্র নিরাপত্তা এবং পুলিশের সামনেই গ্রামবাসীরা কালো পতাকা নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে স্লোগান দিয়ে বিক্ষোভ দেখান। এমনকি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কনভয়ের সামনে কালো পতাকা নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন ক্ষিপ্ত গ্রামবাসীরা । দীর্ঘচেষ্টার পর ভুতনি থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। উত্তেজিত জনতার রাস দেখে অবশেষে মন্ত্রী কোন কথা না বলেই ওই এলাকা ছেড়ে কনভয় নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। উল্লেখ্য, মঙ্গলবার সকালে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনে করে দুই দিনের সফরে মালদায় পৌঁছান কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী কপিল মোটেশ্বর পাটিল। মঙ্গলবার দিন বিজেপির মালদা জেলা কার্যালয়ে একটি সাংবাদিক বৈঠক করেন। এরপরে ওই দিনই প্রশাসনিক স্তরে বৈঠক করার কথা থাকলেও সেটি বাতিল হয়ে যায়। এরপরই বুধবার দুপুরে পঞ্চায়েত স্তরের কাজকর্ম খতিয়ে দেখতে মানিকচক বিধানসভা কেন্দ্রের ভুতনি থানার অন্তর্গত উত্তর চন্ডিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে যান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ইংরেজবাজার বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী, মানিকচকের বিজেপি নেতা তথা প্রাক্তন জেলা পরিষদের সভাধিপতি গৌড়চন্দ্র মন্ডল সহ অন্যান্যরা। এদিকে স্থানীয় গ্রামবাসীদের বক্তব্য, এলাকায় পৌঁছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিজের সম্বর্ধনা নিতেই ব্যস্ত। গ্রামবাসীদের সঙ্গে কোনরকম ভাবে তিনি কথা বলেন নি। কারো সমস্যার বিষয়ে এতোটুকুও জানতে চান নি। এতেই ক্ষোভ ছড়াতে শুরু করে। নিজের মতো মন্ত্রী এসে পঞ্চায়েত অফিসে দু-একজন বিজেপি নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলেই বেরিয়ে চলে যান। তখনই বিক্ষোভের আঁচ মন্ত্রীর সামনে উপচে পড়ে। বিক্ষোভকারী গ্রামবাসী সাইদুল শেখ, একরামুল শেখদের বক্তব্য, আজকে আমরা গঙ্গার ভাঙ্গনে উদ্বাস্তু। কেন্দ্র সরকারের অন্তর্গত ফারাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার জেরে গঙ্গার ভাঙ্গন বিগত দিনে রোধ করা যায়নি । ফলে ভিটেমাটি হারিয়ে বহু পরিবার যে যার মত আশ্রয় নিয়ে রয়েছে। সেক্ষেত্রে পঞ্চায়েত স্তরে আবাস যোজনায় আমাদের ঘর পাওয়ার কথা। কিন্তু তা এখনও পায় নি। এই কথায় আমরা মন্ত্রীকে বলতে এসেছিলাম। কিন্তু উনি আমাদের কথাই শুনতে চান নি । নিজের মত পঞ্চায়েত অফিসে এসে গুটি কয়েক সম্বর্ধনা নিয়ে বেরিয়ে যান। তাহলে সকাল থেকে আমাদের এই পঞ্চায়েত অফিসে বসিয়ে রাখা হল কেন। তা নিয়েই মানুষের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। আমরা চাই না এরকম কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে। তার জন্যই মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে কালো পতাকা দেখিয়ে গো-ব্যাক স্লোগান শুনিয়েছে। যদিও পরিস্থিতি বেগতিক দেখে কিছু মানুষের হাত থেকে আবাস যোজনা আবেদন পত্র মন্ত্রী নিজেই তড়িঘড়ি কনভয়ে করে বেরিয়ে পড়েন। বিজেপির জেলার সাধারণ সম্পাদক তথা মানিকচক বিধানসভা সাংগঠনিক নেতা গৌড় চন্দ্র মন্ডল জানিয়েছেন, বিক্ষোভ নয়, এখানে মানুষের কথা শুনতে মন্ত্রী এসেছিলেন । কিন্তু তৃণমূলের চক্রান্তে হঠাৎ করে একটা উত্তেজনা পরিস্থিতি তৈরি করার চেষ্টা করা হয়েছিল। মন্ত্রী সকলের কথা শুনেছেন। মানিকচকের তৃণমূল দলের বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র বলেন, রাজ্য সরকারের উন্নয়নের জেরেই আজ ভুতনির সেতু তৈরি হয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো হয়েছে। মানুষ ঘর পাচ্ছে। আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে বিজেপির অযথা এলাকায় উত্তেজনা তৈরি এই পরিকল্পনা করেছিল। মানুষ উন্নয়নের পক্ষে আছে বলেই তারা তাদের মতামত পেশ করেছে।

# বাঁকুড়ায় হাতির হানায় মৃত্যু ২ জনের,পরিস্থিতি সামাল দিতে জরুরী বৈঠক জেলা প্রশাসনের

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১১ জানুয়ারি ঃ বাঁকুড়ায় পৃথক দু'টি হাতির হানায় একই রাতে প্রাণ গেল এক মহিলা সহ-দু'জনের। মৃত দু'জনের নাম মঙ্গল বাউড়ি (৪৫) এবং তুলসী বটব্যাল (৬৫)। স্থানীয় সূত্রে খবর, মঙ্গলের বাড়ি বাঁকুড়ার বেলিয়াতোড় থানার অন্তর্গত সংগ্রামপুর গ্রামে। মঙ্গলবার রাতে অসুস্থ স্ত্রীর জন্য ওষুধ কিনতে স্থানীয় বাঁধকানা বাজারে যান মঙ্গল। ওষুধ কিনে বাড়ি ফেরার পথে বাঁধকানা জঙ্গলে দিঘির পাড়ে একটি হাতি তাকে আক্রমণ করে। সেখানেই প্রাণ হারান তিনি। রাস্তার ধারে একটি সর্ষের ক্ষেত থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার করেন স্থানীয়রা। অন্যদিকে, মঙ্গলবার গভীর রাতে বড়জোড়া থানার খাঁড়ারি অঞ্চলের ঝরিয়া গ্রামে হাতির হানায় মৃত্যু হয়েছে তুলসী বটব্যাল নামে এক মহিলার। স্থানীয় সূত্রে খবর, বাড়িতে হানা দিয়ে ওই মহিলাকে বাড়ির বাইরে টেনে এনে পায়ে পেঁতলে দেয় একটি দাঁতাল হাতি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তুলসীর। বড়জোড়া এবং বেলিয়াতোড় থানার পুলিশ মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে পাঠিয়েছে। একই রাতে পৃথক দুটি জায়গায় হাতির হানায় মৃত্যুর ঘটনায় স্বাভাবিক ভাবেই এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। এই ঘটনার পর বড়জোড়া বেলিয়াতোড় রেঞ্জ অফিসের সামনে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকার বাসিন্দারা। হাতির হানায় মৃত্যু, জনরোষ ঠেকাতে বুধবার সকালেই তড়িঘড়ি বৈঠকে বসেন জেলা প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিরা। বেলিয়াতোড় বন দপ্তরের অতিথি আবাসে অনুষ্ঠিত বৈঠকে মুখ্য বন আধিকারিক এস কুলানডাইভাল, পুলিশ সুপার বৈভব তেওয়ারী, সদর মহকুমা শাসক, বড়জোড়ার বিডিও, বেলিয়াতোড়, বড়জোড়া ও বাঁকুড়া সদর এই তিন থানার আই সি উপস্থিত ছিলেন। হাতির হানা এবং উদ্ভূত পরিস্থিতি সামাল দেওয়া নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সোনামুখী, বেলিয়াতোড়। বনাঞ্চলে হাতিদের গতিবিধি লক্ষ্য রাখতে পুলিশের সহযোগিতায় বনকর্মীদের বিশেষ টিম গঠন ও মাইকিং করে হাতিদের গতিবিধি জানিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই সময় রাত্রিতে বনের ভিতর যাতায়াত বন্ধ রাখার ও বড়জোড়া শিল্পতালুকে কর্মরত কর্মীদের হাতি উপদ্রুত এলাকায় রাত্রিতে যাতায়াত না করার পরামর্শ দিয়েছেন তারা। এইবিষয়ে শিল্পতালুকের কর্তৃপক্ষকে বিশেষ নজর দেওয়ার আবেদন জানান হয়। বৈঠক শেষে বন আধিকারিককে সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন তারা।

# দিদির দূত কর্মসূচির সূচনা জামালপুরে

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব বর্ধমান, ১১ জানুয়ারি ঃ দলীয় নির্দেশ মেনে আজ সারা রাজ্য জুড়ে শুরু হলো দিদির দূত কর্মসূচি। পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরের আজ আবুইঝাটি ১ ও ২অঞ্চলে শুরু হলো এই কর্মসূচি। আবুইঝাটি ২ অঞ্চলের গোপালপুর মুক্তকেশী মন্দিরে ও আবুইঝাটি ২ অঞ্চলে পশ্চিম মধ্য পাড়ায় দুর্গা মন্দিরে পুজো দিয়ে এই কর্মসূচির সূচনা করেন। সূচনা করেন বিধানসভার বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি, তৃণমূলের ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ভূতনাথ মালিক, সহ সভাপতি দেবু হেমব্রম, মহিলা নেত্রী মিঠু মাঝি, জয় হিন্দ বাহিনীর সভাপতি সাহাবুদ্দিন মন্ডল, আই এন টি টি ইউ সি এর সভাপতি তাবারক আলী মন্ডল, সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি ওয়াসিম সরকার, এস সি সেলের সভাপতি উত্তম হাজারী, জৌগ্রাম অঞ্চল সভাপতি মৃদুল কান্তি মন্ডল, বেরুগ্রাম অঞ্চল সভাপতি সাহাবুদ্দিন শেখ, আবুইঝাটি ১ অঞ্চল সভাপতি তরুণ কুমার দা সহ সকল শাখা সংগঠনের সভাপতি , আবুইঝাটি ১ পঞ্চায়েতের প্রধান আশরাফ আলী সহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ। এদিন বিধায়ক, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, ব্লক সভাপতি সহ অন্যান্যরা স্থানীয় আবুইঝাটি সাবিত্রী দেবী বিদ্যালয়ে যান। এরপর তারা আবুইঝাটি ১ অঞ্চলে স্পোর্টস দেখতে উপস্থিত হন সেখান বাচ্চাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

দিদির দূত হয়ে যারা কাজ করবেন তাদের হাতে দিদির দূত কিট তুলে দেওয়া হয়। পরে তারা আবুইঝাটি ১ পঞ্চায়েতে গিয়ে একটি বৈঠক করে এদিনের কর্মসূচি শেষ করেন। বিধায়ক ও ব্লক নেতৃত্ব কে সামনে পেয়ে উজ্জীবিত হয়েছেন ওই অঞ্চলের দলীয় কর্মী সমর্থকরা।

# চেঞ্জ ডট ওআর জি অনলাইন পিটিশনে বিশ্বভারতী উপাচার্যর বিরুদ্ধে স্বাক্ষর করলেন নোম চমস্কি

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ১১ জানুয়ারি ঃ চেঞ্জ ডট ওআর জি অনলাইন পিটিশনে বিশ্বভারতী উপাচার্যর বিরুদ্ধে স্বাক্ষর করলেন আমেরিকার বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ নোম চমস্কি। উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর দমন পীড়ন নীতির বিরুদ্ধে ঘরে বাইরে এভাবে গড়ে উঠলো ঐক্যবদ্ধ জনমত। চেঞ্জ ডট ওআর জি - র মাধ্যমে সারা দেশ ও বিদেশের একাডেমিক কমিউনিটির মধ্যে ইতিমধ্যে এই প্রচেষ্টা রীতিমতো আলোড়ন তুলেছে। এই পিটিশনে নোম চমস্কির মতো দেশ - বিদেশের বিখ্যাত শিক্ষাবিদ সাক্ষর করেছেন। যাঁদের সংখ্যা তেরোশো সাতাশি। এই পিটিশন সাতশো একানব্বই জন শেয়ার করেছেন। যাঁরা সাক্ষর করেছেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন নোবেল জয়ী অমর্ত্য সেনের মেয়ে অন্তরা দেব সেন, প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ প্রভাত পটনায়েক, ঈশ্বর পটনায়েক, তৃণমূল সাংসদ জহর সরকার, ইউএসএর ম্যাসাচুসিটস বিশ্ববিদ্যালয়ের জয়তী ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তিত্ব। সেখানে তাঁরা জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী তথা বর্তমানে বহিস্কৃত অধ্যাপক সুদীপ্ত ভট্টাচার্য্য এবং শাস্তি প্রাপ্ত পড়ুয়াদের পক্ষে জোর সওয়াল করেছেন। তাঁরা উপাচার্যর বেআইনি কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। দেশ বিদেশের বিখ্যাত মানুষরা একসঙ্গে জোট বাঁধায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য বা পরিদর্শক কি পদক্ষেপ নেন সেটাই দেখার। সাংসদ জহর সরকার বহুবার বিশ্বভারতীর ক্ষেত্রে বহুদলীয় প্রতিনিধি সমন্বয় কমিটির তদন্ত চেয়েছেন। কোনো অজ্ঞাত কারণে তা আজও ফলপ্রসূ হয় নি। এবার এই পিটিশনের দিকে তাকিয়ে ন্যায়কামী মানুষ। উল্লেখ্য, উপাচার্য নিজ স্বেচ্ছাচারিতায় তাঁর মতাদর্শ বিরোধীদের উপর একের পর এক শাস্তির খাড়ার কোপ মেরেছেন। তাঁর রোষ থেকে বাদ যায়নি ছাত্রছাত্রীরা। স্বপন দাশগুপ্তকে ডেকে এনে এন আর সি বা সি এ নিয়ে সেমিনার করা কিংবা বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে বিজেপির ভরাডুবির কারণ খোঁজার মত আলোচনা সেমিনারের বিষয় হিসেবে রাখা থেকে বহুক্ষেত্রে তিনি সমালোচিত হয়েছেন। তারপর থেকে বিভিন্ন ইস্যুতে অধ্যাপক থেকে ছাত্রছাত্রীদের প্রতিরোধের মুখে পড়ে তিনি সাসপেনশন ও বহিস্কারকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেন। ছাত্র সোমনাথ সৌকে স্নাতকোত্তর স্তরে ভর্তি না হতে দেওয়া, ছাত্রী মীনাক্ষী ভট্টাচার্য্যর পিএইচডি আঁটকানো, সহকর্মী অধ্যাপক মানস মাইতির গবেষণা ধর্মী প্রজেক্ট আঁটকে দিতে স্বতঃপ্রণোদিত আন্তর্জাতিক সংস্থাকে চিঠি লেখা কোনো কিছুর কসুর রাখেন নি। সর্বপরি পড়ুয়াদের দিকে ঢিল ছোঁড়া, তাদের উপর গুলি ছোঁড়ার নির্দেশও তিনি দেন। একের পর এক মামলায় জড়িয়েছেন সহকর্মীদের। শুধু তাই নয়, সহকর্মী সুদীপ্ত ভট্টাচার্য্যের মতো অনেকের চাকরি কেড়ে নিতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছেন, যা আইন বিরুদ্ধে বলে আদালতে বার বার প্রমাণিত।

# মেটেরিয়াল টেস্টিং ল্যাব ও মাতৃদুগ্ধ পান কক্ষ উদ্বোধন

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১১ জানুয়ারি ঃ কালচিনি ব্লকের সাতালি গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে বুধবার উদ্বোধন হল মেটেরিয়াল টেস্টিং ল্যাব ও মাতৃদুগ্ধ পান কক্ষ । টেস্টিং ল্যাবে কংক্রিট থেকে পানীয় জল পরীক্ষা হবে। এর ফলে মানুষ বিশুদ্ধ জল পাবেন এবং গ্রামেগঞ্জে সা।কের কাজও ভালো হবে বলে আশাবাদী প্রশাসনের কর্তারা। এছাড়াও গ্রাম পঞ্চায়েতে আসা মায়েরা যাতে তাদের সন্তানকে মাতৃদুগ্ধ পান করাতে পারে, এজন্য এদিন গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে একটি মাতৃদুগ্ধ পান কক্ষ উদ্বোধন করা হয়। এই বিষয়ে কালচিনি বিডিও প্রশান্ত বর্মন বলেন, 'মাতৃদুগ্ধ পান করানোর কক্ষ ব্লকের বেশ কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েতে থাকলেও, মেটেরিয়াল টেস্টিং ল্যাব ব্লকে এই প্রথম। আগামী প্রায় সকল গ্রাম পঞ্চায়েতে এই ল্যাব খুলবার পরিকল্পনা রয়েছে আমাদের।'

# তৃণমূলের দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ, দলীয় কার্যালয় ভাঙচুর

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১১ জানুয়ারি ঃ ইংরেজবাজার থানার কাজিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের লক্ষীপুর এলাকার তৃণমূল পার্টি অফিস ভাঙচুরের ঘটনার পর বুধবার সকাল থেকে থমথমে পুরো এলাকা। মঙ্গলবার রাতে সশস্ত্র দুস্কৃতীরা লক্ষীপুর এলাকার তৃণমূলের কার্যালয় হামলা চালায় বলে অভিযোগ। ভাঙচুর করা হয় পার্টি অফিসের বিভিন্ন আসবাবপত্র। এমনকি সন্ত্রাস ছড়াতে শূন্যে গুলি চালায় দুস্কৃতীরা বলে অভিযোগ । আর এই ঘটনার পর শুরু হয়েছে পুলিশের টহলদারি। বসানো হয়েছে পুলিশ পিকেট। বুধবার সকাল থেকেই লক্ষীপুর এলাকায় চাপা উত্তেজনা রয়েছে। যদিও এখনো পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ। তবে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, তৃণমূলের দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনাকে ঘিরেই দলীয় কার্যালয় ভাঙচুর করা হয়েছে। এই মুহূর্তে যাতে ওই এলাকায় কোনরকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তার জন্য ইংরেজবাজার থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী টহলদারি চালাচ্ছে।

# তুষারপাত বরফের চাদরে ঢাকল লাচুং, উত্তরবঙ্গে কুয়াশার সতর্কতা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১১ জানুয়ারি ঃ সাদা বরফের চাদরে ঢাকল উত্তর সিকিমের লাচুং। অঝোরে তুষারপাত হয়েছে সেখানে, সেজে উঠেছে অপরূপ সৌন্দর্য্যে। রাস্তায় কয়েক মিটার পুরু বরফের চাদর। পাহাড় দেখতে গিয়ে বরফের দেখা পেয়ে আনন্দে আত্মহারা পর্যটকেরা। দার্জিলিংয়েও ঠান্ডা পড়েছে ভালোই। তবে বরফের দেখা মেলেনি এখনও। সিকিমে তুষারপাত সেই সম্ভাবনাকে উসকে দিচ্ছে। এদিকে, বুধবারও উত্তরবঙ্গজুড়ে ঘন কুয়াশার সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। শীতল দিনের পরিস্থিতি রয়েছে মালদহ এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে। বাকি জেলাগুলিতেও দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা স্বাভাবিকের অনেকটাই নীচে থাকবে। দিনভর ঘন কুয়াশার চাদরে মোড়া থাকবে পার্বত্য অঞ্চল। জাঁকিয়ে শীত পড়েছে ধূপগুড়ি- সহ ডুয়ার্স এলাকায়। তাপমাত্রার পারদ নেমে এসেছে ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু এলাকা ঘন কুয়াশাচ্ছন্ন ছিল। বুধবার ভোরে কুয়াশার চাদরে ঢেকে যায় জাতীয় সড়ক থেকে রাজ্য সড়ক। কুয়াশার পাশাপাশি বইতে থাকে হিমেল হাওয়া।

# প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে বাঁচতে শেখালেন এনডিআরএফের কর্মীরা

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ১১ জানুয়ারি ঃ এনডিআরএফ ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্সের পক্ষ থেকে আজ বুধবার ভূমিকম্প সহ প্রাকৃতিক আপদা থেকে সাধারণ মানুষ বাঁচবেন তারই প্রশিক্ষণ হলো ইসলামপুর হাই স্কুলে। মক ড্রিলের মাধ্যম দিয়ে এনডিআরএফের কর্মীরা বিভিন্ন কলাকৌশল দেখালেন। যেমন কেউ উঁচু বিল্ডিংয়ে আটকে গেলে কিভাবে বাঁচাতে হয় ভূমিকম্প হলে কেউ আটকে গেলে কিভাবে বাঁচাতে হয় বা আগুন লেগে গেলে কিভাবে বাঁচাতে হয় তা তারা আজ দেখালেন। কৃষ্ণপদ বারুই অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডার তিনি বলেন জল স্থল উচু বিল্ডিং সবখানেই আমরা কাজ করে থাকি। তিনি আরো বলেন, ভূমিকম্পে কেউ আটকে গেলে উঁচু বিল্ডিংয়ে কেউ আটকে গেলে কিভাবে বাঁচাতে হয় তাও আজ দেখানো হয়। ইসলামপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক সলিমুদ্দিন আহমেদ বলেন কিভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে বাঁচা যায় যেমন ভূমিকম্প বন্যা সহ আগুন লেগে গেলে তাই তারা আজ প্রশিক্ষণ দিলেন। এটি খুব ভালো উদ্যোগ মহকুমা শাসক জেলা শাসকের নির্দেশে এই প্রশিক্ষণ চলছে জেলাতেই প্রথম খুব ভালো উদ্যোগ বলে তিনি মনে করেন।

# জলপাইগুড়িতে কাঁধে মৃতদেহ বহন কাণ্ডে গ্রেফতার স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সম্পাদক

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১১ জানুয়ারি ঃ স্ত্রীর মৃতদেহ কাঁধে তুলে স্বামী হেঁটেছিলেন। কয়েক মিটার হাঁটার পরেই জলপাইগুড়ির একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন তাদের শববাহী গাড়িতে মৃতদেহ তুলে নিয়ে বাড়িতে পৌঁছে দেয়। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে যথেষ্টই বিতর্ক তৈরি হয়। সংশ্লিষ্ট স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের দিকে অভিযোগের আঙুল ওঠে। এমনকি ওই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের বিরুদ্ধে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানায় একটি লিখিত অভিযোগ জমা পড়ে। এরপরেই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানার তরফে সংশ্লিষ্ট স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সম্পাদক অঙ্কুর দাসের ডাক পড়ে। মঙ্গলবার সকালে ওই ব্যক্তিকে জলপাইগুড়ি থানায় আসতে দেখা যায়। গতকাল রাতেই তাঁকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। অন্যদিকে, জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের তরফে পাঁচ সদস্যের তৈরি করা তদন্ত রিপোর্ট কর্তৃপক্ষের কাছে জমা পড়েছে। যদিও রিপোর্টে কী রয়েছে সেই বিষয়ে কর্তৃপক্ষ এখনই কিছু বলতে চাইছে না। তবে রিপোর্টের ভিত্তিতে মেডিকেল কলেজের অভ্যন্তরে বেশ কিছু পদক্ষেপ করা হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এমএসভিপি ডাঃ কল্যাণ খান বলেন, তদন্ত রিপোর্ট হাতে পেয়েছি। আমি রিপোর্টটি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়েছি। সেইসঙ্গে রিপোর্টের বেশ কিছু বিষয় নিয়ে জেলা প্রশাসনের সঙ্গেও কথা বলব। প্রসঙ্গত, গত বুধবার জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের সুপারস্পেশালিটি বিভাগে ক্রান্তির বাসিন্দা লক্ষ্মীরানি দেওয়ান মারা যান। ঘটনার পরদিন বৃহস্পতিবার পরিবারের তরফে মৃতদেহ নিয়ে যাওয়ার জন্য স্থানীয় এক বেসরকারি অ্যাম্বুল্যান্সের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। অতিরিক্ত অ্যাম্বুল্যান্স ভাড়া দাবি করা হয়। যেটা পরিবারের তরফে যথেষ্টই ব্যয়বহুল বলে দাবি করা হয়। পরবর্তীতে ওই মহিলার মৃতদেহ কাঁধে তুলেই স্বামী জয়কৃষ্ণ দেওয়ান এবং ছেলে রামপ্রসাদ দেওয়ান হাসপাতাল থেকে বাড়ির পথে রওনা দিয়েছিলেন। হাসপাতাল থেকে ৫০ মিটার দূরত্ব যেতেই জলপাইগুড়ির একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সেখানে হাজির হয়ে যায়। এরপর তাদের শববাহী গাড়িতে লক্ষ্মীরানির মৃতদেহ তুলে ক্রান্তির বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হয়। গোটা বিষয়টি নিয়ে রাজ্যজুড়ে ব্যাপক হইচই পড়ে। অ্যাম্বুল্যান্স সংগঠনের তরফে ঘটনাস্থলে হাজির হওয়া ওই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সম্পাদকের বিরুদ্ধে কোতোয়ালি থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ে করা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে পুলিশ নোটিশ করে সংশ্লিষ্ট স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সম্পাদক অঙ্কুর দাসকে ডেকে পাঠায়। অঙ্কুর মঙ্গলবার সকালে কোতোয়ালি থানায় হাজির হন। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত দফায় দফায় তাঁকে সেদিনের ঘটনা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। অঙ্কুরকে রাত পর্যন্ত থানায় বসে থাকতে দেখা যায়। পরে জানা যায়, তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

# কেশপুরে শাসকদলের গোষ্ঠীকোন্দলে অশান্তি, জখম এক অন্তঃসত্ত্বা সহ চারজন

দুরন্ত বার্তা, কেশপুর, ১১ জানুয়ারি ঃ শাসকদলের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে উত্তপ্ত পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশপুরের সাকপুর। বুধবার সকালে সংঘর্ষে জখম এক অন্তঃসত্ত্বা সহ চারজন। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে পুলিশ। এদিন সকালে কেশপুরের শাকপুর এলাকায় ব্লক সভাপতির বিরুদ্ধে গোষ্ঠীকে মারধরের অভিযোগ ব্লক তৃণমূল সভাপতি প্রদ্যুৎ সাহার অনুগামীদের বিরুদ্ধে। তৃণমূল সূত্রে খবর, চা দোকানে বসে থাকার সময় অতর্কিত হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। ঘটনায় গুরুতর জখম হয় এক অন্তঃসত্ত্বা মহিলা সহ চারজন। আহতদের তড়িঘড়ি উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় কেশপুর গ্রামীণ হাসপাতালে। অবস্থার অবনতি হওয়ায় ইতিমধ্যেই একজনকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে কেশপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। যদিও, ব্লক তৃণমূল সভাপতি প্রদ্যুৎ পাঁজার দাবি এটি সম্পূর্ণই পারিবারিক বিবাদ। তিনি বলেন, পারিবারিক ঘটনা। দলের কোনও যোগ নেই। পঞ্চায়েত সদস্য ও বুথ সভাপতিকে জানিয়েছি। অন্যদিকে, মন্ত্রী শিউলি সাহার দাবি, ওই এলাকা সবসময়ই উত্তপ্ত থাকে। একদম পারিবারিক বিষয়। পুলিশ কড়া পদক্ষেপ করছে। অপরদিকে, এই ঘটনায় শাসকদলকে বিঁধেছে বিজেপি। তৃণমূলকে কড়া নিশানা করে জেলা বিজেপি মুখপাত্র অরূপ দাস বলেন, গোষ্ঠীকোন্দল তৃণমূলের রোজের রুটিন। কেশপুরে যা চলছে প্রতিদিনের ঘটনা হয়ে গিয়েছে। আর এর নেতৃত্ব দিচ্ছে মন্ত্রী শিউলি সাহা।

# উত্তরপ্রদেশের এক রেলযাত্রীর এনজেপিতে মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১১ জানুয়ারি ঃ ট্রেনে করে বাড়ি ফেরার পথে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। তার নাম নীতিন কুমার। জানা গিয়েছে তিনি কাজ সেরে রঙিয়া থেকে তার বাড়ি উত্তরপ্রদেশে ফিরছিলেন। তবে মাঝপথে আচমকাই তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন। বুধবার দুপুর দেড়টা নাগাদ ট্রেনটি নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে এসে পৌঁছালে ওই ব্যক্তিকে অচৈতন্য অবস্থায় রেলওয়ে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তার দেহ নিউ জলপাইগুড়ি পুলিশ স্টেশনে নিয়ে আসে। ইতিমধ্যেই একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ।


## KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

**ABRIDGED NIT**

The **Executive Engineer (Electrical)/Ltg./Zone-V, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following work:

**NIT No.: KMC/LTG/CM/22-23/04**

Name of the Work: **Repairing and renovation of electrical work at Badartala and Kanchantala KMCP School under Br.-XV**. Estimated Amount: **Rs. 2,28,465.03**. Earnest Money: **Rs. 4,600.00**. Period of Completion: **15 days**. Last Date and Time of Submission of Bid: **31.01.2023 (5.00 p.m.)**. The bid forms and other details shall be available on and from **18.01.2023 (5:00 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**.

The **Director General (S&D), KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

**(1) NIT No.: KMC/(S_D)/CENTRAL/IX/22-23/10**

Name of the Work: **Construction of pump room near the junction of Sonarpur Road and Hide Road in Ward No. 80 under Br.-IX.** Estimated Amount: **Rs. 2,82,144.17.** Earnest Money: **Rs. 5,650.00.** Period of Completion: **30 days.** Starting Date and Time of Submission of Bid (Online): **11.01.2023 at 2.00 p.m.** Last Date and Time of Submission of Bid (Online): **19.01.2023 at 2.00 p.m.** The bid documents and other details shall be available on and from **11.01.2023** from the website **https://wbtenders.gov.in**

**(2) NIT No.: S_D/SOUTH/XV/CHOCKAGE/01/22-23**

Name of the Work: **Clearing of chockage from covered surface drain and sewer line along Lenin Road near 44, Garden Reach Road under Br.-XV.** Estimated Amount (Including CESS): **Rs. 3,05,039.98.** Earnest Money: **Rs. 6,150.00.** Period of Completion: **30 days.** Bid Submission Start Date and Time (Online): **13.01.2023 upto 2.00 p.m.** Last Date and Time of Submission of Bid (Online): **20.01.2023 upto 2.00 p.m.** The bid forms and other details shall be available on the website **https://etender.wb.nic.in**

**(3) NIT No.: KMC/SD/MDPS/D/7/1/22-23 (2nd Call)**

Name of the Work: **Manufacturing, supply and installation of M.S. fabricated column pipe and discharge bend pipe with other necessary components of 1555 LPS capacity WPIL make SWF Vertical Pump Unit No. 1 at Duttabagan Drainage Pumping Station.** Estimated Amount: **Open Quotation.** Earnest Money: **Rs. 9,980.00.** Period of Completion: **21 days.** Last Date and Time of Submission of Bid: **21.01.2023 at 12.00 noon.** The bid forms and other details shall be available on and from **13.01.2023** from the website **https://etender.wb.nic.in.** For corrigendum etc., if any, the same website has to be seen.

The **Director General (Roads), KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

**(1) NIT No.: KMC/ASPH/GG/SM-19/22-23 (1st Call)**

Name of the the Work: **Construction of Chanditala Main Road (from Premises No. 16 to 22/2) in Ward No. 116, Br.-XIII under Roads Mechanical Department.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 4,98,817.37.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **7 days.**

**(2) NIT No.: KMC/ASPH/GG/SM-08/22-23 (2nd Call)**

Name of the Work: **Construction of Bye Lane of Talpukur Road (Near Premises No. 586) in Ward No. 126, Br.-XVI under Roads Mechanical Department.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 4,97,910.98.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **7 days.** Last Date and Time of Submission of Bid: **24.01.2023 at 11.00 a.m. [For Sl. No. 1 & 2].** Bid Opening Date for Technical Proposals (Online): **27.01.2023 at 11.00 a.m. [For Sl. No. 1 & 2].**

**(3) NIT No.: KMC/ASPH/GG/SM-20/22-23 (1st Call)**

Name of the Work: **Development of road surface of Kumar Garden 3rd Lane (From Premises No. 6/5 to 32/22) in Ward No. 116, Br.-XIII under Roads Mechanical Department.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 4,97,917.32.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **7 days.** Last Date and Time of Submission of Bid: **24.01.2023 at 11.00 a.m.** Bid Opening Date and Time for Technical Proposals (Online): **28.01.2023 at 11.00 a.m.** The bid forms and other details shall be available on and from **13.01.2023 after 5.00 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in [For Sl. No. 1 to 3].**

The **Dy. Chief Engineer (M)/(Roads), KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following work:

**NIT No. : KMC/ASPH/PB/SM-33/22-23 (1st call)**

Name of the Work: **Repairing of eletric meter room along with allied civil works at Akhara Labour Quarter under Asphaltum Palmer Bazar Department.** Estimated Amount (Including GST and CESS): **Rs. 2,98,102.84.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Period of Completion: **7 days.** Last Date and Time of Submission of Bid: **24.01.2023 at 11.00 a.m.** Bid opening date for Technical Proposals (Online): **27.01.2023 at 11.00 a.m.** The bid forms and other details shall be available on and from **13.01.2023 after 5.00 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Dy. Chief Engineer (C)/(Parks & Squares), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

**(1) NIT No. : KMC/DCE(PS)/II/10/1/22-23R1 (2nd Call)**

Name of the Work: **Repairing and maintenance work to the park with installation of playing apparatus at Purnendu Sishu Uddyan on Naba Kumar Raha Lane and park at Shanti Ghosh Street in Ward No. 10, Br.- II.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,76,919.93.** Earnest Money: **Rs. 5,600.00.** Period of Completion: **45 days.**

**(2) NIT No. : KMC/DCE(PS)/B7/W67/02/22-23R1 (2nd Call)**

Name of the Work: **Beautification of Garden at 164, Swinhoe Lane in Ward No. 67, Br.- VII.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 1,94,820.07.** Earnest Money: **Rs. 4,000.00. Period of Completion: 45 days.**

**(3) NIT No. : KMC/DYCE(PS)/II/20/03/22-23R1 (2nd Call)**

Name of the Work: **Repairing and maintenance works including painting the parks at Durga Math, Kamala Math (along Manik Bose Ghat Street), Saraswati Math (along Nimu Goswami Lane) and ATS Math (repairing playing appartus) in Ward No. 20, Br.- II.** Estimated Amount: **Rs. 4,57,091.38.** Earnest Money: **Rs. 9,200.00.** Period of Completion: **50 days.** Last Date and Time of Submission of Bid: **21.01.2023 at 1.00 p.m. [For Sl. No. 1 to 3].** The bid forms and other details are available on and from **13.01.2023 (10.00 a.m.)** from the website **https//etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 3].**

**(4) NIT No. : KMC/DYCE(PS)/B9/W73/18/22-23 (1st Call)**

Name of the Work: **Repairing and some addition alteration work at Harish Park and Gardens just opposite of Main Gate of Harish Park Children Corner in Ward No. 73, Br.- IX.** Estimated Amount: **Rs. 3,18,239.55.** Earnest Money: **Rs. 6,500.00. Period of Completion : 30 days.** Last Date and Time of Submission of Bid : **28.01.2023 at 1.00 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **14.01.2023 (10.00 a.m.)** from the website **https//etender.wb.nic.in**

The **Director General (Bustee), KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

**(1) NIT No. : KMC/EEC/BS/22-23/195 (1st Call)**

Name of the Work: **Development of bustee passages surrounding area at 1/1/49 Dum Dum Road (Sabjibagan) in Ward No. 2, Br.-I.** Estimated Amount (Including GST & LWC): **Rs. 4,98,667.74.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **15 days.**

**(2) NIT No. : KMC/EEC/BS/22-23/196 (1st Call)**

Name of the Work: **Repairing of bustee privies at 68/2 B. T. Road, 28 Khelat Babu Lane and other slum area in Ward No. 5, Br.-I.** Estimated Amount (Including GST & LWC): **Rs. 2,97,490.39.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Period of Completion: **25 days.**

**(3) NIT No. : KMC/EEC/BS/22-23/197 (1st Call)**

Name of Work: **Installation and operation of KMC bio-toilet on the occasion of different festivels under Br.-XI & XVI.** Estimated Amount (Including GST & LWC): **Rs. 4,77,063.40.** Earnest Money: **Rs. 9,600.00.** Period of Completion: **120 days.**

**(4) NIT No. : KMC/EEC/BS/22-23/198 (1st Call)**

Name of Work: **Construction of bustee sanitary latrines at Khan Mohammad Road and its surrounding bustee area in Ward No. 126, Br.-XVI.** Estimated Amount (Including GST & LWC): **Rs. 2,96,941.43.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Period of Completion: **120 days.** Last Date and Time of Submission of Bid: **28.01.2023 upto 11:00 hrs. [For Sl. No. 1 to 4]** . Bid Opening Date and Time for Technical Proposals: **31.01.2023 at 11:00 hrs.[ For Sl. No. 1 to 4].** The bid forms and other details are available on and from **13.01.2023(17:00 hrs.)** from the Website **http://wbtenders.gov.in and https://www.kmcgov.in [For Sl. No. 1 to 4].**

The **Executive Engineer (E)/Lighting/Zone-1, KMC** invites e-tender online percentage bid system for the following works:

**NIT No. : Z-1/L-21/W-30/22-23/KMC**

Name of the Work: **Improvement and beautification of lighting arrangement at D. D. K. Road, CIT Road-VI-M(S) in Ward No. 30.** Estimated Amount: **Rs. 2,99,813.00.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Period of Completion: **25 days.** Last Date and Time of Submission of Bid: **24.01.2023 (12.00 noon).** The bid forms and other details shall be available on and from **09.01.2023 (5.00 p.m.)** from the website **https://etenders.wb.nic.in**

969/22-23

# সুর নরম পাকিস্তানের! জয় শাহের সঙ্গে কথা বলতে চান পাক বোর্ড প্রধান

**মুম্বই, ১১ জানুয়ারিঃ** এশিয়া কাপ নিয়ে সংঘাতের কথা বলেছিলেন পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের প্রাক্তন চেয়ারম্যান রামিজ রাজা। কিন্তু সেই অবস্থান থেকে সরে দাঁড়ালেন পাক ক্রিকেট বোর্ডের নতুন চেয়ারম্যান নাজম শেঠি। বিসিসিআই সচিব জয় শাহের সঙ্গে আলোচনা করতে চান তিনি। সংবাদ সংস্থা পিটিআই সূত্রে খবর, পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, সেপ্টেম্বরে পাকিস্তানেই যাতে এশিয়া কাপ হয় সেই বিষয়ে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের কাছ থেকে অনুমতি নিতে তৎপর নাজম। বৃহস্পতিবার দুবাইয়ে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি লিগের উদ্বোধন। সেখানে যদি জয় আসেন তা হলে তাঁর সঙ্গেও কথা বলতে চান নাজম। উল্লেখ্য, ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সচিবের পাশাপাশি জয় এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের প্রধানও। যদিও এই বিষয়ে এখনও বিসিসিআই কিছু জানায়নি। তবে তাতে অনেক প্রশ্ন উঠছে। যদি

এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের সভাপতি হিসাবে জয় সেখানে যান তা হলে তিনি কি নাজমের সঙ্গে কথা বলবেন? কারণ, পাকিস্তানে এশিয়া কাপ হলে ভারত যে সেখানে খেলতে যাবে না সে কথা প্রথম জয়ই বলেছিলেন। পাকিস্তান থেকে সরিয়ে কোনও নিরপেক্ষ দেশে সেই প্রতিযোগিতা করার কথাও বলেছিলেন তিনি। তাই তিনি কেন পাকিস্তানে প্রতিযোগিতা আয়োজন নিয়ে নাজমের সঙ্গে কথা বলতে যাবেন? উঠছে প্রশ্ন। তার মধ্যে সম্প্রতি জয়কে খোঁচা দিয়েছেন নাজম। ২০২৩ ও ২০২৪ সালে এশিয়ায় যে যে প্রতিযোগিতা হবে তার সূচি প্রকাশ করেছিলেন জয়। তাতে চটে যান নাজম। তিনি জানান, কারও সঙ্গে আলোচনা না করে একতরফা ভাবে সূচি প্রকাশ করেছেন জয়। পাকিস্তান সুপার লিগের সূচিও তিনি জয়কে তৈরি করে দিতে বলেন। তার কোনও জবাব দেননি জয়। কিন্তু পাক বোর্ড প্রধানের এই মন্তব্য নিশ্চয়ই ভাল ভাবে নেননি জয়। তা হলে তিনি কেন খামোখা নাজমের সঙ্গে কথা বলতে যাবেন।

# ভারত সফরের দল ঘোষণা করল অস্ট্রেলিয়া

**সিডনি, ১১ জানুয়ারিঃ** ভারত সফরের জন্য স্কোয়াড ঘোষণা করল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে ভারতের মাটিতে চার ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলতে আসছে প্যাট কামিন্সের দল। টেস্ট সিরিজের জন্য ১৮ সদস্যের যে দল ঘোষণা করেছে অজিরা তাতে বোলিং বিভাগে বিশেষ বৈচিত্র রয়েছে। এই টেস্ট সিরিজে স্পিন সহায়ক উইকেট করা হবে, যে কারণে, চার স্পিনার নিয়ে রেখেছে কামিন্সের অস্ট্রেলিয়া। পাশাপাশি রয়েছে ছয় পেসারও। স্কোয়াডে আরও চমক হল, রয়েছেন আনক্যাপড ক্রিকেটারও। বাঁ-হাতি তারকা অ্যাস্টন অ্যাগার ধারাবাহিক উইকেট না পাওয়ার সত্ত্বেও দলে জায়গা ধরে রেখেছেন। ভারত সফরের জন্য দল ঘোষণা হওয়ার পর, অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় নির্বাচক জর্জ বেইলি বলেন, ''সিডনিতে অ্যাস্টন অ্যাগারের কামব্যাক যথেষ্ট নজরকাড়া ছিল এবং আমরা বিশ্বাস করি বাঁ হাতি স্পিনার হিসেবে ভারতীয় কন্ডিশনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।'' আসন্ন ভারত সফরে সুযোগ পেয়েছেন আনক্যাপড ক্রিকেটার টড মুরফি। অস্ট্রেলিয়ার এই তরুণ ক্রিকেটারকে নিয়ে বেইলি বলেন, ''অস্ট্রেলিয়া এ দলের হয়ে এবং ঘরোয়া ক্রিকেটে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করেছে টড মুরফি। আশা করছি ভারত সফরে দলে সুযোগ পেলে ওর স্পিন সকলকে মুগ্ধ করবে। ভারত সফরের এই দলে জায়গা পাওয়ায় ও নাথান লিয়ঁ এবং সহকারী কোচ ড্যানিয়েল ভেত্তোরির সঙ্গে সময় কাটানোর আরেকটি সুযোগ পাবে। যা ওর কাছে দারুণ প্রাপ্তি।'' ভারতের বিরুদ্ধে ৪ টেস্টের জন্য অস্ট্রেলিয়ার ১৮ সদস্যের স্কোয়াডে রয়েছেন-প্যাট কামিন্স (অধিনায়ক), স্টিভ স্মিথ (সহ অধিনায়ক), অ্যাস্টন অ্যাগার, স্কট বোল্যান্ড,

অ্যালেক্স ক্যারি, ক্যামেরন গ্রিন, পিটার হ্যান্ডসকম্ব, জশ হ্যাজেলউড, উসমান খোয়াজা, ট্র্যাভিস হেড, মার্নাস লাবুশেন, নাথান লিয়ঁ, ল্যান্স মরিস, টড মার্ফি, ম্যাথু রেনশ, মিচেল স্টার্ক, মিচেল সোয়েপসন ও ডেভিড ওয়ার্নার। ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া ৪ ম্যাচের টেস্ট সিরিজের সূচি-ফেব্রুয়ারি ৯-১৩ প্রথম টেস্ট, নাগপুর। ফেব্রুয়ারি ১৭-২১ দ্বিতীয় টেস্ট, দিল্লি। মার্চ ১-৫ তৃতীয় টেস্ট, ধর্মশালা। মার্চ ৯-১৩ চতুর্থ টেস্ট, আমেদাবাদ। প্রসঙ্গত, বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে নামার আগে এই টেস্ট সিরিজ ভারতের জন্য ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। অস্ট্রেলিয়াও চাইবে, ভারতকে হারিয়ে নিজেদের শক্তি আরও বৃদ্ধি করে নিতে।

# বিসিসিআই-কে আক্রমণ করতে গিয়ে সরাসরি বিজেপিকেই আক্রমণ রামিজের

**ইসলামাবাদ, ১১ জানুয়ারিঃ** পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি পদ গিয়েছে আগেই। কিন্তু ভারতের প্রতি বিদ্বেষ এখনও যায়নি রামিজ রাজার। সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ফের এক বার ভারতকে কাঠগড়ায় তুললেন তিনি। জানালেন, পাকিস্তানের ক্রিকেটের খারাপ অবস্থায় জন্য দায়ী ভারতই। বিসিসিআই-তে নাকি বিজেপির মানসিকতা নিয়ে কাজ করা হয়। রামিজ বলেছেন, ''দুর্ভাগ্যবশত ভারতীয় বোর্ডে যা হচ্ছে সেটা হল বিজেপির মানসিকতা। পাকিস্তান জুনিয়র লিগ হোক বা মহিলাদের লিগ, আমি যে প্রতিযোগিতাগুলো ঘোষণা করেছিলাম তার একটাই উদ্দেশ্য ছিল, যাতে নিজের দেশের প্রতিযোগিতা থেকে অর্থ উপার্জন করতে পারি। আইসিসির দিকে যাতে তাকিয়ে থাকতে না হয়।'' রামিজ যোগ করেছেন, ''লাভের জন্য আইসিসি সব সময় তাকিয়ে থাকে ভারতের দিকে। এতে আমাদের স্বাধীনতা খর্ব হয়। যদি ভারতের মানসিকতা এ রকম হয় যে পাকিস্তানকে একঘরে করে দিতে

হবে, তা হলে আমাদের এ কূলও যাবে, ও কূলও যাবে।'' ভারতকে টক্কর দেওয়ার জন্য অস্ট্রেলিয়া এবং ইংল্যান্ডকে পাশে চাইছেন রামিজ। তাদের অনুরোধ করেছেন আইসিসিতে নেতৃত্বের ভূমিকায় আসার জন্য, যাতে ভারতের চাপে তারা নতিস্বীকার না করে। রামিজের কথায়, ''বোর্ড সভাপতি থাকাকালীন নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছিলাম। এসিসি আমাদের কোনও প্রতিযোগিতা আয়োজন করার অনুমতি দেয় এবং কোনও দিন ভারত বলে যে তারা পাকিস্তানে গিয়ে খেলবে না, তা হলে আমাদের যেন উত্তর দেওয়ার মতো অবস্থা থাকে। আমাদেরও বলতে হবে, যতই এশিয়া কাপ কেড়ে নাও, বিকল্প তৈরি আছে।'' ভারতকে চাপে ফেলার আরও একটি উপায় রয়েছে। রামিজের মতে, ''ক্রিকেট মাঠে নিয়মিত ভারতকে হারাতে হবে। তা হলেই বশ্যতা মানানো যাবে।'' বলেছেন, ''সম্প্রতি বাবর আজমের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। সেখানেই ওকে বলেছি, ভারতকে দেখলেই হারাও। তা হলে ওদের সঙ্গে বোঝাপড়ার সময়ে শক্তিশালী জায়গায় থাকা যাবে।''

# রোহিতসহ পুরো ভারতীয় দল কল্লোলিনী কলকাতায়, এলেন না শুধু কিং কোহলি

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ জানুয়ারিঃ** রোহিত শর্মাসহ পুরো ভারতীয় দল কলকাতায় চলে এসেছেন। গুয়াহাটিতে প্রথম ওয়ান ডে ম্যাচ জিতে কল্লোলিনীতে পা দিয়েছেন ভারতীয় দলের ক্রিকেটাররা। শুধু আসেননি বিরাট কোহলি। তিনি কেন আসেননি, সেই নিয়ে কৌতূহলও রয়েছে। এমনিতেই বুধবার রাহুল দ্রাবিড়ের জন্মদিন। ভারতীয় দলের কোচ ৫০তম বর্ষে পা রাখলেন। তাঁকে ঘিরে পুরো দলের মধ্যে একটা আবেগ রয়েছে। দ্রাবিড়কে মধ্যমণি করে এদিন রাতে হোটেলে উৎসব হয়। বৃহস্পতিবারই ইডেনে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে দ্বিতীয় ওয়ান ডে ম্যাচে নামবে ভারত। তার আগে সেজে উঠেছে ইডেন চত্বর। পুরো দল এসে গেলেও কোহলি আসেননি কেন, এই নিয়ে খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছে তাঁর মেয়েরও জন্মদিন আজ। তাই তিনি মুম্বইতে চলে গিয়েছেন মেয়ের সঙ্গে সময় কাটাবেন বলে। তাই কোহলির ম্যাচের দিন সকালে কলকাতায় আসার কথা রয়েছে। কোহলি এদিন নিজের সোশ্যাল মাধ্যমে মেয়ে ভামিকার সঙ্গে ছবি পোস্ট করে লিখেছেন, আমার হৃদস্পন্দন দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে। দু'বছর আগেও এমনটি হয়েছিল। প্রসঙ্গত ২০২১ সালে কোহলির মেয়ে ভামিকার জন্ম হয়েছিল। সেবারও অস্ট্রেলিয়া থেকে ফিরে এসেছিলেন কোহলি। এবারও দল এসে গেলেও পারিবারিক উৎসব সেরেই শিবিরে যোগ দেবেন। গত ম্যাচে কোহলির ১১৩ রান দলের আত্মবিশ্বাসকে বাড়িয়ে দিয়েছে। তিনি পরপর দুটি ওয়ান ডে ম্যাচে সেঞ্চুরি করে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। ফিরেছে বিরাট-ম্যানিয়া। এদিন ভারতীয় দল দুপুরে কলকাতায় পৌঁছে গেলেও ইডেনে প্র্যাকটিস করেননি। পুরো দল হোটেলে বিশ্রাম নিয়েছে। যেহেতু মঙ্গলবারই ম্যাচ খেলেছে। সেই জন্যই বিশ্রাম দেওয়া হয়।

# রঞ্জিতে ইতিহাস গড়লেন পৃথ্বী শ

## 'এতে আদৌ কিছু যায় আসে?' কাদের নিশানা করলেন ত্রিশতরানকারী পৃথ্বী

**মুম্বই, ১১ জানুয়ারিঃ** রঞ্জির ময়দান কাঁপালেন মুম্বইয়ের তারকা ক্রিকেটার পৃথ্বী শ। অসমের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার রঞ্জি ট্রফির ম্যাচে দ্বিশতরান করে অপরাজিত ছিলেন ২৩ বছরের পৃথ্বী। আজ বুধবার ৩০০ রানের লক্ষ্য নিয়ে ব্যাটিংয়ে নেমেছিলেন পৃথ্বী। লক্ষ্য পূরণ করতে সক্ষম হয়েছেন তিনি। বছর বয়সেই গড়ে ফেলছেন একাধিক রেকর্ড। ভারতীয় ক্রিকেটার হিসেবে রঞ্জি ট্রফিতে ট্রিপল সেঞ্চুরি পার করে নজির গড়লেন। রঞ্জির ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান সংগ্রহকারী এখন পৃথ্বী শ। অসমের বিরুদ্ধে সব মিলিয়ে ৩৭৯ রানের ইনিংস গড়ার পথে ৪৯টি চার ও চারটি ছক্কা

হাঁকিয়েছেন তিনি। এখানেই শেষ নয়, মুম্বইয়ের হয়ে সর্বাধিক রানের রেকর্ডও এ বার থেকে পৃথ্বীর দখলে। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে এটাই তাঁর সর্বোচ্চ রান। মঙ্গলবার অসমের বিরুদ্ধে ১৮০ বলে ৭৩ রানে অপরাজিত ছিলেন মুম্বইয়ের অধিনায়ক অজিঙ্কা রাহানে। বুধবার শতরান করলেন তিনিও। রাহানের সঙ্গেই মাঠে নেমেছিলেন পৃথ্বী। এদিন রাহানের ইনিংস শেষ হয় ১৯১ রানে। ৬৮৭ রানে চার উইকেট হারিয়ে ইনিংস ডিক্লেয়ার করেন অধিনায়ক রাহানে। এদিন একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে পৃথ্বী বলেছেন, ''যেভাবে ব্যাট করছি তাতে আমি খুশি। শুধু বড় স্কোর গড়া মিস করছিলাম। সেটাও হয়ে গেল। যখন আপনি বড় স্কোর গড়ার জন্য ক্ষুধার্ত এবং নিজের কাজটা ঠিকভাবে করতে পারলে পরিশ্রমের ফল অবশ্যই পাবেন। গত কয়েকবছর ধরে আমি যা পরিশ্রম করেছি তারই ফল এই ইনিংস।'' তরুণ খেলোয়াড়রা ফর্ম ফিরে পেতে সিনিয়র ক্রিকেটারদের দ্বারস্থ হন। কিন্তু পৃথ্বী শ কারও কাছে কাছে যাননি। বরং অন্তরাত্মার কথা শুনেছেন তিনি। পৃথ্বীর কথায়, ''আমি খুব বেশি লোকজনের সঙ্গে কথা বলিনি। শুধু চোখ বন্ধ করে নিজের খেলাটাকে ভাবার চেষ্টা করতাম। নিজেরই ব্যাটিংয়ের পুরনো ফুটেজ দেখতাম। একা বসে কোন জায়গায় গলদ থেকে যাচ্ছে তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করতাম। আমি জানি যে সবসময় বড় রান তোলা সম্ভব নয়।'' যতই বাইশ গজে প্রতিভার বিচ্ছুরণ ঘটান, সমালোচকরা তির ছোড়ার জন্য সবসময় তৈরি থাকেন। পৃথ্বীর এখন আর তাঁদের দিকে মনোযোগ দেওয়ার সময় নেই। তিনি বলেন, ''রান করতে না পারলে লোকজন সমালোচনা করতে থাকেন। এমন লোকজনকে পাত্তা না দেওয়াই ভালো। ওরা কি বলছে তাদের আদৌ কিছু যায় আসে না। আমি জানি, কোনটা সঠিক আর কোনটা ভুল। কঠিন সময়ে যাঁরা আমার পাশে দাঁড়াননি, এখন আর আমার জীবনে তাঁদের কোনও স্থান নেই।''

মুম্বইয়ের জার্সিতে ৩৭৯ রান করে মাঠ ছাড়লেন পৃথ্বী। সেই সঙ্গে একাধিক রেকর্ড গড়ে ফেলেছেন মুম্বইয়ের পৃথ্বী। মঙ্গলবার, ১০ জানুয়ারি অসমের বিরুদ্ধে ২৮৩ বলে ২৪০ রানে অপরাজিত ছিলেন পৃথ্বী। তাঁর স্ট্রাইক রেট ছিল ৮৪.৮১। ৩৩টি চার ও একটি ছক্কা হাঁকিয়ে সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। আজ বুধবার ৩০০ রানের লক্ষ্যে অবিচল ছিলেন ২৩ বছরের এই তারকা ওপেনার। তিনি সফলও হলেন। শেষ অবধি ৩৮৩ বলে ঝুলিতে ৩৯৭ রান নিয়ে মাঠ ছাড়লেন পৃথ্বী। সেই সঙ্গে মাত্র ২৩

# নমস্তে ইন্ডিয়া! করজোড়ে মেসির

**নয়াদিল্লি, ১১ জানুয়ারিঃ** কাতার বিশ্বকাপের আগেই এডুকেশন টেকনোলজি প্ল্যাটফর্ম বাইজুসের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন আর্জেন্টাইন সুপারস্টার লিওনেল মেসি। এ বার করজোড়ে ইনস্টাগ্রামে নিজের ছবি শেয়ার করেছেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক। ভারতীয় সংস্কৃতিতেই করজোড়ে সম্বোধন জানানো হয়। যে কারণে, এই ছবি দেখে বোঝা যাচ্ছে মেসি ভারতীয়দের উদ্দেশে এইভাবে করজোড়ে সম্বোধন জানিয়ে ছবি শেয়ার করেছেন। তাই বলাই যায়, লিও মেসি এ বার ভারতকে জানালেন 'নমস্তে ইন্ডিয়া'। এডুটেক সংস্থা বাইজুস-এর এডুকেশন ফর অল ফাউন্ডেশনের গ্লোবাল অ্যাম্বাসাডার হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন লা পুলগা। ইন্সটাগ্রামে বাইজুসের টি-শার্ট পরা নিজের ছবি পোস্ট করে লিওনেল মেসি লিখেছেন, 'বাচ্চারাই আমাদের ভবিষ্যৎ। এবং প্রত্যেক বাচ্চা, তারা যেখানেই থাকুক, যেখানেই জন্মগ্রহণ করুক, যথার্থই সুযোগ পাওয়ার যোগ্য। একই রকম সুযোগ তাদের প্রাপ্য কিছু শেখার জন্য এবং বড় হওয়ার জন্য। বাইজুস অ্যাপের এডুকেশন ফর অল এর মতো পদক্ষেপ পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের শিশুদের বিশ্বমানের শিক্ষা পেতে সাহায্য করছে। আমি বিশ্বাস করি এই সাধারণ উদ্যোগটির পৃথিবী বদলে দেওয়ার মতো ক্ষমতা রয়েছে।' সম্প্রতি বাইজুসের ইন্সটাগ্রামে এক ভিডিয়ো শেয়ার করা হয়েছে। যেখানে বাইজুসের কো ফাউন্ডার দিব্যা গোকুলনাথ ও লিওনেল মেসির কথোপকথন তুলে ধরা হয়েছে। সেই ভিডিয়োতে দিব্যা বলেন, ''আমাদের লক্ষ্যের সঙ্গে লিওনেল মেসি যুক্ত হওয়ায় আমরা সম্মানিত বোধ করছি। বাচ্চারা যেখান থেকেই উঠে আসুক না কেন, সকলের কাছে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়াই আমাদের লক্ষ্য। আগামী দুই বছরে মেসির নাম এবং খ্যাতির সৌজন্যে আমরা আমাদের লক্ষ্য পূর্ণ করতে এবং প্রভাব দ্বিগুণ করতে চাই।'' বাইজুসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই উদ্যোগের মাধ্যমে তারা পিছিয়ে পড়া অনুন্নত সম্প্রদায়ের শিশুদের বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষা সামগ্রীও দেবে। উল্লেখ্য, করোনাকালের আগে থেকেই ভারতে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল বাইজুস প্ল্যাটফর্মটি। অনলাইনে বিভিন্ন কোর্স পড়ানো হত সেখানে। বিগত কয়েক মাস ধরেই চরম আর্থিক সঙ্কটের মুখে পড়েছে সংস্থা। তার মধ্যেই বিশ্ব ফুটবলের অন্যতম তারকা লিও মেসিকে গ্লোবাল অ্যাম্বাসাডার করেছে বাইজুস।

# টি২০-তে শীর্ষে সূর্য

## এক দিনের ক্রমতালিকায় অষ্টম স্থানে রোহিতরা

**দুবাই, ১১ জানুয়ারিঃ** রানে ফিরেছেন বিরাট কোহলি এবং রোহিত শর্মা। আইসিসির ক্রমতালিকাতেও উন্নতি হয়েছে তাঁদের। বাংলাদেশের পর শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধেও এক দিনের ম্যাচে শতরান করেন বিরাট। গুয়াহাটিতে ৮৩ রান করেন রোহিত। পর পর কয়েকটি ম্যাচে রান পেতেই আইসিসির ক্রমতালিকাতেও উপরে উঠে এলেন তাঁরা। অন্য দিকে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে সূর্যকুমার যাদব শীর্ষ স্থান ধরে রেখেছেন। তিনি বিরাটদের ছাপিয়ে গিয়েছেন পয়েন্টের বিচারে। এক দিনের ভারতের কোনও বোলার প্রথম ১০-এ নেই। শীর্ষ স্থানে ট্রেন্ট বোল্ট। অলরাউন্ডারদের মধ্যে এক দিনের ক্রিকেটে ক্রমতালিকায় শীর্ষে শাকিব আল হাসান। সেই তালিকাতেও ভারতের কেউ প্রথম ১০-এ নেই। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে আইসিসির ক্রমতালিকায় শীর্ষে সূর্যকুমার। তিনি প্রথম ভারতীয় যাঁর পয়েন্ট ৯০০-র উপরে। সূর্য ৯০৮ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষ স্থানে। প্রথম ১০-এ আর কোনও ভারতীয় নেই। বোলারদের তালিকায় প্রথম ১০-এ কোনও ভারতীয় ক্রিকেটার নেই। বোলারদের মধ্যে টি-টোয়েন্টিতে

ক্রিকেটে বিরাট অষ্টম স্থানে ছিলেন। দু'ধাপ উঠে বুধবার ষষ্ঠ স্থানে এলেন বিরাট। রোহিত উঠে এলেন অষ্টম স্থানে। তিনি এক ধাপ উপরে উঠেছেন। শীর্ষ স্থানে রয়েছেন বাবর আজমই। প্রথম ১০-এ বিরাট এবং রোহিত ছাড়া ভারতের কেউ নেই। পাকিস্তানের তিন জন ব্যাটার রয়েছেন এক দিনের ক্রিকেটের ক্রমতালিকায় প্রথম ১০-এর মধ্যে। বাবর ছাড়াও রয়েছেন ইমাম উল হক (তৃতীয়) এবং ফখর জমন (দশম)। বোলিংয়ে প্রথম ১০ জনের মধ্যে কোনও পরিবর্তন হয়নি। শীর্ষে রশিদ খান এবং অলরাউন্ডারদের মধ্যে সেরা শাকিব আল হাসান। হার্দিক পন্ডিয়া রয়েছেন তৃতীয় স্থানে। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে গুয়াহাটিতে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ভারতের ব্যাটারদের দাপট দেখা গিয়েছে। বৃহস্পতিবার ইডেনে মুখোমুখি হবে দুই দল। সেই ম্যাচেও বিরাট, রোহিতদের ব্যাট থেকে বড় রান দেখতে চাইবেন সমর্থকরা। বিশ্বকাপের আগে ধারাবাহিকতা রাখতে পারলে ক্রমতালিকাতেও উন্নতির সুযোগ থাকবে বিরাট, রোহিতদের সামনে।

# সৌদির বিরুদ্ধে খেলতে পারেন সুনীলরা

**নয়াদিল্লি, ১১ জানুয়ারিঃ** দারুণ সুযোগ এল ভারতীয় ফুটবল দলের কাছে। পশ্চিম এশীয় ফুটবল সংস্থার তরফে একটি প্রতিযোগিতা খেলার জন্য আমন্ত্রণ পেল তারা। সেই সংস্থার অধীনেই খেলে বিশ্বকাপের আয়োজক কাতার বা আর্জেন্টিনাকে হারানো সৌদি আরবের মতো দেশ। ফলে ভারত সেই প্রস্তাব গ্রহণ করলে সৌদি আরব বা কাতারের বিরুদ্ধে খেলতে দেখা যেতে পারে তাদের। এই প্রতিযোগিতা নিয়মিত আয়োজন করা হয়। এ বার ২০ মার্চ থেকে ৩ এপ্রিল পর্যন্ত এই প্রতিযোগিতা চলার কথা। এশিয়ান কাপের প্রস্তুতির মঞ্চ হিসাবে এ বার এই প্রতিযোগিতা আয়োজন করার কথা ভাবা হয়েছিল। কিন্তু এশিয়ান কাপ পিছিয়ে গিয়েছে। তবে এই প্রতিযোগিতা স্বাভাবিক নিয়ম মেনেই খেলা হবে। ১২টি দল অংশগ্রহণ করবে তাতে। সর্বভারতীয় ফুটবল সংস্থার এক কর্তা বলেছেন, ''আয়োজকরা আমাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন এবং জানিয়ে দিয়েছি যে আমরা রাজি। ওরা বরাবরই দু'-একটি দলকে আমন্ত্রণ জানায়। এখন আমরা ওদের চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষা করছি।'' এই প্রতিযোগিতায় কাতার, সৌদি আরব ছাড়াও খেলে ইরান, জর্ডান, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, বাহরিন, সিরিয়া, ইরাক, ওমান, কুয়েত, লেবানন, ইয়েমেন, প্যালেস্তাইনের মতো দেশ। আগামী ২৬ জানুয়ারি প্রতিযোগিতার ড্র হওয়ার কথা। এশিয়ার আঞ্চলিক ফুটবল প্রতিযোগিতাগুলির মধ্যে এই প্রতিযোগিতা সবচেয়ে কঠিন। মূলত দক্ষিণ এবং পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। কিন্তু কঠিন প্রতিযোগিতার কথা ভেবে অনেক দেশই আমন্ত্রণ জানায় না। ভারত প্রথমে ভেবেছিলেন ২০-২৮ মার্চের উইন্ডোতে দু'টি ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলবে। তবে উঁচুর দিকে থাকা কোনও দেশই সে সময় ভারতে আসতে রাজি নয়। বিকল্প হিসাবে এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে চায় ভারত। তবে একটি সমস্যাও রয়েছে। একে তো খেলতে হবে কঠিন সব দেশের বিরুদ্ধে। তার উপর, ভারতকে সে রকম প্রস্তুতি ছাড়াই নামতে হবে। আইএসএলের ফাইনাল ১৮ মার্চ। যে দুই দল খেলবে, তাদের মধ্যে জাতীয় দলের কোনও ফুটবলার থাকলে পাওয়া যাবে না তাঁকে। কোচ ইগর স্টিম্যাচ লম্বা জাতীয় শিবির চেয়েছিলেন। কিন্তু সব ফুটবলারকে তিনি পাবেন না।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501